দ্য হোনজিন মার্ডারস

সেইশি ইয়োকোমিজো

অনুবাদ : বিমুগ্ধ সরকার রক্তিম
রুদ্র কায়সার

সেইশি ইয়োকোমিজোর জন্ম ১৯০২ সালে, জাপানের কোবে শহরে। ছোটোবেলা থেকেই ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রতি তার একটা আলাদা ভালো লাগা শুরু হয়েছিল। ওসাকা ফার্মাসিউটিক্যাল কলেজ (বর্তমানে ওসাকা ইউভার্সিটির অংশ) থেকে ফার্মেসিতে ডিগ্রি নিয়ে পারিবারিক ড্রাগস্টোরে বসার কথা থাকলেও সে কাজে তার মন টানেনি। বরং এক অজানা আকর্ষণে তিনি টোকিওতে গিয়ে একটা পাবলিশিং কোম্পানিতে চাকরি নেন। সেখানে থেকে প্রধান সম্পাদক হবার পর অবসর নিয়ে ১৯৩২ সালে লেখালেখিতে পুরোপুরিভাবে মন দেন। ১৯৩৫ সালে তার প্রথম উপন্যাস ওনিবি (鬼火) প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে পড়ায় ও সেইসময় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় লেখালেখিতে কিছুটা বিরতি নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই তার লেখা গোটা বিশ্বে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়া শুরু করে। 'দ্য হোনজিন মার্ডার্স' তার রচিত লেখাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। তার লেখা গল্পগুলো থেকে সিনেমা, নাটক বানানো হয়েছে। সেইশি ইয়োকোমিজো'কে 'জাপানিজ ডিকসন কার' বলে ডাকা হয়। ১৯৮১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

।। গল্পের চরিত্রসমূহ ।।

◉ ইচিইয়ানাগি পরিবার

- ইতোকো : বাড়ির বুড়ি কর্ত্রী, বিধবা
- কেঞ্জো : বড়ো ছেলে ও বর
- তায়েকো : বড়ো কন্যা, সাংহাইয়ে থাকে
- রিউজি : মেজ ছেলে, ওসাকার একজন ডাক্তার
- সাবুরো : ছোটো ছেলে, বেকার
- সুজুকো : ছোটো মেয়ে, স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন
- রিয়োসুকে : কেঞ্জো ও তার ভাইবোনদের চাচাতো ভাই, পরিবারের আর্থিক দিকটি খেয়াল রাখেন
- আকিকো : রিয়োসুকের স্ত্রী
- ইহেই : কেঞ্জো ও রিয়োসুকে'র দাদা; সাকুয়ে ও হায়াতোর বাবার ছোটো ভাই
- সাকুয়ে : ইতোকোর স্বর্গবাসী স্বামী, পাঁচ ছেলেমেয়ের বাবা
- হায়াতো : সাকুয়ের স্বর্গবাসী ভাই, রিয়োসুকের বাবা

◉ কুবো পরিবার

- কাতসুকো : ওকাইয়ামা শহরের একজন স্কুলশিক্ষিকা, কনে
- গিনজো : কনের চাচা, সফল একজন ব্যবসায়ী
- রিনকিচি : কাতসুকোর স্বর্গবাসী বাবা, গিনজোর ভাই
- শিজুকো শিরাকি : কাতসুকোর বান্ধবী

◉ ভৃত্যদের তালিকা

- কিয়ো : চাকরানি
- নাও : ভৃত্য/পাচক
- গেনশিচি : ভৃত্য/ফার্মের শ্রমিক
- শোকিচি : ভৃত্য/ফার্মের শ্রমিক

◉ পুলিশ অফিসারদের তালিকা

- ডিটেকটিভ ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া
- ডিটেকটিভ সার্জেন্ট কিনুরা
- প্রধান ইনস্পেকটর

◉ প্রাইভেট ডিটেকটিভ

- কোসুকে কিনদাইচি

(আরও বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য, ফার্মের শ্রমিক ও অপ্রধান চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এখানে।)

।। অধ্যায় ১ ।।

তিন আঙুলওয়ালা মানুষ...

অদ্ভুত ইতিহাসটা নথিবদ্ধ করার আগে আমার কাছে মনে হয়েছিল, যে বাড়িতে এমন একটি লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সেই বাড়িটার দিকে একবার নজর দেওয়া যাক। আর তাই, বসন্তের শুরুতে এক বিকালে, ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়লাম সেই কুখ্যাত বাড়িটার আশপাশ ঘুরে দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে।

গতবছর মে মাসে, বম্বিং রেইডের সময়টাতে আমি ওকাইয়ামা প্রিফেকচারের এক চাষাভুষো গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেদিনের পর থেকে যতজনের সাথে দেখা হয়েছে, তারা কমপক্ষে একবারের জন্য হলেও ইচিইয়ানাগি পরিবারে সংঘটিত বহুল আলোচিত ঘটনাটির কথা শুনিয়েছে, যা কারো কারো কাছে 'কোতো হত্যাকাণ্ড', আবার কারো কাছে 'হোনজিন হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত।

স্বাভাবিকভাবেই লোকজন যখনই শুনে যে আমি একজন লেখক এবং গোয়েন্দা উপন্যাস লিখি, তারা তখন নিজেদের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে আছে এমন কোনো হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আমাকে বলতে চায়। বুঝতে পারছিলাম, যে-কোনো মাধ্যমেই হোক আমার পেশা সম্পর্কিত উড়ো খবরটি গ্রামবাসীদের কানে পৌঁছেছে, আর তাই আমার সাথে কথা বলার কোনো এক পর্যায়ে তাদের প্রত্যেকেই হোনজিন হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তুলবে। আসলে এই গ্রামের বাসিন্দাদের মেতে থাকার জন্য এরচেয়ে উত্তেজনাকর কোনো ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। তাই ঘটনাটা বেশ পরিষ্কারভাবেই তাদের মনে আছে। অথচ কিনা এই হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ দিকগুলোই তাদের অধিকাংশের অজানা ছিল।

স্বভাবতই যখন মানুষজন এসব নিয়ে আমার সামনে গল্প জুড়ে বসে, গল্পটা আমার আমার কাছে ততটা উপাদেয় বলে মনে হয় না যতটা বক্তার কাছে মনে হয়। তাই গল্পের বই লেখার মতো তথ্য-উপাত্তও পাওয়া যায় না। কিন্তু এই খুনের ঘটনাটা ছিল একদমই অন্যরকম। খুনের ঘটনাটা সম্পর্কে যত কানাঘুষা শুনেছি, আমার আগ্রহ তত বেড়েছে। আর শেষমেশ যখন 'ফ'-এর কাছ থেকে ঘটনাটা জানলাম, তখন আমি উত্তেজনায় আটখানা হয়ে গিয়েছিলাম। উল্লেখ্য লোকটার প্রকৃত নাম 'ফ' নয়; কিছু কারণে

গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে লোকটার প্রকৃত নামটি প্রকাশ করতে চাচ্ছি না। যা হোক, এই লোকটা ছিলেন কেসটার সাথে সরাসরি জড়িত মানুষগুলোর একজন। এটা সাধারণ কোনো হত্যাকাণ্ড ছিল না। এই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটানোর আগে খুনি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ধাপে ধাপে পরিকল্পনাটি করেছিল। আরও মজার ব্যাপার হলো, পুরো ঘটনাটাকে খুব সহজেই 'বদ্ধঘর হত্যা রহস্য' শ্রেণিতে ফেলে দেওয়া যায়।

'বদ্ধঘর হত্যা রহস্য'—এমনই এক জনরা, যা নিয়ে প্রত্যেক স্বনামধন্য গোয়েন্দা ঔপন্যাসিক তার ক্যারিয়ারের কোনো না কোনো এক পর্যায়ে লেখার চেষ্টা করেছেন। এই জনরায় সাধারণত হত্যাকাণ্ডগুলো কোনো একটি বদ্ধঘরে সংঘটিত হয়, আর আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় খুনির সেখানে ঢোকার বা বেরিয়ে যাবার কোনো পথ ছিল না। এ ধরনের বদ্ধঘর হত্যা রহস্যের সমাধান দাঁড় করানো একজন লেখকের জন্য বেশ কঠিন কাজ। আমার স্বনামধন্য বন্ধু এইজো ইনো একবার লিখেছিলেন, বিখ্যাত লেখক জন ডিকসন কার'র সব লেখাই ঘুরেফিরে বদ্ধঘর হত্যা রহস্য কেন্দ্রিক। যেহেতু আমি নিজেও একজন গোয়েন্দা উপন্যাসের লেখক, একদিন এরকম কিছু একটা লেখার চেষ্টা আমিও করেছিলাম। সৌভাগ্য কিনা জানি না, সুযোগটা ঠিক আমার সামনে এসেই ধরা দিয়েছে। মনের অজান্তেই এই ঘটনার খুনিকে এত পৈশাচিক উপায়ে একজন পুরুষ ও মহিলাকে খুন করার জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। জানি ঘটনাটা বীভৎস, তারপরেও তাকে ধন্যবাদ।

প্রথম যখন ঘটনাটা শুনেছিলাম, মাথা খাটিয়ে বের করার চেষ্টা করেছিলাম আমার পড়া গোয়েন্দা উপন্যাসগুলোর সাথে এই ঘটনার কোনো মিল আছে কিনা। প্রথমেই যেটা মাথায় এলো, তা হলো : গ্যাস্টন লেরক্স'র 'দ্য মিস্ট্রি অব দ্য ইয়েলো রুম' এবং মরিস লেব্ল্যাঙ্ক'র 'দ্য টিথ অব দ্য টাইগার'। তারপর একে একে এস.এস. ভ্যান ডাইন'র লেখা 'দ্য ক্যানারি মার্ডার কেস' ও 'দ্য কেনেল মার্ডার কেস' উপন্যাস দুটোর কথা মাথায় এলো। আর সবশেষে মনে পড়লো ডিকসন কার'র সৃষ্টি 'দ্য প্লেগ কোর্ট মার্ডারস' উপন্যাসটির কথা। রজার স্কারলেটের লেখা 'মার্ডার অ্যামাং দ্য অ্যাঙ্গেলস' গল্পটার কথাও কিন্তু ভুলিনি। ওটাতেও বদ্ধ ঘরে খুন করার পদ্ধতিটি কাজে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনাটার সাথে ওপরের একটারও মিল খুঁজে পেলাম না। এমনও হতে পারে যে, খুনি নিজেও এরকম অসংখ্য গল্প পড়েছে। সেখান থেকে খুন করার পদ্ধতিগুলো আলাদা করে যেগুলো তার দরকার, সেগুলো ব্যবহার করে নিজের জন্য খুন করার নতুন পদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছে... আমার অনেকগুলো তত্ত্বের মধ্যে একটা হচ্ছে এটা।

ওপরে উল্লিখিত বইগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র 'দ্য মিস্ট্রি অব দ্য ইয়েলো রুম' উপন্যাসটির সাথেই বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনাটার পরিবেশ ও পরিস্থিতিগত খানিকটা

মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বাকি কিছুর সাথে মিল নেই। গল্পটাতে অপরাধ সংঘটনের স্থানটা ছিল হলুদ ওয়ালপেপারে মোড়ানো একটা ঘর; বিপরীতে হোনজিন হত্যাকাণ্ডটি যে ঘরটাতে সংঘটিত হয়েছিল, পুরো ঘরটাই—ঘরের কলাম, বিম, ছাদ সবকিছু—ছিল গিরিমাটির মতো লাল রঙে আচ্ছাদিত। গিরিমাটির মতো লাল রং ব্যবহার করাটা এ এলাকায় অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। আমি নিজে যে বাড়িটায় অবস্থান করছিলাম, সেটাও একই রঙের ছিল। আমার বাড়ির সাথে হোনজিনের বাড়িটার একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে—আমার বাড়িটা ছিল অত্যধিক পুরোনো। লাল রংটা তাই এখন কালচে বাদামি রং ধারণ করেছে। আর যেখানে খুনটা ঘটেছিল, সেই রুমটাকে নাকি রং করা হয়েছিল খুনের মাত্র ক'দিন আগেই। তাই এখনো লাল রংটা উজ্জ্বল হয়ে আছে। মেঝেতে বিছানো টাটামি ম্যাট আর স্লাইডিং দরজা হিসাবে ব্যবহার করা ফুসুমা ছিল একদম নতুন। আর হ্যাঁ, ঘরটাতে সোনালি রঙের পাতার ডিজাইনওয়ালা একটা বিয়োবু ফোল্ডিং পর্দাও ছিল, যা ঘরের মধ্যে ব্যক্তিগত জায়গা আলাদা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বোধহয় সেই নবদম্পত্তির মৃতদেহগুলোই সেই ঘরটার একমাত্র কুৎসিত জিনিস ছিল, যেগুলো কিনা নিজেদের রক্তে সিক্ত হয়ে মেঝেতে পড়ে ছিল।

আমার কাছে এই কেসটার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটা ছিল কোতো'র ব্যবহার। কোতো হলো এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী জাপানিজ বাদ্যযন্ত্র। এতে তারের ব্যবহারের মাধ্যমে মধুর শব্দ তৈরি করা হয়। কেসটার একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর সাথেই কোতো'র সম্পর্ক ছিল। প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে বাদ্যযন্ত্রটির ভূতুড়ে শব্দ শোনা গিয়েছিল। আমি এখনো রোমান্টিক মানসিকতার মানুষ, তাই শব্দটা আমাকে এখনো মোহাচ্ছন্ন করে দেয়। বদ্ধঘর হত্যা রহস্য, লাল রঙের ঘর আর কোতো'র মূর্ছনা—প্রতিটা জিনিস এতটা নিখুঁতভাবে মানিয়ে গিয়েছিল যে ধন্দে পড়ে গিয়েছিলাম। সবকিছু খুব বেশি নিখুঁত লাগছে—অনেকটা বাজারে প্রচলিত 'অধিক কার্যকরী' ওষুধগুলোর মতো। মনে হচ্ছিল, আমি যদি চট করে সবকিছু খাতায় না লিখে ফেলি, তবে এই নিখুঁত পরিস্থিতিটা একসময় তার সৌন্দর্য হারাতে শুরু করবে।

মনে হচ্ছে মূল গল্পটা থেকে সরে যাচ্ছি...

আমার বাসা থেকে ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনে হেঁটে যেতে সর্বসাকুল্যে পনেরো মিনিটের মতো লাগে। বিশাল *'ও'*—গ্রামের ঠিক বাইরে, ইয়ামানোয়ার ভেতরকার ছোট্ট পল্লী এটা। ইয়ামানোয়ার উত্তরে রয়েছে তিনটি শৈলশ্রেণি নিয়ে গঠিত একটি উঁচু টিলা। মাঝেমধ্যে দূর থেকে শৈলশিরা তিনটি দেখলে আমার স্টারফিশের পায়ের কথা মনে হতো। ঐ 'পা' তিনটার একটাতে ইচিইয়ানাগিদের বাড়িটি অবস্থিত।

টিলার পশ্চিমদিক দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট একটা নদী। আর পূর্বদিকে *'হ'*—গ্রাম থেকে চলে এসেছে একটা রাস্তা। টিলার পাদদেশ ধরে কিছুদূর যাওয়ার পরেই মিলন

ঘটেছে দুটোর। ইচিইয়ানাগিরা এর মধ্যকার প্রায় সাড়ে তিন একরের মতো জমির মালিক। সহজ ভাষায়, উত্তরের টিলা থেকে শুরু করে পশ্চিমের নদী আর পূর্বদিকের 'হ'—গ্রামের রাস্তা পর্যন্ত তাদের জায়গাজমি বিস্তৃত। বাড়িটিতে ঢোকার প্রবেশদ্বারটি বানানো হয়েছে পূর্বদিককার রাস্তাটির অভিমুখী করে।

সেই রাস্তা ধরে এগোতে থাকলাম কুচকুচে কালো রঙের তীক্ষ্ম পেরেকে সজ্জিত প্রবেশদ্বারটির দিকে। দ্বারটির দু'দিক থেকে একটা বিশালকৃতির প্রাচীর চলে গেছে, যেটার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫০ ফুটের মতো। প্রবেশদ্বার দিয়ে যখন ভেতরের দিকে উঁকিঝুঁকি মারলাম, লক্ষ করলাম ভেতরে আরও একটা বেষ্টনী দেওয়া আছে। ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনটা অসাধারণ হওয়ার যে গুজব শুনেছিলাম, তা এখন সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। তবে ভেতরের বেষ্টনীটি ভেদ করে কিছুই চোখে পড়লো না।

বাইরের দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে ঘুরে পশ্চিমের দিকটায় যাওয়ার চেষ্টা করলাম। এরপর নদী ধরে হাঁটতে শুরু করলাম উত্তর দিকে। একটা ভাঙা ওয়াটার হুইল ও একটা কাঠের সেতু দেখতে পেলাম দেওয়ালের একদম উত্তরাংশে গিয়ে। সেতু পার হয়ে টিলার উঁচু অংশটাতে উঠলাম বহুকষ্টে। টিলার এখানে ওখানে জন্মানো বাঁশঝাড় থেকে বাঁচার জন্য বেশ কয়েকবার মাথা নিচু করে উঠতে হলো। ওখানে, মানে উত্তরের সীমানার দিকটায় দাঁড়ানোর ফলে ইচিইয়ানাগিদের সম্পূর্ণ মালিকানাটা আমার চোখে ধরা দিলো।

আমার কাছাকাছি যে বাড়িটার ছাদ ছিল, সেটা ছিল অ্যানেক্সের ছাদ। অ্যানেক্স হলো মূল বাসভবন থেকে আলাদা করে বানানো ঘর। আর ওখানেই সংঘটিত হয়েছিল হত্যাকাণ্ডটা। গ্রামবাসীদের মুখে যা শুনেছি সে অনুযায়ী এই অ্যানেক্সের ঘরটাকে নাকি ইচিইয়ানাগি পরিবারের অবসরপ্রাপ্ত প্রধানের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। মূল ঘরের তুলনায় আকারে বেশ ছোটোখাটোই ছিল; মাত্র দুই কক্ষবিশিষ্ট—একটা আট টাটামির ঘর, আরেকটা ছয় টাটামির ঘর। এ ধরনের ঘর বানানোর সময় সাধারণত ঘরের আকার ছোটো হলেও বাগানটি আকারে বেশ বড়োসড়ো হয়ে থাকে। এখানকার বাগানটাও ব্যতিক্রম নয়—দক্ষিণ দিক থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম দিক অবধি প্রসারিত। বাগানের সম্পূর্ণটাই অসংখ্য গাছগাছালি, ঝোপঝাড় আর শোভাবর্ধক পাথর দিয়ে সাজানো।

পরে না হয় অ্যানেক্স নিয়ে বিস্তারিত লিখবো।

সেটা পার হয়ে আরেকটু দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলেই মূল দালানটা চোখে পড়বে : ইচিইয়ানাগিদের একতলার জাঁকজমকপূর্ণ বাসভবন। মূল ভবনটা পূর্বদিক অভিমুখী। ওটা পার হলে দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের কোয়াটার চোখে পড়বে। এরপরে স্টোরহাউজ আর ছোটোখাটো বেশ কয়েকটা দালান এলোপাথাড়িভাবে গড়ে উঠেছে।

এই ছিল ইচিইয়ানাগিদের বাসস্থানের ছোটোখাটো একটা সার্ভে। বাঁশঝাড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে টিলা থেকে নামতে বেশ বেগ পেতে হলো। এরপর সোজা ও—এলাকার সরকারি অফিসে চলে গেলাম। সরকারি অফিসটা গ্রামের একদম দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ওদিকটায় তেমন একটা বাড়িঘর গড়ে উঠেনি। আরও দক্ষিণে গেলে বিস্তীর্ণ ধানখেত দেখা যাবে। ধানখেতটির সীমা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে ক—গ্রামটির সীমানা। ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলে গেছে দুই লেনের বড়োসড়ো রাস্তা। আপনি যদি রাস্তাটা ধরে চল্লিশ মিনিট হাঁটেন, তবে পৌঁছে যাবেন ন—রেলওয়ে স্টেশনে। সহজ ভাষায় বললে, আপনি যদি ট্রেনে করে এই স্টেশনে নামেন, তবে ও—গ্রামে ঢোকার জন্য আপনাকে এই রাস্তাটাই ব্যবহার করতে হবে। আর সেজন্য সরকারি অফিসের সামনে দিয়েই যেতে হবে আপনাকে।

সরকারি অফিসের ঠিক সামনাসামনি, রাস্তাটা পার হলেই একটা সরাইখানা চোখে পড়বে। রাজ্যের মালগাড়ি চালক ও ব্যবসায়ীরা এ জায়গায় এসে গলা ভেজায়, পেটপুরে খাওয়াদাওয়া করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, হোনজিন হত্যাকাণ্ডের শুরুটা কিন্তু এই সরাইখানাতেই হয়েছিল। এখানেই সেই তিন আঙুলওয়ালা মানুষটাকে প্রথমবারের মতো দেখা গিয়েছিল...

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর। সূর্য সেই সময় সবে ডুবতে বসেছে। অন্যভাবে বললে শোওয়া সম্রাটের রাজত্বকালের ১২ বছর পর। আরও ভালোভাবে বললে—হত্যাকাণ্ডের ঠিক দু'দিন আগে।

এই সরাইখানাটির ওকামি-সান সরাইখানার সামনে কাঠের টুলে বসে দু'জন পুরোনো খদ্দেরের সাথে আড্ডায় মশগুল ছিলেন, যাদের একজন মালগাড়ির চালক এবং অন্যজন ছিলেন সরকারি অফিসের কর্মচারী। এখানে আপনাদের জ্ঞাতার্থে একটা বিষয় না জানালেই নয়—জাপানে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রীকে সম্মান দিয়ে *ওকামি-সান* সম্বোধন করা হয়। যা হোক, ঘটনায় ফেরা যাক। ঐ সময় ক—গ্রামের রাস্তাটি ধরে একজন খোঁড়া আগন্তুক হেঁটে যাচ্ছিল। সরাইখানার সামনে এসে আগন্তুক অকস্মাৎ থমকে দাঁড়াল।

"ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনটা কোথায়, তা একটু বলতে পারবেন?"

ওকামি-সান, মালগাড়ি চালক ও সরকারি কর্মচারীটি তাদের মধ্যকার আলোচনা বন্ধ করে আগন্তুকের দিকে তাকালো। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিল তারা তাকে। এ ধরনের মানুষ ইচিইয়ানাগিদের সাথে দেখা করতে আসে না সাধারণত। পশুর লোমের তৈরি দুমড়েমুচড়ে যাওয়া একটা টুপি দিয়ে সে নিজের চোখকে ঢেকে রেখেছিল। একটা বড়োসড়ো মুখোশের আড়ালে ঢাকা ছিল তার নাক ও মুখ। টুপির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল লোকটার জটপাকানো চুল। মুখে লেগে ছিল ময়লা। মোদ্দা কথা, লোকটাকে

দেখে যে কেউ সন্দেহ করবে। ঠান্ডার মধ্যেও কোট পরেনি, জ্যাকেটের কলারটাকে উঠিয়ে দিয়ে চেষ্টা করছিল নিজেকে উষ্ণ রাখার। পরনের জ্যাকেট আর ট্রাউজারটাও একদম নোংরা হয়ে ছিল। ঘষা খেতে খেতে প্রায় মসৃণ হয়ে গিয়েছিল কনুই ও হাঁটুর দিকের অংশটা। জুতোজোড়াও ছিল ধূলিধূসরিত, দু'পাটি জুতোরই সোল খুলে যায় যায় অবস্থা। লোকটার প্রতিটা জিনিস ছিল অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করার মতোই জীর্ণ ও মলিন। দেখে বুঝতে কষ্ট হবে, তবে লোকটার বয়স যে ত্রিশের ঘরে তা আঁচ করা যাচ্ছিল।

"ইচিইয়ানাগিদের বাসভবন? এই যে, এই রাস্তাটা ধরে চলে যান। কিন্তু ইচিইয়ানাগি পরিবারের সাথে আপনার কী কাজ, সেটা বলা যাবে?"

সরকারি কর্মচারী প্রশ্নটা করে তীব্রদৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকালো। প্রত্যুত্তরে আগন্তুক চোখ পিটপিট করে মুখোশের আড়াল থেকে অর্থহীন ভাষায় কী যেন বলতে লাগলো বিড়বিড় করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ রাস্তা ধরে—মানে লোকটা যে রাস্তা ধরে এসেছিল, একটা রিকশা এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ওকামি-সান রিকশার দিকে এক ঝলক তাকালো। এরপর আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "এই যে শুনুন! আপনি যাদের খোঁজ করছেন, সেই ইচিইয়ানাগিদের প্রধান এদিকেই আসছেন।"

রিকশায় যাত্রীর আসনে চল্লিশ কিংবা তার কাছাকাছি বয়সের একজন ভদ্রলোক কঠোর মুখ করে বসে ছিলেন। পাশ্চাত্য ঢঙের কালো রঙের জামা পরনে। সটান হয়ে বসেছিলেন রিকশায়। একবারের জন্যও আশেপাশে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখলেন না তিনি। পুরো সময়টা সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার তীক্ষ্ম চোয়াল ও খাঁড়া নাকটা যেন চতুর্দিকে জানান দিচ্ছিল : এই মানুষটার মুখোমুখি হওয়া মোটেও ঠিক হবে না।

ভদ্রলোকের নাম কেঞ্জো। ইচিইয়ানাগিদের পরিবারের বর্তমান বড়োকর্তা। রিকশাটা তাদের সামনে দিয়ে চলে যায়। তারপর একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে মোড়টাতে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মালগাড়ির চালক রিকশাটা চোখের আড়াল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। তারপর ওকামির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "শুনলাম, কর্তা নাকি বিয়ের জন্য বধূ খুঁজে পেয়েছেন। কথাটা কি ঠিক?"

"তাই তো শুনলাম। আগামী পরশুদিন নাকি বিয়ে।"

"সেকি! এত তাড়াতাড়ি? চটপট বিয়ে সারছেন দেখছি।"

"আসলে তিনি যদি বেশি সময় অপেক্ষা করতে যান, তবে কেউ হয়তো এসে বিয়েটা ভেঙে দিতে চাইবে। তাই বিয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পরই তিনি সেটা ঝটপট সেরে নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেশ উদ্যমী, একগুঁয়ে মানুষ তিনি; একবার

যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, করেই ছাড়েন।"

"হুম, বুঝতে পেরেছি। এভাবেই বোধহয় তিনি অতবড়ো শিক্ষিত মানুষ হতে পেরেছেন," সরকারি কর্মচারী বলল। "তবে একটা জিনিস তিনি ভালো করেছেন। বুড়ি মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি নাকি বিয়েটা করছেন।"

"বুড়ি কর্ত্রী নাকি এ বিয়েতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু ছোটোকর্তাও কম একগুঁয়ে নন। যতই তিনি মানা করলেন, ততই তার একগুঁয়েমি বেড়ে গেল। অবশেষে তিনি কর্ত্রীকে রাজি করাতে পেরেছেন।"

"বয়স কত হলো উনার? চল্লিশ নাকি?" মালগাড়ির চালক উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করলো।

"একদম কাটায় কাটায় চল্লিশ," সরকারি অফিস কর্মচারী উত্তর দিলো। "আর এটা নাকি তার প্রথম বিয়ে।"

"প্রেমে পড়া মধ্যবয়স্ক এক পুরুষ তিনি। একজন প্রেমে পড়া তরুণের থেকে তিনি যে বেশি আবেগী হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

"আর বধূর বয়স নাকি কেবল পঁচিশ কী ছাব্বিশ," ওকামি-সান উত্তর দিলেন। "যা শুনলাম, মেয়েটা নাকি রিন-সানের মেয়ে। ওরা দেখছি একদম বড়োসড়ো একটা মাছ পাকড়াও করেছে। এভাবেই বিয়ে করে সমাজে ওপরে উঠতে হয়!"

সরকারি কর্মচারী এবার ওকামি-সানের দিকে তাকালেন। "আচ্ছা, মেয়ে কেমন দেখতে? অপরূপ সুন্দরী?"

"সবাই তো বলে মেয়েটা তেমন একটা সুন্দরী নয়। তবে মেয়েটা নাকি কোথাকার এক মেয়েদের স্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করে। তাই সে যে ভালোই চালাকচতুর, সেটা ধরে নেওয়া যায়। বোধহয় সেই কারণেই কর্তার সাথে মেয়েটা মানিয়ে যাবে।" ওকামি-সান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "আজকাল তাহলে মেয়েদের ভালো জায়গায় বিয়ে করার জন্য পড়াশোনা করা শুরু করতে হবে..."

"ওকামি-সান, আপনি নিজেও কি মনে মনে বড়োলোক একটা স্বামী বাগানোর জন্য স্কুলে যাওয়ার কথা ভাবছেন?"

"আহ হা, ভাববো না কেন?"

তিনজনেই জোরে হেসে ফেললেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে আগন্তুক আবার মুখ খুললো।

"ওকামি-সান," সে দ্বিধান্বিত স্বরে বলল, "আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারবেন? গলাটা শুকিয়ে একদম কাঠ..."

তিনজন চমকে গিয়ে আগন্তুকের দিকে তাকালেন। সত্যি বলতে কী, আগন্তুকের কথা তারা ভুলেই গিয়েছিলেন। ওকামি-সান কিছুক্ষণ কটমট চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষমেষ এক গ্লাস পানি এনে বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। আগন্তুক তাকে

ধন্যবাদ জানিয়ে পানি খাওয়ার জন্য মুখোশটা সরালো। গ্রামবাসী তিনজন একে অপরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করলো।

লোকটার ডান গালে একটা ক্ষত দেখা যাচ্ছে যেটাকে সেলাই করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতদাগটা ঠোঁটের ডানদিক থেকে গাল পর্যন্ত চলে গেছে। মনে হচ্ছে যেন তার গালের ডানদিকটা এভাবে কেটে সেটা খুলে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। লোকটা ধুলো কিংবা ময়লা থেকে বাঁচার জন্য মুখোশ পরেনি; পরেছে এই ক্ষতদাগটা লুকানোর জন্য। আরেকটা বীভৎস বৈশিষ্ট্য তাদের চোখে পড়লো। সে যখন গ্লাসটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো, তারা দেখলো লোকটার ডানহাতে কেবল তিনটা আঙুল। অনামিকা আর কনিষ্ঠা—দুটো আঙুলই অর্ধেক কাঁটা, বাকি আঙুলগুলো অবশ্য আস্ত ছিল।

পানি শেষ করে তিন আঙুলওয়ালা মানুষটা আবার ওকামি-সানকে ধন্যবাদ জানিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রিকশাটা যেদিকে চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলো। গ্রামবাসী তিনজন মুখে কোনো শব্দ না করে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে।

"কী ছিল এটা..."

"ইচিইয়ানাগিদের সাথে লোকটার কী কাজ?"

"উফফ্, আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠেছে! লোকটার চেহারাটা দেখেছেন? আমি জীবনেও আর ঐ গ্লাসটা ব্যবহার করবো না।"

ওকামি-সান গ্লাসটা শেলফের একদম কোণায় রেখে দিলেন। সিদ্ধান্তটা পরবর্তী দিনগুলোর জন্য খুব কার্যকরী একটা সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, আপনি যদি গল্পের ভেতর থেকে অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করা পাঠক হয়ে থাকেন, বা সংঘটিত কোনো অপরাধের খুঁটিনাটি মনে রাখতে ভালোবাসেন, তাহলে আমি এখন যা বলতে চলেছিল নিশ্চয়ই আপনি তা ইতোমধ্যে বুঝে ফেলেছেন।

কোতো নামক বাদ্যযন্ত্রটি বাজাতে কেবলমাত্র হাতের তিনটি আঙুলের প্রয়োজন হয়—বৃদ্ধাঙুল, তর্জনী ও মধ্যমা।

।। অধ্যায় ২ ।।

হোনজিন বংশধরেরা...

গ্রামের বুড়োদের কথা অনুযায়ী, সম্ভ্রান্ত, সমৃদ্ধশালী ইচিইয়ানাগি পরিবার নাকি মূলত ও—গ্রামের বাসিন্দা নন। তারা নাকি পাশের ক—গ্রাম থেকে এখানে এসে খুঁটি গেড়েছেন। শুধুমাত্র এ কারণেই অনেক নিচু মনের গ্রামবাসীরা ওদের ভালো চোখে দেখতো না।

পুরোনো চিউগোকুকাইদো রাস্তাটা পূর্ব ও পশ্চিম জাপানকে সংযুক্ত করে দিয়েছিল। ক—গ্রামটা তারই একপাশে গড়ে উঠেছিল। সেই এদো আমলে—যা ১৬০৩ সাল থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত স্থায়িত্ব ছিল—জায়গাটাকে ভ্রমণকারীরা বিশ্রাম নেওয়ার স্থান হিসাবে ব্যবহার করতো। পূর্বে ইচিইয়ানাগিদের বাড়িটা 'হোনজিন' বা 'অভিজাতদের জন্য বানানো সরাইখানা' হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এদো সময়কালে অভিজাত, সম্পদশালী মানুষেরা সেটা নিত্য ব্যবহার করতেন। তবে তৎকালীন শোগানকে তথা সম্রাটকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে যখন পুরো জাপানে সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা হলো, তখন ইচিইয়ানাগিদের পরিবারের কর্তা একটা কঠিন সত্য বুঝতে পারলেন। এভাবে চলতে থাকলে তারা আর 'হোনজিন' চালাতে পারবেন না। তাই পুরোনো ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ার আগেই তিনি বর্তমান স্থানটাতে স্থানান্তরিত হয়ে গেলেন পরিবারসহ। ঐ বিশৃংখলার মধ্যে তিনি বুদ্ধি করে একদম জলের দামে চাষীজমি কিনে ফেললেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তিনি পরিণত হন একজন ধনী ভূস্বামীতে। সেই থেকে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ইচিইয়ানাগিদেরকে ভুঁইফোঁড় 'কাপ্পা' বলে ডাকা শুরু করে। কাপ্পা হলো এক ধরনের পৌরাণিক জলদানব। যারা ক—গ্রাম থেকে ও—গ্রামে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তাদেরকে স্থানীয়রা কটাক্ষ করে 'কাপ্পা' বলেই ডাকে।

সে যাকগে। সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সময় ইচিইয়ানাগি পরিবারের যারা যারা সেখানে অবস্থান করছিলেন, তাদের কথা বলা যাক।

সর্বপ্রথম যার কথা আসবে, তিনি হলেন পূর্বের কর্তার স্ত্রী, বাড়ির কর্ত্রী ইতোকো। ঐ সময় তার বয়স ছিল ৫৭ বছর। নিজের চুল খোঁপা করে বেঁধে রাখতেন সবসময়। আর সর্বদা সম্ভ্রম বজায় রেখে চলতেন। ইতোকো হোনজিনের বংশধর হওয়ায়

একরকম চাপা অহংকার ছিল তার মধ্যে। যখন গ্রামবাসীরা বাড়ির পুরোনো কর্ত্রীর কথা তুলেছিল, তারা ইতোকোর কথাই বলছিল।

বিধবা ইতোকোর ছিল পাঁচ সন্তান। কিন্তু বর্তমানে তার সাথে তাদের কেবল তিনজন বাস করছে। বড়োজন হলো কেঞ্জো; তিনি কিয়োতো'র কতিপয় প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে দর্শন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করে এসেছেন। এরপর কিছুদিন ওখানেই নিয়োজিত থেকেছেন শিক্ষকতার পেশায়। তবে শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত একটা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাকে দ্রুতই বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছিল। পুরো পৃথিবী থেকে এরপর নিজেকে আলাদা করে ফেলেন। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ মানের স্কলার। তাই নিজেকে ঘরবন্দী করে রাখলেও পড়াশোনার কাজে নিজেকে সঁপে দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেননি। তিনি বইপত্র লিখতেন, নানান জার্নালে তাঁর লেখা আর্টিকেল প্রকাশিত হতো—মোটকথা তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতে পরিণত হয়েছিলেন।

কেঞ্জোর পর যার কথা আসে সে হলো ইতোকোর বড়ো মেয়ে, তায়েকো। তিনি এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে তখন সাংহাইতে অবস্থান করছিলেন। তাই সে রাতের ঘটনার সাথে তাঁর কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। ইতোকোর মেজছেলে রিউজির বয়স ৩৫ বছর, পেশায় তিনি একজন ডাক্তার। ওসাকার এক বিখ্যাত হাসপাতালে তিনি ডাক্তারি করতেন। তিনিও দুর্ঘটনার রাতে বাড়ি ছিলেন না। সংবাদ কানে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি দ্রুত সেখানে এসে উপস্থিত হন, তাই পরবর্তীতে ঘটা ঘটনাগুলোর সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

রিউজির জন্মের পর অনেক বছর ইতোকো ও তাঁর স্বামী বহুদিন কোনো বাচ্চা নেননি। সবাই ধরে নিয়েছিল যে, তাদের পরিবারে নতুন করে আর কেউ যুক্ত হবে না। কিন্তু প্রায় দশ বছর পর ইতোকো এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এর আরও আটবছর পর তিনি এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। পুত্রের নাম সাবুরো, আর কন্যার নাম সুজুকো। হত্যাকাণ্ডের সময় সাবুরো'র বয়স ছিল পঁচিশ, আর সুজুকো'র সতেরো।

সাবুরোকে তাদের পরিবারের কুলাঙ্গার হিসাবে ধরা হতো। মিডল স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তাকে কোবে'র এক প্রাইভেট ভোকেশনাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই স্কুল থেকেও বের করে দেওয়া হয়েছিল তাকে। হত্যাকাণ্ডের দিন সে বেকার অবস্থায় বাসায় অবস্থান করছিল। প্রায় সারাদিনই সে বাড়িতে কাটাতো। সবাই অবশ্য এ বিষয়ে একমত ছিল যে, ছেলে ভালোই বুদ্ধিমান। কিন্তু সে কখনো বাড়ির কাজকর্মে হাত দিয়েও দেখতো না। তার চেহারার মধ্যে একটা চতুর ভাব ছিল। গ্রামের লোকজন তাকে একবাক্যে ঘৃণা করতো।

আর সবচেয়ে ছোটো সন্তান, সুজুকো...আসলে নিজের অজান্তেই তার ওপর

করুণা হতে শুরু করে। তার জন্মের সময়ে তার পিতামাতা ইতোমধ্যে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বলে সে ঠিকমতো বেড়ে উঠতে পারেনি—অনেকটা ছায়ায় ফোটা ফুলের মতো তাকে বড়ো হতে হয়েছিল। সেই সাথে তার দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে সে কাজকর্মে খানিকটা স্থূলবুদ্ধির ছিল। মানসিক প্রতিবন্ধী না ঠিক—কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে প্রচণ্ড মেধাবী ছিল। যেমন কোতো বাদ্যযন্ত্র বাজানোর ক্ষেত্রে তাকে অনেকে প্রতিভাবান বলতো। মাঝেমধ্যে তার কাজকর্মে প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু বাকি সময়ে সে সাত-আট বছরের বাচ্চাদের মতো আচার-আচরণ করতো।

এরাই ছিল মূল ইচিইয়ানাগি পরিবারের সদস্য। তবে তাদের শাখা পরিবারের সদস্যরা তাদের সাথেই, মূল বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে বসবাস করতো। শাখা পরিবারের প্রধান ছিল কেঞ্জো ও তার বাকি ভাইবোনদের চাচাতো ভাই রিয়োসুকে। ঘটনাটা ঘটার সময় তার বয়স ছিল প্রায় আটত্রিশ ছুঁইছুঁই। ঐ বাড়িতে তিনি তার স্ত্রী আকিকো ও তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বসবাস করতেন। যেহেতু এই হত্যাকাণ্ডের সাথে ঐ ছেলেমেয়েরা জড়িত ছিল না, তাই ওদের নাম উল্লেখ করলাম না।

কেঞ্জো ও তার ভাইবোনদের থেকে রিয়োসুকে সম্পূর্ণ আলাদা মেজাজের একজন লোক ছিলেন। শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় পাশ করা সত্ত্বেও তিনি গণিত ও বাস্তবিক জ্ঞানসম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন। একদিক থেকে ভাবলে ইচিইয়ানাগি পরিবারের প্রধান হওয়ার সব গুণ তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বাড়ির কর্ত্রী ইতোকোও তাই মনে করতেন। তার বেয়াড়া বড়ো ছেলে, অনুপস্থিত মেজ ছেলে ও কুলাঙ্গার ছোটো ছেলের তুলনায় রিয়োসুকে'কেই তার যোগ্য মনে হতো। আর আকিকো, মানে তার স্ত্রীর স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। সে ছিল খুবই সাধারণ, স্বামীর অত্যন্ত অনুগত একজন গৃহিণী।

আর এই হলো ইচিইয়ানাগি বাসভবনের ছয়জন বাসিন্দা : বাড়ির বুড়ি কর্ত্রী ইতোকো, কেঞ্জো, সাবুরো, সুজুকো, রিয়োসুকে ও আকিকো। প্রত্যেকেই একটা মর্যাদা নিয়ে সংরক্ষণশীলভাবে জীবনযাপন করতো। দিনকাল শান্তিতেই কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু কেঞ্জো যখন ঘোষণা করলো যে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে, সেই শান্তিটা হারিয়ে গেল। একটা শান্ত পুকুরে নুড়িপাথর ছুঁড়ে মারলে চারদিকে যেমন ঢেউ ছড়িয়ে দিতে থাকে, ইচিইয়ানাগিদের পরিবারে ঠিক সেরকম অবস্থা তৈরি হয়েছিল। কেঞ্জো যে মেয়েটাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তার নাম কাতসুকো কুবো; ওকাইয়ামা শহরের একটি মেয়েদের স্কুলের একজন শিক্ষিকা। ইচিইয়ানাগি পরিবারের সবাই এই বিয়ের বিরুদ্ধে ছিল। না, কাতসুকো'কে নিয়ে তাদের কোনো ঝামেলা নেই। ঝামেলা তার বংশ নিয়ে।

প্রিয় পাঠক, 'বংশ' শব্দটার ব্যবহার বোধহয় শহর থেকে প্রায় উঠে গেছে। কিন্তু গ্রামে আজও এই নিষ্ঠুর শব্দটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বহুদিন ধরে এই শব্দটা মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ন্ত্রণ করে আসছে—কথাটা বললেও কিন্তু ভুল হবে না।

আমরা এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অবস্থান করছি। এ যুগে কৃষকদের ও গরিবদের উচ্চবংশের কিংবা ধনী ভূস্বামীদের দেখামাত্র মাথা নোয়াতে হয় না, শ্রদ্ধা দেখানোর প্রয়োজনও পড়ে না। যুদ্ধে জাপানের পরাজয় হওয়ার সাথে সাথে সেসব রীতিনীতি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

তবে বংশপ্রথাটা কিন্তু এখনো রয়ে গেছে—গ্রামগুলোতে উচ্চ বংশে জন্ম নেওয়া মানুষদের মধ্যে এখনো সেই গৌরবটা বিদ্যমান। না, জেনেটিক্সের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ধরুন, একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারে, যারা কিনা শোগানের আমল থেকেই গ্রামপ্রধান হয়ে আসছেন, তাদের পরিবারে কেবল শারীরিক কিংবা মানবসিকভাবে প্রতিবন্ধী ছেলে জন্ম নেওয়া শুরু করলো। তারপরেও তাদের গ্রামপ্রধান হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। কেন? কারণ, তার বংশ ভালো। এ যুগে এসেও এটা প্রচলিত আছে। কাজেই গল্পটার সময়কালে, মানে ১৯৩৭ সালে তো সেটা বেশ ভালোভাবেই থাকার কথা। তাই ইচিইয়ানাগি পরিবারের সদস্যদের কাছে হোনজিন'র বংশধর হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খুবই কম ছিল। বলা চলে, বংশগৌরবটাই তাদের কাছে সবকিছু ছিল।

কাতসুকো কুবো'র পিতা একসময় ও—গ্রামের কৃষক প্রজা ছিলেন। কিন্তু অন্যদের তুলনায় তিনি একটু বেশি উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাই ছোটো ভাইয়ের সাথে গ্রাম ছেড়ে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সেখানে দুই ভাই মিলে ফলমূলের বাগানে চাকরি করে টাকাপয়সা জমাতে শুরু করলেন। ভালো পরিমাণে টাকাপয়সা জমানোর পর জাপানে ফিরে এসে তাদের গ্রাম থেকে ২৫ মাইল দূরে একটা ফলের বাগান স্থাপন করলেন। দুজনেই এর ফাঁকে বিয়ে সেরে নিয়েছিলেন। কিন্তু কাতসুকোর জন্মের কিছুদিন পরেই তার বাবা মারা যান। সদ্যবিধবা হয়ে তার স্ত্রী বাপের বাড়ি ফিরে যায়, কাতসুকো'কে রেখে যায় তার চাচার কাছে। কাতসুকো পড়াশোনায় অনেক আগ্রহ দেখানোয় তার চাচা তার পড়াশোনার পেছনে খরচ করতে কখনো দ্বিধাবোধ করেননি। টোকিওর টিচার-ট্রেনিং স্কুল থেকে পাশ করে বের হয়ে সে ওকাইয়ামা শহরে একটা মেয়েদের স্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে যোগদান করে। ওকাইয়ামা শহরটা তাদের গ্রামের খুব কাছেই অবস্থিত।

কাতসুকো'র বাবা ও চাচার প্রতিষ্ঠা করা ফলমূলের ফার্ম অনেক সাফল্য লাভ করে। কাতসুকো'র চাচা কিন্তু কখনোই তার ভাতিজির অংশটুকু আলাদা করে রাখতে ভুলেননি, এ ব্যাপারে তিনি অনেক সৎ ছিলেন। ভাতিজি যেন নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করতে পারে এবং টাকার জন্য তাকে যেন কখনো ভাবতে না হয়—সেসব ভেবেই করা। সম্পদ ও ক্যারিয়ার দু'টোই কাতসুকো'র ছিল।

এত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান বা সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও ইচিইয়ানাগিদের কাছে তার

অবস্থানটা পাল্টালো না। তাদের দৃষ্টিতে সে সর্বদাই কেবল একজন কৃষক প্রজার মেয়ে ছিল, এত অর্জন থাকার পরেও তাদের কাছে সে একজন কৃষক প্রজার মেয়েই রয়ে গেল। তার কোনো পরিবারিক নাম ছিল না, ছিল না কোনো বংশপরিচয়, আর সেজন্য তারা কখনই তাকে খুবই নিম্ন সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন দরিদ্র্য কৃষক রিনকিচি কুবো'র মেয়ের চেয়ে বেশি কিছু মনে করতো না।

কুরাসাকি শহরে আয়োজিত ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে কেঞ্জোর সাথে পরিচয় হয় কাতসুকোর। সেখানকার একজন সদস্য ছিল সে। সেখানে একে অপরের সাথে পরিচয়ের পর প্রায়ই সে কেঞ্জোর কাছে এসে তার প্রিয় বিদেশি ভাষার বই পড়ার ব্যাপারে সাহায্য নিত। এভাবে একবছর কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ করে একদিন কেঞ্জো তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলো।

আমি একটু আগেই জানিয়েছি যে, ইচিইয়ানাগি পরিবার এই বিয়ের বিরুদ্ধে ছিল। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ইতোকো ও কেঞ্জোর চাচাতো ভাই রিয়োসুকে। কেঞ্জোর ভাইবোনদের মধ্যে তার বোন তায়েকো এই বাগদানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন। বিশাল সাইজের একটা চিঠি লিখে তিনি কেঞ্জোর কাছে তার মনের তিক্ততা প্রকাশ করেছিলেন। অপরদিকে তার মেজ ভাই রিউজি বড়োভাইয়ের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এমনকি তিনি গোপনে ইতোকো'কে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর বড়োছেলে যাকে পছন্দ করেছে, তার সাথেই তাঁর বিয়ের অনুমতি দেওয়া উচিত। তিনি এই চিঠি লেখার কথাটা ঘুণাক্ষরেও তার বড়োভাইকে জানাননি।

এতকিছুর পর কেঞ্জোর প্রতিক্রিয়া কী ছিল? তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কোনোকিছুই তাকে টলাতে পারছিল না, কারো কথার জবাব তিনি দিচ্ছিলেন না। আর ধীরে ধীরে যা হয়, আগুন একসময় পানির কাছে হার মানে। একে একে তার প্রতিপক্ষের সবার ভেতরের আগুন, গলার জোরও কমে যেতে শুরু করলো। অবশেষে ঘাড় বাঁকিয়ে কাষ্ঠ হাসি হেসে তারা মেনে নিলো পরাজয়।

২৫ নভেম্বর, ১৯৩৭ সালে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। আর ঠিক সেই রাতেই ভয়াবহ ঘটনাটা ঘটে। তবে হত্যাকাণ্ডের বীভৎস দৃশ্যের ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে ইতোপূর্বে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা 'ভূমিকাস্বরূপ' বলে নেওয়া উচিত বলে মনে করছি।

ঘটনাটা ঘটেছিল বিয়ের ঠিক আগের দিন—২৪ নভেম্বর বিকালে। ঘটনাস্থল ছিল ইচিইয়ানাগিদের বসার ঘর। সেখানে বসে ইতোকো ও কেঞ্জো চা খেতে খেতে অস্বস্তিকরভাবে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। সবচেয়ে ছোটো মেয়ে সুজুকো পাশে বসে মনের সুখে পুতুল নিয়ে খেলছিল। সুজুকো এরকমই—যেখানেই সে থাকুক না কেন, অন্যদের পরোয়া না করে নিজের জগতেই মগ্ন থাকে।

"কিন্তু সেটা যুগ যুগ ধরে এ বাড়িতে ঐতিহ্য হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।"

ইতোকো ইতোমধ্যে তাঁর বড়ো ছেলের বউ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে মতামত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তাঁর মনের খেদটা তিনি ঢেকেঢুকে রাখতে পারছিলেন না।

"কিন্তু মা, রিউজি'র বিয়ের সময় তো তা করা হয়নি।"

তার মা তার দিকে মিষ্টি মাঞ্জু (একধরনের জাপানিজ মিষ্টান্ন) বান বাড়িয়ে দেওয়ার পরও তিনি সেটার দিতে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখলেন না। বরং গোমড়া মুখে ভোঁসভোঁস করে সিগারেট টানতে লাগলেন।

"কারণ, সে দ্বিতীয় পুত্র। তুমি আর রিউজি এক নও, সেটা ভুলে যেও না। তুমি এ বাড়ির উত্তরাধিকারী, আর কাতসুকো-সান হবেন সেই উত্তরাধিকারীর স্ত্রী।"

"কিন্তু সে তো মনে হয় না কোতো বাজাতে পারবে। তবে পিয়ানো হলে পারবে।"

এই ছিল তাদের তর্কাতর্কির বিষয়বস্তু। কয়েক প্রজন্ম ধরে এ বাড়ির উত্তরাধিকারীর স্ত্রীকে বিয়ের অনুষ্ঠানে সবার সামনে কোতো বাজিয়ে শোনাতে হয়।

"এখন এসব কথা তোলার কোনো মানে দেখছি না," কেঞ্জো বলে গেল। "যদি তুমি আমাকে আরও আগে জানাতে, তবে আমি না হয় কাতসুকো'কে সে ব্যাপারে প্রস্তুত করে আনতে পারতাম।"

"বিয়ের অনুষ্ঠানে গণ্ডগোল করার জন্য একথা আমি তুলিনি। কাতসুকো'কে আমি কোনোভাবেই লজ্জিত করতে চাইছি না। কিন্তু পরিবারে ঐতিহ্য বলেও তো একটা জিনিস রয়েছে..."

ঠিক যখনই তাদের তর্কাতর্কি একদম তুঙ্গে পৌঁছে গেছে, সেই মুহূর্তে সুজুকো তাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো।

"মা, আমিই না হয় কোতো বাজাই?"

সুজুকোর মুখে এ কথা শুনে ইতোকো একদম অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু কেঞ্জোর মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো।

"চমৎকার বলেছিস। তোকে ধন্যবাদ, সুজুকো। মা, আশা করি সুজুকো কোতো বাজিয়ে শোনালে কেউ কোনো আপত্তি করবে না?"

ইতোকো প্রস্তাবটা প্রায় মেনে নিচ্ছিলেন, এমন সময় রিয়োসুকে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন। সুজুকোর দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "সুজু-চান! তুমি তাহলে এখানেই লুকিয়ে ছিলে। তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে প্রায় হয়রান হয়ে গেছি। এই যে, তোমার বাক্সটা বানিয়ে ফেলেছি।"

তার হাতে একটা অপূর্বভাবে নকশা করা একটা কাঠের বাক্স ছিল। এরকম বাক্সে সাধারণত মিকান, মানে ম্যান্ডারিন কমলালেবু রাখা হয়ে থাকে।

বাক্সটা দেখে ইতোকোর ভ্রু কুঁচকে গেল।

"রিয়ো-সান, ওটা কী?"

"এটা? এটা তামা'র জন্য বানানো একটা কফিন। কে জানি সুজু-চানকে বলেছিল যে, তামা'কে নাকি একটা মিকান বাক্সে দাফন করা হবে। সেটা শোনার পর থেকেই ওর মন খারাপ। সে বলেছে, 'ওরকম পুরোনো একটা বাক্সে তামা'কে দাফন করা হবে, এটা মানতেই পারছি না।' সে সেটা করতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তাই এটা বানিয়ে নিলাম।"

"হ্যাঁ, আমার প্রিয় তামা!" সুজুকো যেন তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করলো। "ধন্যবাদ, রিয়োসুকে-সান।"

তামা ছিল সুজুকোর আদরের বিড়াল। ক'দিন আগে ভেদবমি ও পাতলা পায়খানায় ভুগতে ভুগতে সেদিন সকালে সে মারা গেছে।

ইতোকো ছোট্ট কফিনটা দেখে আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"রিয়ো-সান," প্রসঙ্গটা পাল্টানোর জন্য তিনি প্রশ্ন করলেন, "যদি সুজুকো বিয়েতে কোতো বাজিয়ে শোনায়, তবে ব্যাপারটা কেমন দেখাবে?"

"মন্দ হবে না, ফুপু," রিয়োসুকে হালকা চালে উত্তর দিলেন। একটা মাঞ্জু বান তুলে নিয়ে তিনি তাতে কামড় বসালেন। কেঞ্জো তার চাচাতো ভাইয়ের দিকে ঘুরে তাকিয়েও দেখলেন না, আগের মতোই নিঃশব্দে সিগারেট টানতে থাকলেন।

ঠিক ঐ মুহূর্তে ঘরে সাবুরো প্রবেশ করলো।

"আরে সুজু-চান! তোমার হাতে সুন্দর একটা বাক্স দেখছি! কে বানিয়ে দিলো?"

"তুমি অনেক পচা, সাবু-চান। তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছিলে। তুমি বলেছিলে আমাকে তুমি একটা বানিয়ে দেবে, কিন্তু দেওনি। তাই রিয়োসুকে বানিয়ে দিয়েছে এটা। তোমার সাহায্য আমার আর লাগবে না।"

"এ কি বললে সুজু-চান। আমাকে তুমি আর বিশ্বাস করো না?"

"সাবুরো, চুল কাটিয়ে এসেছ নাকি?" সাবুরোর মাথার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ, মাত্র কাটিয়ে এলাম। যাকগে, মা, সেলুনে গিয়ে একটা অদ্ভুত কথা শুনে এলাম।"

ইতোকো তার কথার কোনো উত্তর না দেওয়ায় সে এবার তাঁর বড়ো ভাইয়ের দিকে তাকালো।

"কেঞ্জো, গতকাল তুমি রিকশা করে ও—গ্রামের সরকারি অফিসের সামনে দিয়ে এসেছো তাই না? ওখানে সরাইখানাটার সামনে অদ্ভুত চেহারার কাউকে চোখে পড়েছে তোমার?"

কেঞ্জো তার প্রশ্নে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন।

"অদ্ভুত চেহারার কাউকে মানে? কী বলতে চাইছো, সাবু-চান?" মুখভর্তি মাঞ্জু নিয়েই রিয়োসুকে প্রশ্ন করলেন।

"যা শুনলাম, তা আমার কাছে বেশ বিদ্ঘুটেই লেগেছে। তারা বলল যে, লোকটার গালের একটা বিশাল কাঁটা দাগ ছিল, এই যে, এরকম। আর ডানহাতে কেবল তিনটা আঙুল ছিল—বৃদ্ধাঙুলি আর তাঁর পাশের দুটা আঙুল...যাই হোক, এই অদ্ভুত লোকটা নাকি সরাইখানার ওকামি-সানের কাছে আমাদের বাড়ির দিকনির্দেশনা চেয়েছিল। সুজুকো, গতকালকে সন্ধ্যার সময় তুমি কোনো অজানা লোককে আমাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছো?

সুজুকো সাবুরোর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলো—বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী, মধ্যমা। তারপর সে উল্লেখ্য আঙুলগুলো দিয়ে কোতো বাজানোর ভান করলো।

ইতোকো আর সাবুরো চুপচাপ তাকে দেখতে লাগলো। রিয়োসুকে তখন আরেকটা মাঞ্জু বানের গায়ে লেগে থাকা কাগজটা সরাচ্ছেন। কেঞ্জো আগের মতোই ধূমপান করতে লাগলেন।

।। অধ্যায় ৩ ।।

কোতো'র শব্দ...

যা বলেছিলাম, হোনজিন হলো এমন এক ধরনের সরাইখানা যেখানে সামন্ততান্ত্রিক জাপানের দাইমিয়ো (শোগানের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ) প্রভুরা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এদো যাওয়ার পথে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামতেন। টোকিওর পুরোনো নাম হচ্ছে এদো। সাধারণ জনগণকে হোনজিনে থাকতে দেওয়া হতো না। যেসব পরিবার এরকম উচ্চপদস্থ, সম্ভ্রান্ত মানুষগুলোর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন, তারা নিজেরাও যে অভিজাত ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এসব এলাকার হোনজিনের সাথে এদোর কাছাকাছি চুগোকুকাইদো এলাকার হোনজিনের সম্মানের পার্থক্য ছিল। প্রথমত, চুগোকুকাইদোর রাস্তা ধরে খুব কমই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা চলাফেরা করতেন। আর তাই তাদের আপ্যায়নের রীতিতেও পার্থক্য ছিল। তবে দুটোই যে 'হোনজিন' ছিল, সেটা নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই।

এরকম অভিজাত হোনজিনের বংশধরদের সেই আভিজাত্য ও ঐতিহ্য অনুযায়ী আশা করা হচ্ছিল যে, বর্তমানের প্রধান কর্তার বিয়েটাও সেইরকম ধুমাধাম করে সংঘটিত হবে। ক—নামের লোকটি আমাকে সে এলাকার নানান রীতিনীতি সম্পর্কে অবগত করেছিলেন।

"শহরের তুলনায় এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলো গ্রামেই বেশি ধুমধাম ও জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ইচিইয়ানাগিদের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিবারেও অনেক রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। বরকে কামিশিমো, মানে সামুরাইদের আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতে হবে; কনে পরবে সাদা রঙের কিমোনো, সেই সাথে উচিকাকে (কিমোনোর বাইরে পরার জন্য এক ধরনের নকশাদার কাপড়) দিয়ে তার মাথা ঢেকে দেওয়া হবে। মোটামুটি ৫০ থেকে ১০০ জনের মতো অতিথি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।"

কিন্তু তাদের বিয়েটা একান্ত ব্যক্তিগতভাবে অনুষ্ঠিত হলো। বরপক্ষে তার পরিবারের সদস্যরা বাদে কেবল ক—গ্রামের একজন দাদা উপস্থিত ছিলেন। কেঞ্জোর মেজ ভাই রিউজি ওসাকা থেকে আসতে পারেননি। আর কনেপক্ষে কেবল কনের চাচা গিনজো কুবো উপস্থিত ছিলেন।

বিয়ের অনুষ্ঠান খুবই সাদাসিধেভাবে সম্পন্ন হলো। তবে যেসব কৃষক ও শ্রমিকেরা ইচিইয়ানাগিদের জমিজিরাতে কাজ করতেন, তারা কিন্তু তাদের মতো উদযাপন করা থামায়নি। ঐ এলাকার রীতি হলো, নববিবাহিতদেরকে স্থানীয়দের সাথে সারারাত পান করতে হবে।

আর তাই, বিয়ের দিন, মানে ২৫ নভেম্বর, ইচিইয়ানাগিদের রান্নাঘর চরম মাত্রায় ব্যতিব্যস্ত ছিল। অতিরিক্ত আরও অনেকে এসে রান্নাঘরের কাজে হাত লাগিয়েছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার দিকে, যখন সবাই কাজে ব্যস্ত, তখন রান্নাঘরের দোরগোড়াতে একজন মানুষের উদয় হলো।

"মাফ করবেন, বাড়ির কর্তা বাসায় আছেন? তাকে কি এটা দিয়ে দিতে পারবেন?"

বুড়ি চাকরানি *নাও* চুলায় আগুন ধরাতে ধরাতে লোকটার দিকে তাকালেন। লোকটা একটা দুমড়েমুচড়ে যাওয়া পশমের টুপি পরে সেটাকে চোখ পর্যন্ত টেনে রেখেছিলেন। গায়ের পরনে পুরোনো জ্যাকেটটার কলার ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর মুখটা একটা বড়ো সাইজের মুখোশের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। *বড়ো সন্দেহজনক মানুষ দেখছি*, বুড়ি ভাবলো।

"আপনি বাড়ির কর্তার সাথে দেখা করতে চান?"

"ইয়ে মানে...হ্যাঁ। এটা তার হাতে দিয়ে দিলেই হবে।"

লোকটার হাতে একটা কাগজের টুকরা ছিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কাগজটাকে বেশ কয়েকবার ভাঁজ করা হয়েছে। পরে যখন পুলিশ এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলো, তখন বুড়ি নাও এভাবে লোকটার বর্ণনা দিয়েছিলেন :

"দৃশ্যটা দেখার পর খুবই অদ্ভুত লাগছিল। লোকটা তার তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে কাগজটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল। অনেকটা...অনেকটা কুষ্ঠরোগীদের মতো। আর তার ডানহাতটা গুঁজে রাখাছিল পকেটে। লোকটাকে দেখেই আমার সন্দেহ হওয়া শুরু হয়েছিল, তাই মুখ উঁচু করে তাকে ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লোকটা খুব দ্রুত মাথা সরিয়ে ফেলল। তারপর কোনোমতে আমার হাতে কাগজটা গুঁজে সে দৌড়ে পালিয়ে গেল।"

ঐ সময়ে রান্নাঘরে অনেক মানুষজন কাজ করছিল। কিন্তু মানুষটার এই হঠাৎ আগমণ যে পরে এতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, তা তখন কেউ ভাবতেও পারেনি।

লোকটা পালিয়ে যাওয়ার পর বুড়ি চাকরানি সেই কাগজ হাতেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এখন কী করা যায়? ঠিক তখনই রিয়োসুকের স্ত্রী আকিকো হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করলো।

"আমার স্বামী কোথায় গিয়েছে দেখেছো?"

"মনে হয় তিনি বাইরে বেরিয়েছেন।"

"আচ্ছা। এরকম ব্যস্ত সময়ে আবার কী কাজ থাকতে পারে? যাকগে। যদি তার সাথে দেখা হয় তবে জানিয়ে দিয়ো যে, তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাপড়চোপড় পাল্টে প্রস্তুত হতে হবে।"

নাও একটু আগে ঘটে যাওয়া সবকিছু আকিকো'কে খুলে বলে তার সাহায্য চাইলো। তার হাতে সেই কাগজটাও তুলে দিলো। কাছ থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, সেটাকে একটা পকেট ডায়ারি থেকে ছেঁড়া হয়েছে।

"কেঞ্জো-সানের জন্য? আচ্ছা..."

আকিকোর ভ্রু কুঁচকে গেলো, কিন্তু সে ভাবনাচিন্তা করে একমুহূর্ত সময়ও নষ্ট করলো না। তার কিমোনোর ওবি (কিমোনো বেঁধে রাখার জন্য ব্যবহৃত বেল্ট)'তে কাগজটা গুঁজে সে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে সোজা বসার ঘরে চলে গেল। ওখানে গিয়ে উঁকি দিতেই সে দেখলো, ইতোকো তার চাকরানি কিয়ো'র সাথে কথোপকথনে ব্যস্ত। কিয়ো তাকে কিমোনো পড়তে সাহায্য করছে। ওদিকে সুজুকো কিমোনো পরে তার মায়ের পাশে বসে ছিল। সে তখন হাতে সোনালি রঙের বার্নিশ করা একটা কোতো'র তারে আলতো করে টোকা দিচ্ছিলো।

"মা, কেঞ্জো কোথায়?"

"তা তো জানি না। বোধহয় তার স্টাডিরুমে। একমিনিট দাঁড়াও, আকিকো-সান। কিয়োর সাথে সাথে আমার ওবি বেঁধে দিতে সাহায্য করতে পারবে?"

ইতোকোর ওবি বাঁধা শেষ করা হতেই সাবুরো ভারি শীতকালীন কিমোনো পরে ঘরে ঢুকে পড়লো।

"সাবুরো, এখনো ঐ কাপড় পরে আছো?...এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"আমার স্টাডিরুমে ছিলাম।"

"বাজি ধরে বলতে পারি, তুমি নিশ্চয়ই ঐ গোয়েন্দা গল্পের বইগুলো পড়ছিলে।" সুজুকো কোতো'র সুর ঠিক করতে করতে বলল। সাবুরো রহস্যপোন্যাসের পাঁড় ভক্ত ছিল।

"পড়লে সমস্যা কোথায়? যাকগে, সুজুকো, তোমার কী অবস্থা? বিড়ালটার দাফন-টাফনের কোনো ব্যবস্থা করতে পেরেছ?"

সুজুকো তার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে খেলতেই থাকলো।

"যদি না করে থাকো, তবে তাড়াতাড়ি করে ফেল, বুঝলে? যদি একটা মরা বিড়াল বেশিদিন ফেলে রাখো, তবে ওটা ভয়ঙ্কর একটা ভূতে পরিণত হবে।"

সুজুকোর মুখ দেখে বোঝা গেল, কথাটা শুনে সে কষ্ট পেয়েছে।

"সাবু-চান, তুমি যত ইচ্ছা শয়তানি করতে পারো। কিন্তু আমি আজ সকালেই তাকে দাফন করে ফেলেছি।"

"সাবুরো, চুপ করো! কী সব আজেবাজে বকছো," ইতোকো তাকে ধমক দিলো। "কথা বলার আগে ভেবেচিন্তে নিও। যাই হোক, তোমার ভাই কি স্টাডিতেই ছিল?"

"না তো। তার এখন অ্যানেক্সে থাকার কথা না?"

"আকিকো-সান, কেঞ্জোকে দেখতে পেলে তাকে ঝটপট প্রস্তুত হতে বলে দিও, ঠিক আছে? কনে খুব দ্রুত এখানে এসে পৌঁছবে।"

আকিকো ঘর থেকে বের হয়ে তার বাগানে পরার উপযোগী গেটা (এক ধরনের খড়ম) স্যান্ডেল পরে অ্যানেক্সের দিকে জোরে হাঁটা শুরু করলো। ঠিক সেই সময়ে রিয়োসুকে'কে দেখা গেল তাদের বাড়ি থেকে দৈনন্দিন পোশাক পরে হাঁটতে হাঁটতে এদিকেই আসছেন।

"এসব হচ্ছেটা কী? ঝটপট জামাকাপড় পরে নাও, পরে কিন্তু সময় পাবে না!"

"বাজে বকো না। কনে বাড়িতে আসতে আসতে প্রায় আটটা বেজে যাবে। এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। যাকগে, তুমি কোথায় যাচ্ছো?"

"কেঞ্জোর খোঁজে অ্যানেক্সের দিকে যাচ্ছি।"

কেঞ্জো অ্যানেক্সের কাঠের এনগাওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

"আকি-সান," তিনি তাকে এদিকে আসতে দেখে বলে উঠলেন, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন অতি শীঘ্রই এদিকে ঝড় বয়ে আসছে! কী? এটা আমার জন্য?...আহ, ধন্যবাদ তোমাকে।"

কেঞ্জো আকিকোর কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে ঘরে ঢুকে সেটা বৈদ্যুতিক আলোর নিচে পড়া শুরু করলেন। আকিকোও তার পিছুপিছু ঘরে ঢুকে ফুলের তোকোনোমা তাকগুলো গোছানো আরম্ভ করলো।

"আকি-সান, এটা তোমাকে কে দিয়েছে!"

কেঞ্জোর গলার স্বরে ভিন্ন কিছু টের পেয়ে আকিকো কাজ থামিয়ে দিলো। ঘাড় ঘুরিয়ে সে তার দিকে তাকালো। কেঞ্জোর মুখে একটা ক্ষিপ্র ভাব দেখা যাচ্ছে।

"আমি...না, নাও-সান এটা আমাকে দিয়েছে। সে বলল, একটা সন্দেহজনক ব্যক্তি নাকি তার হাতে এটা গুঁজে দিয়ে তোমাকে দিতে বলে গিয়েছে। কোনো ধরনের সমস্যা..."

আকিকোর ব্যাখ্যা শোনার পরেও কেঞ্জোর মুখের ভাব বদলালো না। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হলেন। সাথে সাথে আকিকোর দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিলো। তার চোখ আবার কাগজটার ওপর পড়লো। তিনি ওটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দেওয়ার জন্য

জায়গা খুঁজতে লাগলো। ভালো কোনো জায়গা না পেয়ে শেষমেষ সেটা তার কিমোনোর আস্তিনে গুঁজে রাখলেন।

"কেঞ্জো-সান, মা তোমাকে অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন।"

"ঠিক আছে। আকি-সান, যাওয়ার আগে শাটারটা লাগিয়ে দেবে?"

এটা বলেই তিনি অ্যানেক্স থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই পূর্বোক্ত ঘটনাগুলো ঘটে গিয়েছিল। এর এক ঘণ্টা বাদে ঘটকসহ বাড়িতে এসে হাজির হলো কনেপক্ষ। শুরু হয়ে গেল বিয়ের অনুষ্ঠান।

পূর্বে যা বলেছিলাম, অনুষ্ঠানে সবমিলিয়ে কেবল চারজন অতিথি ছিলেন। বরপক্ষের দিক থেকে বিধবা ইতোকো; সাবুরো ও সুজুকো দুই ভাইবোন; শাখা পরিবারের স্বামী-স্ত্রী রিয়োসুকে ও আকিকো; আর হ্যাঁ, পঁচাত্তর বছর বয়স্ক দাদা, নাম—ইহেই। আর কনেপক্ষের দিক থেকে উপস্থিত ছিল কেবল তার চাচা গিনজো কুবো। ঘটক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তাদেরই গ্রামের মেয়র। তবে সেটা কেবল আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করার জন্য, তার আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল না।

প্রতিশ্রুতির পাঠ ও সাকে (চাল থেকে প্রস্তুত একধরনের মদ) কাপের অদল-বদলের পর অপূর্ব সুন্দর কালো ও সোনালি রঙের মিশেলের কোতো বাদ্যযন্ত্র সবার সামনে বের করা হলো। সুজুকো সবার সামনে সেটা বাজানো শুরু করলো। সুজুকো তার বয়সিদের তুলনায় অনেক কিছুতেই পিছিয়ে ছিল, কিন্তু কোতো বাজানোয় তাকে টেক্কা দেওয়ার মতো খুব কম মানুষকেই খুঁজে পাওয়া যাবে। বাদক তার বাদ্যযন্ত্রের মধুর সুরে গোটা ঘরটাই যেন মাধুর্যে পরিপূর্ণ করে দিলো।

তবে বিয়ের অনুষ্ঠানে এভাবে কোতো বাজানো কিছুটা অস্বাভাবিকই ছিল। তাছাড়া সুজুকোর বাজানো সুরটা কাতসুকো আগে কখনো শোনেনি। তাই সে শুরুতে একটু বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। ইতোকো তাকে ব্যাখ্যা করলো :

"বহু বছর আগে, ইচিইয়ানাগি পরিবারের একজন কর্তার স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী কোতোবাদক। একবার এক দাইমিয়োর কন্যা এক বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পশ্চিমে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে তিনি হোনজিনে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করেন। কোতোবাদক তাকে তারই সুর করা একটা গান 'দ্য লাভবার্ডস' বাজিয়ে শোনালেন। গানটা শুনে দাইমিয়োর কন্যা এতটা বিমুগ্ধ হলেন যে, পরের দিনই তিনি হোনজিনে একটা কোতো পাঠিয়ে দিলেন। সেটার নাম রাখা হয়েছিল 'দ্য লাভবার্ড'। এরপর থেকেই ইচিইয়ানাগি পরিবারের উত্তরাধিকারের স্ত্রীকে তার বিয়েতে কোতো বাজিয়ে শোনানো রীতিতে পরিণত হয়েছে। সুজুকো মাত্র যেটা বাজিয়ে শোনালো সেটাই ছিল সেই 'দ্য লাভবার্ড' আর হাতের কোতোটা হচ্ছে সেই 'লাভবার্ড' কোতো।"

কথাটা শোনার পর কাতসুকোর চোখ বড়োবড়ো হয়ে গেল।

"তার মানে আমার এখন কোতোটা বাজানোর কথা ছিল?"

"ঠিকই ধরেছ। তবে তুমি এই রীতিটা জানো কিনা, তা আমার জানা ছিল না। তাই দ্বিধান্বিত হয়ে শেষমেষ সুজুকো'কেই তোমার জায়গায় কোতো বাজাতে বলেছি।"

কাতসুকো তাঁর কথার কোনো উত্তর দিলো না। পাশ থেকে গিনজো কুবো তার ভাতিজির হয়ে উত্তর দিলেন।

"কাতসুকো'কে আগে থেকে জানিয়ে রাখলে সে খুশি মনেই কোতো বাজিয়ে শোনাতে পারতো।"

"তাই? বড়ো আপু, তুমিও কোতো বাজাতে পারো?" সুজুকো আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলো।

"মা তোমাকে আগেই বলে দিচ্ছি, এই মেয়ে কিন্তু খুব দ্রুত তোমার প্রিয় সঙ্গিনীতে পরিণত হবে," গিনজো সুজুকোর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন। "বড়ো বোন হওয়ার পাশাপাশি সে তোমার কোতো বাজানোর শিক্ষিকাও হতে পারবেন।"

ইতোকো ও রিয়োসুকে চোখ চাওয়াচাওয়ি করলো। সেটা দেখে কেঞ্জো জোর গলায় ঘোষণা করলেন, "তাহলে কাতসুকো এখন থেকে এই কোতোর দাবিদার।"

ইতোকো সাথে সাথে কিছু বললেন না। কেঞ্জোর ঘোষণার পর পুরো ঘরটাই নীরব হয়ে গিয়েছিল। এমন সময়ে বাস্তববাদী মেয়র তাদের উদ্ধারে এলেন :

"যদি সত্যিই আমাদের কনে কোতো বাজানোয় দক্ষ হয়ে থাকেন তবে আজকে তাকেই সেটা বাজাতে দেওয়া উচিত ছিল।" এরপর তিনি ইতোকোর দিকে তাকালেন। "অ্যানেক্সে আমাদের অনুষ্ঠানের সর্বশেষ অংশটা অনুষ্ঠিত হবে। যদি আমাদের কনে ওখানে কোতো বাজিয়ে শোনায়, তবে কারো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কী বলেন?"

"তা ঠিক বলেছেন," ইতোকো উত্তর দিলেন। "কাতসুকো-সান, আমাদের এখন কোতো বাজিয়ে শোনাতে পারবেন? সুজুকো তো ইতোমধ্যে আমাদের 'দ্য লাভবার্ড' শুনিয়ে ফেলেছে, তাই যেটা ইচ্ছা আমাদের শোনাতে পারবেন। আনন্দদায়ক কিছু শোনালে ভালো হয়...বিয়ের রাতে কনের কোতো বাজানোটা আসলে আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের একটা অংশে পরিণত হয়েছে।"

আর তাই কাতসুকো একটু পর সবার সামনে কোতো বাজিয়ে শুনিয়েছিল।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে প্রায় সাড়ে ন'টা বেজে গেল। এরপর থেকেই বাড়ির অতিথিরা ও রান্নাঘরের পরিচারক-পরিচারিকারা মহানন্দে পান করা শুরু করলো।

বিয়ের রাতে সবকিছুর সমাপ্তি টানার আগে এলাকার রীতি অনুযায়ী সমস্ত নববিবাহিতদের একটা প্রথার মধ্য দিয়ে দিয়ে যেতে হয়। কেঞ্জো ও কাতসুকো'কে এই

রাতের বেলা সব অতিথির জন্য সাকে পরিবেশন করতে হয়।

রান্নাঘরে সাকে পরিবেশনের সময় স্থানীয়দের মধ্যে অশ্লীল গান শুরু হয়ে গেল। মূল বাসভবনে অবশ্য এতটা প্রকট কিছুর মুখোমুখি হতে হয়নি। তবে দাদা ইহেই মদে চুর হয়ে পাগলের মতো বকবক করা শুরু করলেন।

এই মানুষটা ছিলেন কেঞ্জো ও রিয়োসুকের দাদার ছোটো ভাই। কিন্তু ইনি আলাদা করে একটা শাখা পরিবারের জন্ম দিয়েছিলেন, তাই ইনাকে 'উপশাখার' দাদা বলেই তারা ডাকতো। অধিকাংশ বুড়োদের মতো তিনিও ঝগড়া করতে ও মদ খেতে ভালোবাসতেন। তার ওপর ইনার বিয়ের ব্যাপারে অনেক আপত্তি ও অভিযোগ ছিল। তিনি যত মাতাল হলেন, ততই তার মুখ থেকে বর-কনের উদ্দেশ্যে বিশ্রী থেকে বিশ্রীতর গালিগালাজ নিঃসৃত হওয়া শুরু করলো। অবশেষে তাকে এখানেই থেকে যেতে অনুরোধ করা হলো। কারণ এ রকম মাতাল অবস্থায় তার কোনোমতেই অক্ষত অবস্থায় বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি কারো কথা শুনলেন না। মধ্যরাতের পর তিনি ঘোষণা করলেন, তিনি বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।

"সাবুরো, দেখো তো, তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসো।"

ইহেই'র বিশ্রী বিশ্রী কথাবার্তা শোনার পরেও বুড়োর কথা চিন্তা করে কেঞ্জো ছোটোভাই সাবুরোকে এই নির্দেশ দিলেন।

"বেশি রাত হয়ে গেছে, তাই তুমি নিজেও ওখানে থেকে যেও।"

ইহেই'কে বিদায় জানানোর সময় দরজা খুলতেই তারা লক্ষ করলো, বাইরে ভারি তুষারপাত শুরু হয়েছে। এরকম এলাকায় শরৎকালে বরফপাত খুবই দুর্লভ একটা দৃশ্য। তাই এভাবে বরফকে স্তূপাকারে জমে যেতে দেখে সকলেই অবাক হয়েছিলেন। পরে যখন সকলে মিলে পুরো ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করেছিল, তখনই তারা বুঝতে পেরেছিল, এই বরফপাতই শীঘ্রই ঘটতে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনার জন্য মঞ্চটা সাজিয়ে দিয়েছিল।

অবশেষে সবকিছু শেষ হওয়ার পর নববিবাহিত দম্পত্তি অ্যানেক্সে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে শেষবারের মতো সাকে কাপ অদলবদল করার প্রথাটা সম্পন্ন করেছিলেন। রিয়োসুকের স্ত্রী আকিকো'র মুখেই বাকিটা শোনা যাক :

আমি কোতোটা আমাদের চাকরানি কিয়ো'র সাহায্য নিয়ে অ্যানেক্সে বয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানে তারা সাকে অদলবদলের রীতি সম্পন্ন করলেন। কিন্তু সে সময় খুব কম মানুষই সেখানে উপস্থিত চিলেন। সেখানে মা (ইতোকো), আমার স্বামী ও আমিই কেবল উপস্থিত ছিলাম। সাবু-চান ইহেই দাদাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর সুজুকো ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সাকে অদলবদলের পর কাতসুকো কোতো বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে আমাদের জন্য 'চিদোরি' (চিদোরি নো কিয়োকু খুবই বিখ্যাত

একটি কোতো কম্পোজিশন) বাজিয়ে শোনালেন। বাজানো শেষ হলে কোতোটাকে 'তোকোনোমা (ঘরে শৌখিন জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখার জন্য আলাদা করা জায়গা)' তাকের ওপর ঠেস দিয়ে রাখা হলো। কিন্তু শেলফের ওপর রাখা একমুখী ফলক বিশিষ্ট সামুরাই তালোয়ার *কাতানা*টা তখন শেলফেই ছিল কিনা, তা এখন মনে পড়ছে না।

সবকিছু শেষ হতে হতে রাত প্রায় দু'টা বেজে গিয়েছিল। পরিবারের সবাই নববিবাহিত দম্পত্তিকে অ্যানেক্সে রেখে মূল বাসভবনে ফিরে গেলেন। তখনো ভারী তুষারপাত হচ্ছিল।

এর প্রায় দু'ঘণ্টা পর সেখান থেকে একটা রক্ত হিম করা চিৎকার শোনা গেল। চিৎকারের সাথে সাথে পাশবিকভাবে কোতো বাজানোর এক তীব্র শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করলো চারদিকে।

।। অধ্যায় ৪ ।।

একটি মর্মান্তিক শোকাবহ ঘটনা...

গিনজো কুবো, মানে কাতসুকোর চাচা ইচিইয়ানাগিদের গেস্ট রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। রাতটা তিনি এখানেই কাটাবেন। শোয়ার সাথে সাথে তিনি টের পেলেন, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে শরীর ম্যাজম্যাজ করছে। তবে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। ভাতিজির বিয়ে নিয়ে তার মনে অনেক শঙ্কা জমে রয়েছে।

গ্রামের ঝগড়াটে পরিবেশ ও নিচু মনোভাবের মানুষদের তার ভালোমতোই চেনা ছিল। কাতসুকোর মতো নিচু বংশের মেয়ের ভাগ্যে যে কী রয়েছে, সেটা নিয়েই তিনি ভয় পাচ্ছেন। কাতসুকো'র সাথে কীভাবে আচরণ করা হবে, তা ভেবেই তার ঘুম আসছে না। ইচিইয়ানাগি পরিবারে, মানে তাদের পূর্বের মালিকদের পরিবারের অংশ হলে সে আদৌ সুখী হবে কিনা, সে ব্যাপারে তিনি এখনো নিশ্চিত হতে পারছেন না।

কিন্তু কাতসুকো নিজে থেকেই কেঞ্জো'কে বিয়ে করতে চেয়েছিল। গিনজোর স্ত্রী তাকে তার দিক থেকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করেছিল :

"যদি এখন তোমার ভাই জীবিত থাকতেন, তবে আমি নিশ্চিত এরকম সংবাদে তিনি খুবই খুশি হতেন। ইচিইয়ানাগি পরিবারের অংশ হওয়া আমাদের জন্য একটা বিশাল বড়ো ব্যাপার।"

গিনজো নিজেকে তাই বলে এতদিন ধরে ভুলিয়ে রাখছিলেন। তার বড়োভাই রিনকিচি'র জাপানিজ ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও শ্রেণিপ্রথা সম্পর্কে গভীর মুগ্ধতা ছিল, যা গিনজো'র মধ্যে তেমন একটা ছিল না। কথাটা কিন্তু সত্যি—তার ভাই আজ বেঁচে থাকলে মেয়ের পছন্দ দেখে খুবই গর্ববোধ করতেন। তাই এত আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিয়ের পক্ষে মত দিয়েছিলেন।

সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর তিনি ঝড়ের বেগে কাজ করা শুরু করলেন। কাতসুকো'র যাতে অসম্মান না হয়, ইচিইয়ানাগিরা যাতে তার পেছনে কুৎসা কুৎসা রটাতে না পারে; সেজন্য তিনি যা যা করা সম্ভব, সবই করা শুরু করলেন। একদম নিখুঁতভাবে তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করলেন। আমেরিকায় থাকাকালীন সময়ে প্রাপ্ত জ্ঞানগুলোর সদ্ব্যবহার করলেন। ওসাকা ও কিয়োতোর সবচেয়ে বিখ্যাত দর্জিদের কাছ

থেকে বিয়ের পোশাকআশাক অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনলেন। টাকাপয়সা খরচের কোনো কমতি রাখলেন না।

"গিনজো চাচা, আমার জন্য এত টাকা খরচ করছ কেন!"

কাতসুকো এত অপূর্ব ও দামী কিমোনো হাতে নিয়ে এতটাই হতচকিত হয়ে গিয়েছিল যে, সে ওখানেই কেঁদে ফেলেছিল। কিন্তু দিনশেষে গিনজোর এত সব প্রচেষ্টা ব্যর্থই হলো...

সেদিন সন্ধ্যায় কাতসুকো গ্রামের মেয়রের বাসা থেকে ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া শুরু করেছিল। গ্রামের মেয়রকে বিয়ের মধ্যস্থতা পালনের জন্য ডাকা হয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী বিয়ের কিমোনো পরে থাকায় যে তাকে দেখছিল, সে-ই তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। যেসব অপরূপ নকশাদার আসবাবপত্র, তৈজসপত্র ও ঘর সাজানোর সরঞ্জাম যৌতুক হিসাবে পাঠানো হয়েছিল, তা দেখে গোটা গ্রামের মানুষদের মধ্যে হইচই শুরু হয়েছিল। উদ্ধত, অহংকারী ইচিইয়ানাগিরাও যে তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে, তা দেখে গিনজো খুশি হয়েছিলেন।

"রিনকিচি এসব দেখতে পারলে বড়োই আনন্দিত হতো," বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে তিনি নিজেকেই যেন বিড়বিড় করে কথাটা শোনালেন। "সে অত্যন্ত খুশি হতো।"

ভাবার সাথে সাথে তিনি টের পেলেন, তার হৃদয়ে জমে থাকা কষ্টটা অশ্রুর মাধ্যমে বেরিয়ে আসছে।

রান্নাঘর থেকে আসা অশ্লীল গানগুলো এখান থেকেও শোনা যাচ্ছিল। স্থানীয়রা সেখানে দলবদ্ধ হয়ে এখনো পান করে যাচ্ছিল। শুয়ে থাকা অবস্থায় বেশ কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করলেন, কিন্তু ঐ শোরগোলের কারণে তাঁর ঘুম এলো না। তবে কিছুক্ষণ পরেই তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

কিছু সময় পর তিনি স্বপ্ন দেখা গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তার চোখ তড়াক করে খুলে গেল—কেউ কি এইমাত্র চিৎকার করলো?

তিনি মেঝেতে পাতা বিছানা *ফুটন* থেকে উঠে বসলেন। না, ওটা স্বপ্ন ছিল না। তিনি চিৎকারটা আবার শুনতে পেলেন—কিন্তু পুরুষ নাকি মহিলা, কে চিৎকার করছে তা তার বোধগম্য হলো না। একটু পর পর চিৎকারটা শোনা যেতে লাগলো—একটা গলার স্বর, দুটো গলার স্বর, বারবার, চিৎকারগুলো এত ভয়ঙ্কর ছিল যে, সেটা রাতের নিঃস্তব্ধতাকে একদম বিদীর্ণ করে দিচ্ছিল। তারপর কাছাকাছি কোথা থেকে জানি কাঠের মেঝেতে ধপধপ করে দৌড়ে যাওয়ার শব্দ তার কানে এলো।

অ্যানেক্স থেকে আসছে! চিৎকারগুলো অ্যানেক্স থেকে আসছে!

ঝট করে গিনজো শার্ট পরা শুরু করলেন। হাতের ঘড়িটায় তাকিয়ে দেখলেন, রাত চারটা পনেরো বাজে।

ঠিক ঐ মুহূর্তেই তিনি কোতোর শব্দ শুনতে পেলেন।

প্লিং প্লিং থ্রাম থ্রামমম—কোতোর ১৩টা তার কে যেন জোরে জোরে টেনে শব্দ করে যাচ্ছে। তারপর 'ধপ' করে বিকট শব্দ করে যেন কিছু একটা পড়ে গেল। তারপর কবরের মতো নীরবতা। রান্নাঘরের শোরগোলও ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

গিনজো নিজের ঘরের শাটারটা খুললেন। তুষারপাত ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। আকাশে ঝুলে থাকা রূপালি রঙের চাঁদটা যেন চারদিক ঠান্ডা আলোয় আলোকিত করে দিচ্ছে। গোটা বাগান বরফের পুরু স্তরে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

এমন সময় একটা অবয়বকে বরফের মধ্যে দিয়ে কষ্ট করে হেঁটে যেতে দেখা গেল।

"কে ওখানে?" গিনজো চেঁচিয়ে উঠলেন।

"আমি, হুজুর। শব্দটা আপনার কানেও গেছে?"

একটা পুরুষ চাকর তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। একে গিনজো আগে কখনো দেখেনি।

"হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। ওটা কীসের শব্দ ছিল? একমিনিট দাঁড়াও, আমিও তোমার সাথে যাব।"

ওভারকোট পরে গিনজো বাইরে পরার গেটা খড়মে পা গলিয়ে দরজা খুলে বরফে পা দিলেন। বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আশেপাশে আমাদো (একধরনের কাঠের প্যানেল, যাতে দরজা,জানালা লাগানো হয়) প্যানেলে লাগানো শাটারগুলো খোলার শব্দ পাওয়া যেতে লাগলো। মূল বাসভবনের সামনে ইতোকো'কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

"গেনশিচি, তুমি নাকি? ওটা কার চিৎকার ছিল?"

"মা, আমি কোতোর আওয়াজও শুনতে পেয়েছি।" সুজুকো তার পায়ের পাশে এসে দাঁড়াল।

"কীসের শব্দ, তা তো বুঝতে পারছি না," চাকর কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলো। "আমার কাছে তো মনে হলো কেউ সাহায্য চেয়ে চিৎকার করছে।"

গিনজো সোজা বাগানের গেট বরাবর জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করলেন। এই গেটটাই মূল বাসভবন থেকে অ্যানেক্সকে আলাদা করেছে। গেটের কাছাকাছি পৌঁছাতেই দক্ষিণ প্রান্তের শাখা পরিবারের বাড়ির দিক থেকে রিয়োসুকে'কে আসতে দেখা গেল। তিনি কোনোমতে ওবি বাঁধতে বাঁধতে এখানেই ছুটে আসছেন।

"ইতোকো চাচী, কীসের শব্দ ছিল ওটা?"

"আহ, রিয়ো-চান, তুমি একটু অ্যানেক্সটা দেখে আসবে?"

গিনজো ওদিকে বাগানের বিশাল গেটটা ধরে ঝাঁকাঝাঁকি করে খোলার চেষ্টা করছিলেন। অন্য পাশ থেকে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তাই খোলা সম্ভব হচ্ছিল

না। রিয়োসুকে বেশ কয়েকবার কাঁধের ধাক্কায় সেটা খোলার চেষ্টা করলেন। গাছের শাখাপ্রশাখা দিয়ে বানানো গেটটাকে দেখতে দুর্বল মনে হলেও সেটা বেশ মজবুত ছিল বিধায় সেটা ভাঙল না।

"গেনশিচি, যাও একটা কুঠার নিয়ে আসো!"

"জি, হুজুর!"

গেনশিচি যখন ঘাড় ঘুরিয়ে কুঠার আনতে ছুটে যাচ্ছিল, এরকম মুহূর্তে অ্যানেক্স থেকে কোতোর আওয়াজ ভেসে এলো।

পিং পিং পিং—যেন ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটা তারকে টোকা দিয়ে শব্দ উৎপন্ন করা হচ্ছিলো। তারপর উচ্চরবে জিং জিং জিং চারদিকে প্রতিধ্বনিত হওয়া শুরু করলো। মনে হচ্ছিল যেন কোতোর একটা তার ছিঁড়ে গিয়েছে।

"ওটা কী ছিল?" চাকর গেনশিচি মাঝপথে থেমে গেল।

চাঁদের আলোয় সবার ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখটা স্পষ্ট বোঝা গেল।

"গেনশিচি, অপেক্ষা করছো কেন?" রিয়োসুকে ঘেউ করে উঠলেন। "জলদি গিয়ে কুঠারটা নিয়ে আসো!"

গেনশিচি কুঠার হাতে ফিরে আসতে আসতে গেটের সামনে ইতোকো, সুজুকো ও অন্যান্য সব চাকর-চাকরানি এসে ভিড় করা শুরু করেছে। রিয়োসুকের স্ত্রী আকিকো অন্য সবার থেকে দেরি করে সেখানে এসে পৌঁছল, তবে বুদ্ধি করে সে একটা লণ্ঠন নিয়ে এসেছে।

গেনশিচি গেটের ওপর একের পর এক কোপ দিতে শুরু করলো। অবশেষে কবজা খুলে গিয়ে গেটটা ভেতরের দিকে পড়ে গেল। রিয়োসুকে ছুটে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গিনজো তার কাঁধ ধরে তাকে থামালেন। তারপর গেটের ওপাশে থাকা অ্যানেক্সের চারদিক ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিলেন।

"আশেপাশে কোনো পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না," তিনি বিড়বিড় করে বললেন। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি পেছনে তাকালেন।

"আপনারা সবাই ওখানেই থাকুন! আর তোমরা দুজন আমার সাথে এসো।"

গিনজো রিয়োসুকে ও চাকর গেনশিচির দিকে ইঙ্গিত করলেন।

"দেখেশুনে আসো...সাবধান, বরফে লাথি দিয়ে চারদিক এলেমেলো করে দিও না। আকিকো-সান, লণ্ঠনটা আমার হাতে দেবেন?"

এরকম জরুরি মুহূর্তে বংশগোত্র কিছুই আসে যায় না। ঐ মুহূর্তে সবাই গিনজোর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তাই কেউ তার দেওয়া নির্দেশগুলোর প্রতিবাদ করলো না। কেবল রিয়োসুকেই যেন নিজের বিরক্তিটা ঢাকতে পারছিলেন না। ছোটোজাতের এক প্রজার কাছ থেকে নির্দেশ মানতে যেন তার কষ্ট

হচ্ছিল। যদি তার জানা থাকতো যে এই মানুষটা চরম অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আমেরিকার কলেজে পড়াশোনা করে এসেছে, তাহলে হয়তো তার প্রতি সামান্য হলেও শ্রদ্ধা জেগে উঠতো।

বাগানের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখা গেল, একটা নিচু সাইজের বেড়া মূল অ্যানেক্সের সামনের ফটকের বামদিকে চলে গিয়েছে। অ্যানেক্সের বাগানের আশেপাশে তাকিয়ে তারা দেখতে পেল, পেঁজা পেঁজা তুলার মতো বরফের আস্তরণ কেউ স্পর্শও করে দেখেনি।

বিল্ডিংয়ের ভেতর তখন বাতি জ্বালানো ছিল। আমাদো শাটারের ওপরের নকশাদার রানমা আড়কাঠের ফাঁকফোকর গলে আলো বাইরে বেরিয়ে আসছিল।

অ্যানেক্সের বাড়িটার মূল ফটক একদম পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। তাই সেখানেই তারা সবার আগে গেল। কিন্তু ওখানে গিয়ে তারা দেখতে পেল, অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত গিরিমাটি রঙের ল্যাটিস দরজা ও তারপরে থাকা কাঠের দরজা— দুটোই বন্ধ ছিল। তারা অনেক টানাটানি-ধাক্কাধাক্কি করলো, কিন্তু দরজা এক চুলও নড়লো না। রিয়োসুকে ও গেনশিচি দুজনে মিলে ল্যাটিস দরজায় অনেক জোরে জোরে আঘাত করলো, কেঞ্জোর নাম ধরে চিৎকার করলো; কিন্তু কোনো উত্তর এলো না।

গিনজোর মুখ শক্ত হয়ে গেল। তিনি মূল ফটক থেকে বের হয়ে নিচু সাইজের বেড়া টপকে বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ দিক ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন। অন্য দুজন তাকে অনুসরণ করা শুরু করলো। রং করা আমাদো এদিকেও শক্ত করে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। রিয়োসুকে ও গেনশিচি এখানেও আমাদোর শাটারগুলোয় ধাক্কাধাক্কি করে কেঞ্জোর নাম ধরে চিৎকার করলো। এবারও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

এবার তারা তিনজন মিলে হাঁটতে হাঁটতে বিল্ডিংয়ের পশ্চিমদিকে চলে গেলেন। হাঁটতে হাঁটতে শাটারগুলোয় জোরে আঘাত করা থামালেন না। রিয়োসুকে হাঁটতে হাঁটতে আচমকা থেমে গেল। তার গলার ভেতর থেকে একটা বিদঘুটে শব্দ বের হতে লাগলো, যেন কেউ ওর গলা চেপে ধরেছে।

"কী হয়েছে?"

রিয়োসুকে আঙুল তুলে সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি স্পষ্টতই কাঁপছেন।

"ও...ওটা!"

গিনজো ও গেনশিচি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের দিকে তাকালো। সামনের জিনিসটা দেখে তাদেরও দম আটকে গেল। অ্যানেক্সের পশ্চিমপ্রান্তের একদম শেষে একটা লম্বা পাথরের লণ্ঠন ছিল। ওটার ঠিক নিচেই একটা *কাতানা* বরফের মধ্যে গাঁথা অবস্থায় ছিল। কাতানার ধারালো অংশটা বরফের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। গেনশিচি আরেকটু হলেই সেটার দিকে দৌড় দিত, কিন্তু বিচক্ষণ গিনজো তাকে থামিয়ে দিলেন।

"ওটা স্পর্শ কোরো না!"

গিনজো তার হাতের লণ্ঠনটা ওপরে তুলে তাদের ঘিরে থাকা ঘন ঝোপঝাড়গুলো দেখে নিলেন। কিন্তু কোথাও একটা পদচিহ্ন তার চোখে পড়লো না। ওদিকে রিয়োসুকে শাটারগুলো পরীক্ষা করছে। প্রত্যেকটাই শক্ত করে বন্ধ করা ছিল। বোঝাই যাচ্ছে এগুলোর একটাও খোলার চেষ্টা করা হয়নি।

"হুজুর, রানমা (একধরনের ঘুলঘুলি স্বরূপ) দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করবো?"

গেনশিচি শাটারগুলোর ওপরে নকশাদার রানমা ঘুলঘুলির দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, চেষ্টা করে দেখো তো।"

উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত টয়লেটটাকে বিল্ডিংয়ের বাকি অংশগুলো থেকে আলাদা করে বানানো হয়েছিল। দুটোর মাঝামাঝি জায়গাতে একটা নকশাদার পাথরের বেসিন স্থাপন করা হয়েছিল। গেনশিচি বেসিনটার ওপর উঠে আড়কাঠের ফাঁকফোকর দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করলো।

এই আড়কাঠের কথা সামনে আরও আসবে, তাই আমি সংক্ষেপে সেটাকে একটু ব্যাখ্যা করি। ঐতিহ্যবাহী জাপানিজ ঘরগুলোতে সাধারণত রানমা নামে একটা নকশাদার কাঠের প্যানেল থাকে। সেটা কাঠের স্লাইডিং আমাদো, মানে শাটার ও শোজি (ঘর আলাদা করার কাজে ব্যবহৃত দরজা) স্লাইডিং পেপারের দরজার ওপর অবস্থান করে। এটা স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো শাটার কিংবা শোজি দরজাগুলো বন্ধ করা থাকলে ভেতরে আলো-বাতাস ঢুকতে দেওয়া। অ্যানেক্সের পশ্চিমদিকের রানমাটা খুবই সাদামাটা ছিল। একটা পুরু কাঠ ফেলে সেটা বানানো হয়েছিল। সেটাকে পালিশ করে মসৃণও বানানো হয়নি। প্রাকৃতিক অবস্থাতে বাকলসহই ওটাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। প্রাকৃতিক অবস্থাতেই ওটা শোভা বর্ধন করছিল। আলতো করে সেটাকে নিচের দরজার চৌকাঠ ও ওপরের ক্রসবিমের মাঝে আটকে রাখা যায়। তবে প্রাকৃতিক অবস্থাতে ফেলে রাখার কারণে সেটার অনেক অংশে ভালোই ফাঁকফোকর ছিল, যার ভেতর দিয়ে আলোবাতাস ভেতরে প্রবেশ করতে পারতো। তবে সেসব ফাঁকফোকরের কোনোটাই কিন্তু পাঁচ ইঞ্চির বেশি হবে না। অর্থাৎ কেউ চাইলেও এটা ব্যবহার করে ভেতরে ঢুকতে কিংবা বাইরে বের হতে পারবে না। চৌকাঠ, ক্রস বিম ও এদের আশেপাশের সবকিছুকে গিরিমাটি রঙে রাঙানো হয়েছিল। এই গল্পের শুরুতেই আমি সেটা বলেছি।

গেনশিচি রানমা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো।

"এই ঘরের শেষ প্রান্তের একটা শোজি দরজা খোলা। আর তোকোনোমার পাশের শোজিটাও খোলা রয়েছে...আর বিয়োবু পর্দাটা এদিকে কাঁত হয়ে পড়ে রয়েছে। এর

বাইরে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। টাটামির অংশের কিছুই চোখে পড়ছে না।"

তিনজন মিলে আবার কেঞ্জো ও কাতসুকোর নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করলো, কিন্তু বৃথা শ্রম।

"আমাদেরকে শাটার ভাঙ্গতে হবে।"

শাটারগুলো গোটা বাড়ি জুড়ে একসাথে বন্ধ করা ছিল। কেবল একটা খোলার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গেনশিচি বাগানের গেটে রেখে আসা কুঠারটা আনতে ছুটলো। রিয়োসুকে ও গিনজো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময় তাদের পেছন দিকের টিলার অংশ থেকে মানুষের নড়াচড়ার শব্দ তাদের কানে এলো। তাড়াহুড়ো করে তারা টয়লেটের দিকের অংশে ছুটলেন।

"কে?" রিয়োসুকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। "কে ওখানে?"

একটা বিশাল আকারের কর্পূর গাছের কারণে তাদের দৃষ্টি বাধা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওপরের ঘন বাঁশঝাড় থেকে একটা গলার স্বর উত্তর দিলো,

"শাখা পরিবারের প্রধান কথা বলছেন নাকি?"

"ওহ, শো-সান নাকি। ওখানে কী করছেন?"

"একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এলো, তাই দৌড়িয়ে এখানে এলাম। এখানে এসেই আপনার গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম।"

"এই শো-সান কে?" গিনজো জিজ্ঞেস করলেন।

"কী? ওহ আচ্ছা, সে আমাদের মিলে কাজ করে। মিলের সাথে সংযুক্ত ওয়াটারহুইলটা সে চালু করে কাজ করে। পুরো নাম শোকিচি। আমাদেরই একজন চাকর।"

গল্পের শুরুতেই বোধহয় আপনাদের কাছে একটা ভেঙে পড়া ওয়াটারহুইলের কথা বলেছি, যেটা ইচিইয়ানাগিদের জমিজিরাতের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ওপর অবস্থান করছিল। আসলে গল্পের শুরুর দিকে মিলটা কর্মক্ষমই ছিল। শোকিচি প্রতিদিন ভোরবেলায় সেখানে গিয়ে ওয়াটারহুইল চালু করে ধান মাড়াই করতো। পরে গিয়ে টের পাবেন, এই অংশটা রহস্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

"শোকিচি-সান, শব্দ শোনার সাথে সাথে কি আপনি মিল থেকে বের হয়ে এসেছিলেন?" গিনজো জিজ্ঞেস করলেন। "এর মধ্যে সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়েছে?"

"না, একটা প্রাণিও চোখে পড়েনি। শব্দ শোনার সাথে সাথে আমি মিল থেকে বেরিয়ে ব্রিজে থামলাম। সেখানে থাকা অবস্থাতেই দ্বিতীয়বারের মতো কোতোর শব্দ আমার কানে এলো। ঐ যে প্লিং প্লিং শব্দ, তারপর টং টং শব্দ। আমি টিলা বেয়ে উঠে দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই চোখে পড়লো না।"

ঠিক ঐ সময়ে গেনশিচি কুঠার হাতে ফিরলো। গিনজো শোকিচি'কে নির্দেশ দিলো চারদিকে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে সে যেন তাদের জানায়। তারপর তিনি বাড়ির পশ্চিমপ্রান্তে চলে গেলেন। রিয়োসুকের নির্দেশ অনুযায়ী গেনশিচি একটা শাটার বেছে নিয়ে কোপাতে শুরু করলো। প্রথম কোপেই কাঠের শাটারে একটা বড়োসড় গর্তের সৃষ্টি হলো। গর্তের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে রিয়োসুকে শাটারটার লক খুলে সেটাকে টেনে পাশে সরিয়ে দিলেন।

তিনজনই ভেতরে ঢুকে এনগাওয়া পার হয়ে, করিডরটা দৌড়ে পার হয়ে মূল ঘরের দিকে ছুটল। এনগাওয়া হলো ঘরের বাইরের বাড়তি জায়গা, অনেকটা বারান্দার মতো। ঘরের সামনের বীভৎস রক্তাক্ত দৃশ্যটা দেখে তারা অকস্মাৎ থেমে যেতে বাধ্য হলো।

কেঞ্জো ও কাতসুকো দুজনেই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নিজেদের রক্তে মাখামাখি হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছিলেন। নকশাদার কভারের ফুটন (বিছানা), নতুন বসানো টাটামি ম্যাটের মেঝে, এমনকি মাটিতে কাত হয়ে পড়ে থাকা সোনালি রঙের বিয়োবু পর্দাটায় পর্যন্ত রক্ত লেগে ছিল। তাদের স্বপ্নমধুর, স্বর্গীয় বিয়ের রাতে এ কী ঘটেছিল? ভয়াবহ দৃশ্যটাকে দেখে মনে হচ্ছিল সেটাকে যেন নরক থেকে তুলে আনা হয়েছে।

গেনশিচি আরেকটু হলেই দৃশ্যটা দেখে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু গিনজো তাকে ধরে ফেললেন। তাকে ঘর থেকে দূরে টেনে নিয়ে বললেন, "জলদি একটা ডাক্তার ও পুলিশ ডেকে আনো। তারপর লক্ষ রেখো, কেউ যেন ঐ গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা না করে।"

গেনশিচি দৌড়ে বের হওয়ার পর গিনজো ক্ষিপ্র, ক্রোধের দৃষ্টিতে মাটিতে পড়ে থাকা দেহগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর টাটামি ঘরটার আশেপাশে চোখ বুলানো শুরু করলেন।

সবার আগে কোতো নামক বাদ্যযন্ত্রটা তার চোখে পড়লো। কালো রঙের কোতো বাদ্যযন্ত্রটা কাতসুকোর পাশে পড়ে ছিল। কোতোবাদকরা যেসব জায়গায় হাত রেখে কোতো বাজায়, সেখানে রক্তাক্ত হাত রেখে কেউ যেন সেটা বাজানোর চেষ্টা করছিল। তেরো নম্বর তারটা ছিঁড়ে দুদিকে পেঁচিয়ে গিয়েছিল। যে অংশটা ভাঙ্গা তারটাকে ধরে রেখেছিল, সেটা উধাও হয়ে গিয়েছে।

কোতোর সেই তারটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, আর যে অংশটা ওটাকে ধরে রাখতো সেটা উধাও হয়ে গিয়েছিল...

এরপরে গিনজো প্রত্যেকটা দরজা-জানালার লক পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। প্রত্যেকটা শাটার বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। কেউ তাতে ছুঁয়েও দেখেনি বলে মনে হচ্ছে। একে একে তিনি ছোটো ঘরটার ওশিরে ক্লজিট, পশ্চিমের টয়লেট, এমনকি টয়লেটের

অপরপাশের ছোট্ট স্টোরেজ ক্লজিটটাও খুলে দেখলেন। করিডরের শেষমাথায় টয়লেটের সামনে একটা ছোট্ট জানালা ছিল। কিন্তু সেটা খোলার কোনো চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

মূল টাটামি ঘরে ফিরে গিয়ে তিনি দেখলেন, রিয়োসুকে এখনো পাথরের মতো জমে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমি বুঝতে পারছি না," গিনজো তাকে জানালেন। "পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যজনক মনে হচ্ছে। কোথাও কেউ লুকিয়ে নেই। এখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথও চোখে পড়ছে না। বোধহয়..."

বোধহয়?...রিয়োসুকে সাথে সাথে গিনজোর কথার মানে ধরতে পারলেন। জোরেজোরে মাথা নেড়ে সে বলল, "কোনোমতেই তা সম্ভব নয়। এটা আত্মহত্যা হতেই পারে না। পর্দাটার দিকে তাকান।"

গিনজো রিয়োসুকের দৃষ্টি অনুসরণ করে উল্টো হয়ে পড়ে থাকা বিয়োবু পর্দার দিকে তাকালেন। সেখানে একটা রক্তাক্ত হাতের ছাপ দেখা যাচ্ছিলো, এখনো সেটা ভেজা। অদ্ভুত ব্যাপার, সেখানে কেবল তিনটা আঙুল চোখে পড়ছে—বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী ও মধ্যাঙ্গুলি। কিন্তু সেই হাতের ছাপে সেটা বাদেও আরেকটা বিদঘুটে ব্যাপার ছিল...

।। অধ্যায় ৫ ।।

কোতো পিকের নতুন ব্যবহার...

ক্ষ—র পিতা, যিনি আমাকে নানান তথ্য দিয়ে এ গল্পটা লিখতে সাহায্য করেছিলেন, তিনি পূর্বে ঐ গ্রামে ডাক্তার হিসাবে কাজ করেছেন। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এর মধ্যে তিনি স্বর্গবাসী হয়েছেন। কিন্তু খুন হওয়ার পরের সকালবেলায় তাঁর ছেলে, মানে ক্ষ—ডাক্তারই ঐ ঘটনাস্থলে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন।

ডাক্তার ভদ্রলোক এই হোনজিন হত্যাকাণ্ডের কেসটায় বেশ আগ্রহী ছিলেন। তাই নানান খুঁটিনাটি দিয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করতে পেরেছিলেন। তাঁর কারণেই আমি আজো এ বিষয়ে কথা বলতে পারছি। তাঁর দেওয়া নোটগুলো থেকেই গল্পটা আমি নতুন করে, নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিলাম। ওসব নোটের মধ্যে ঘটনাস্থল, মানে অ্যানেক্সের ভেতর ও বাইরের একটা স্কেচ ছিল। এরকম ধাঁচের বই লিখতে গেলে কখন কোথায় কী ঘটেছে তার হিসাব রাখার জন্য এরকম স্কেচ বেশ কাজে দেয়। তাই আমি এখানে সেই স্কেচটা সংযুক্ত করে দিচ্ছি।

স্থানীয় পুলিশ কনস্টেবল ও ডাক্তার ক্ষ— যখন ঘটনাস্থলে প্রবেশ করেছিলেন, ততক্ষণে সকাল ছয়টা বেজে গিয়েছিল। সূর্য তখন উঠিউঠি করছে। ঘটনাস্থলে একবার চোখ বুলিয়েই কনস্টেবল স—শহরের প্রধান পুলিশ স্টেশনকে জানিয়ে দিলেন, গুরুতর ঘটনা ঘটেছে এখানে। স—শহরের পুলিশ স্টেশন থেকে তখন প্রিফেকচারাল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করা হলো। তারপর থেকে দলে দলে অভিজ্ঞ ইনভেস্টিগেটররা জড়ো হওয়া শুরু করলো। এলাকাটা এতটাই দুর্গম জায়গায় অবস্থিত ছিল যে, সবার সেখানে পৌঁছে জমায়েত হতে হতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল।

ইনভেস্টিগেটররা তাদের তদন্ত কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে ভিক্টিমদের সাথে জড়িত সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তবে এখানে ওসব বিস্তারিত ব্যাখ্যা করাটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি আমার পাঠকদের বিরক্ত করতে চাই না। তাই প্রধান ইনভেস্টিগেটর, মানে ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া'র দ্বারা প্রাপ্ত সব তথ্যগুলোকে সংক্ষেপে এখানে বলে দিচ্ছি।

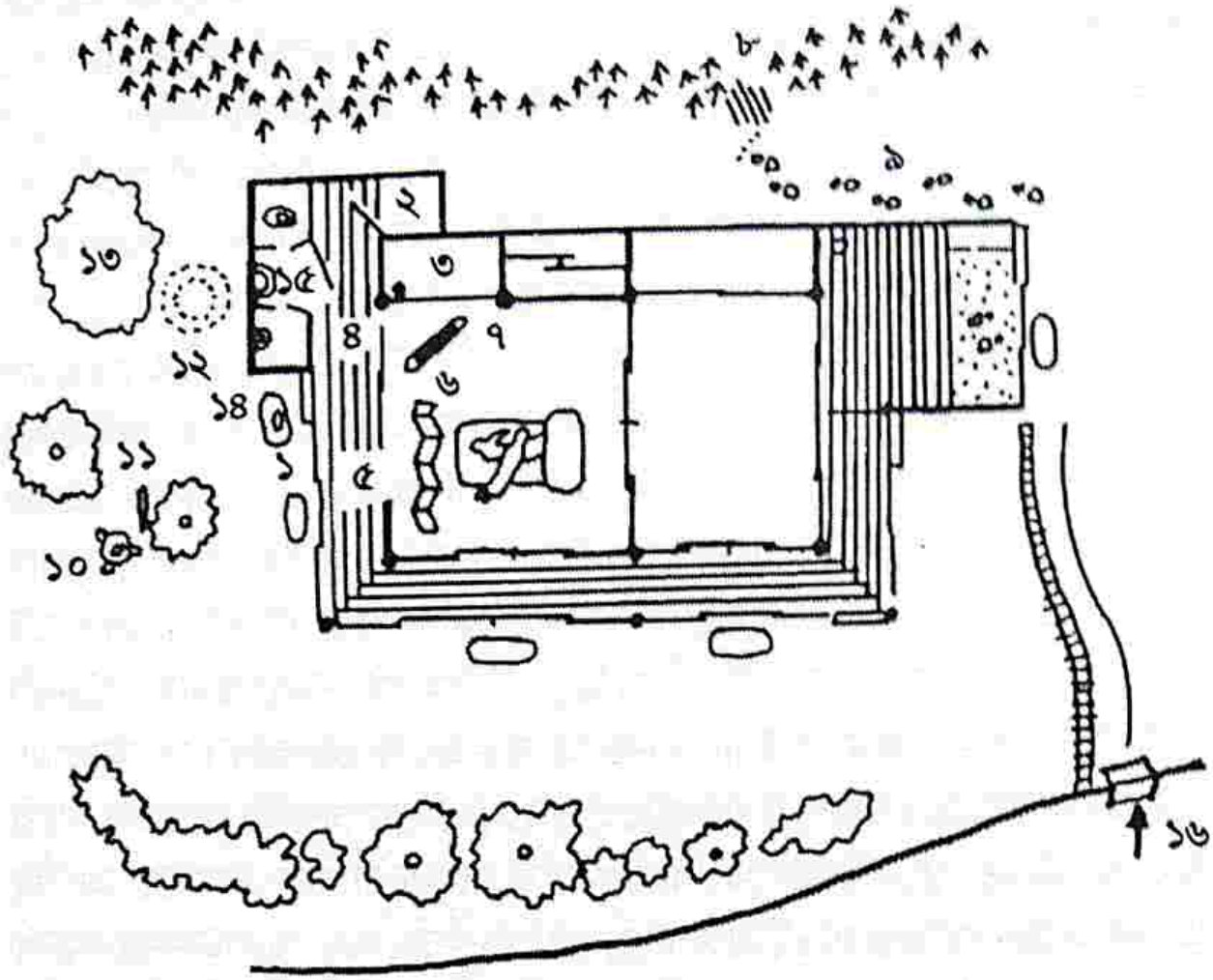

ইচিইয়ানাগিদের অ্যানেক্স বাড়ির নকশা

⊙টীকা

১. রিয়োসুকে, গেনশিচি ও গিনজোর ভাঙা শাটার
২. স্টোরেজ ক্লজিট, যেখানে খুনি লুকিয়ে ছিল
৩. কোতো পিক'র বাক্স, যেটা তোকোনোমা তাকে রাখা ছিল
৪. শোজি দরজা, যেটা খানিকটা খোলা ছিল
৫. শোজি দরজা, পুরোটাই খোলা ছিল
৬. কাত হয়ে পড়ে থাকা বিয়োবু পর্দা
৭. কোতো
৮. টিলা দিয়ে ছেঁচড়ে নেমে পালিয়ে যাওয়া খুনির রেখে যাওয়া চিহ্ন
৯. পদচিহ্ন
১০. পাথরের লণ্ঠন
১১. বরফে গেঁথে থাকা কাতানা
১২. স্তূপাকারে জমে থাকা পাতা
১৩. কর্পূর গাছ
১৪. পাথরের বেসিন
১৫. টয়লেট এরিয়া
১৬. বাগানের গেট

প্রথম সমস্যা দেখা দিয়েছিল পদচিহ্ন নিয়ে। ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া আসতে আসতে প্রায় সকাল এগারোটা বেজে গিয়েছিল। ততক্ষণে সূর্যের তাপে বরফ গলতে আরম্ভ করেছিল। তবে গিনজো, নিয়োসুকে ও বিশ্বস্ত চাকর গেনশিচি'কে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না যে, বরফে কোনো ধরনের পদচিহ্ন তাদের চোখে পড়েনি। এই কথাটা শোনার পর ইনস্পেকটর খানিকটা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। আসলেই যে কোনো পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেটা বললে ভুল হবে।

আমি আপনাদের ঐ স্কেচটার দিকে তাকানোর জন্য অনুরোধ করছি। বাড়িটার উত্তর দিকে একটা খাড়া টিলা রয়েছে। টিলা ও অ্যানেক্সের মাঝামাঝি ছয় ফিট চওড়া ফাঁকা জমি পড়ে ছিল। টিলার শীর্ষে অনেকগুলো বাঁশঝাড় ঘন করে জন্মানোর ফলে বাঁশগুলো ফাঁকা জমিটার ওপর ঝুলে থাকতো। এর ফলে সে রাতে ওখানে খুব একটা বরফ জমতে পারেনি। অ্যানেক্সের একদম পূর্বদিকে অবস্থিত এই ফাঁকা জমিটাতেই কর্দমাক্ত পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। শুধু পদচিহ্নই নয়, পুলিশের ধারণা অনুযায়ী কেউ টিলা দিয়ে ছেঁচড়ে ইচিইয়ানাগিদের জমিতে প্রবেশ করেছিল। স্কেচ অনুযায়ী, পদচিহ্নগুলো অ্যানেক্সের পূর্বদিকে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ধারণা করে হচ্ছে, বরফের মধ্যে সেটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তারপর আবার মাটির তৈরি গেনকান প্রবেশপথ, মানে যেখানে জুতো খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়, সেখানে পূর্বের মতো অবিকল পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। সংক্ষেপে বললে, যে টিলা থেকে ছেঁচড়ে নেমে ভেতরে প্রবেশ করেছিল, সে পূর্বদিক দিয়ে হেঁটে সামনের দরজা দিয়েই ভেতরে প্রবেশ করেছিল।

পায়ের ছাপগুলোর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। বৃদ্ধাঙ্গুলির অংশে ভারি করে ছাপ ফেলেছিল, সেই সাথে গোড়ালির অংশটা হালকা করে ছাপ ফেলেছিল। এর থেকে যে কেউই সহজে বুঝতে পারবে যে, এই ছাপ একজোড়া পুরোনো, শতচ্ছিন্ন জুতো থেকে হয়েছে। গোটা ইচিইয়ানাগি পরিবারের কেউই এরকম জুতো পরে না, তাই এটা সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, এটা খুনির পায়ের ছাপ। সোজা কথায়, খুনি অ্যানেক্সের পেছনের টিলা দিয়ে ছেঁচড়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিল, তারপর মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে চুপিচুপি ভেতরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু এটা কখন ঘটেছিল?...এই প্রশ্নটার উত্তর বের করতে জমে থাকা বরফ বেশ কাজে দিলো।

আগের দিন রাত ন'টার দিকে বরফ পড়া আরম্ভ করেছিল, আর রাত তিনটায় বরফ পড়া থেমে গিয়েছিল। তার মানে খুনি হয়তো রাত ন'টার আগেই কিংবা রাত দু'টার সময় ভারী বরফপাত শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। তবে গেনকান এর ফেলে যাওয়া পায়ের ছাপ দেখে এটুকু বোঝা যাচ্ছিলো যে, জুতোজোড়ায় বরফ লেগে ছিল। তাই রাত ন'টা বাজার সময়ে ঢোকার সম্ভাবনাটাই সঠিক বলে ধরে

নেওয়া হয়েছিল।

একইসাথে, আকিকো জানিয়েছিল যে, সে সন্ধ্যা সাতটার সময় এনগাওয়া ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা শাটার বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন গেনকানে কোনো পায়ের ছাপ তার চোখে পড়েনি। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, খুনি সাতটা থেকে নয়টার মধ্যে ভেতরে ঢুকেছিল; ঠিক যখন মূল বাসভবনে বিয়ের অনুষ্ঠানটা হচ্ছিল। এখন পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক লাগছে।

কিন্তু বাড়িতে ঢুকে খুনি কী করলো? আবার স্কেচের দিকে তাকানো যাক। টয়লেটের ঠিক বিপরীত পার্শ্বে একটা ছোট্ট ক্লজিট ছিল। ধরে নেওয়া হচ্ছিল যে, খুনি ওখানেই লুকিয়ে ছিল। এই ছোটো ক্লজিটটায় অব্যবহৃত তোশক, তুলার তৈরি নানান হাবিজাবি ভর্তি করে রাখা হয়েছিল। কেউ যে ওখানে শুয়ে ছিল, সেটার স্পষ্ট ছাপ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া, কাতানা'র (যেটা খুন করতে ব্যবহার করা হয়েছে বলে ধরা হচ্ছিল) খাপটা ওখানেই পড়ে ছিল।

এই কাতানাটা ইচিইয়ানাগি পরিবারের। সেদিন বড়োরুমের তোকোনোমার এক তাকে সেটাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। খুনি নিশ্চয়ই সেটাকে ক্লজিটের ভেতর নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। এর মানে যখন সাকে আদান-প্রদানের অনুষ্ঠান চলছিল, তখন থেকে কাতানাটা উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা কারো চোখে পড়েনি, কারণ তাকগুলোর সামনে পর্দাটা রাখা হয়েছিল।

খুনি খুন করার জন্য রাত চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে—ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন অদ্ভুত লাগছে। কারণ, নবদম্পত্তি রাত দুটার মধ্যেই ঘুমাতে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে অসংখ্য তত্ত্ব ছিল। তবে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জোরদার তত্ত্ব এই ছিল যে, হয়তো কেঞ্জো ও কাতসুকো এত তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতে চাননি। আর ওরা ঘুমিয়ে পড়লেই তাদের আক্রমণ করাই বোধহয় খুনির উদ্দেশ্য ছিল। ওটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব ছিল। কিন্তু আমি আপনাদের স্কেচটার দিকে একবার তাকাতে অনুরোধ করছি।

ঐ ক্লজিট (যেখানে খুনি লুকিয়ে ছিল) ও বড়ো টাটামি ঘরটার (যেখানে নবদম্পত্তি ঘুমাচ্ছিল) মাঝখানে কেবল একটা মাত্র দেওয়াল ছিল। খুনি বোধহয় তাদের কথাবার্তা সবই শুনছিল, প্রত্যেকটা শব্দ, প্রত্যেকটা শ্বাসপ্রশ্বাস, যা যা ঘটেছে সব...ঠিক এটাই ছিল এই কেসের সবচেয়ে জঘন্যতম ব্যাপার। যখন গিনজো পুলিশের কাছ থেকে এ ব্যাপারে জানতে পারলেন, রাগে-ঘৃণায় তার মুখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

নবদম্পত্তি ঘুমিয়ে পড়ার পরেই খুনি ক্লজিট থেকে ধারালো কাতানা হাতে বেরিয়ে এসেছিল। তাকে শোজি স্লাইডিং দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়েছিল। কিন্তু

ঢোকার আগে সে একটা অদ্ভুত কাজ করেছিল। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে সেটাকে অদ্ভুত বলেই মনে হয়।

তোকোনোমার দিককার শোজি দরজাগুলো আলতো করে খুলে রাখা হয়েছিল। কাতসুকোর কোতো বাজানো শেষ হওয়ার পর আকিকো তোকোনোমার ডানদিকের কোণে একটা কোতো পিক ভর্তি বাক্স রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে সেটাকে বামদিকের কোণায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। ধরে নেওয়া হচ্ছিল যে, খুনি আলতো করে দরজা খুলে সেই বাক্সটা তুলে নিয়েছিল। সেখান থেকে তিনটা কোতো পিক বের করে আঙুলে পরে নিয়ে বাক্সটা ভিন্ন জায়গায় রেখে দিয়েছিল।

পুলিশ বিয়োবু পর্দার ওপর তিন আঙুলে রক্তাক্ত হাতের ছাপটা পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। আমি পূর্বের অধ্যায়েই ইঙ্গিত করেছিলাম যে, ঐ হাতের ছাপটাতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ছিল। এখন সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছি। ওখানে আঙুলের কোনো ছাপ ছিল না, ছিল কেবল কোতো পিকের রেখে যাওয়া আঁচড়ের চিহ্ন।

এখন বোধহয় আপনাদের কোতো পিকের ব্যাপারে হালকা-পাতলা জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। একটা আংটির ওপর একটা নকল নখ লাগিয়ে দেওয়া হলে যেরকম দেখাবে, একটা কোতো পিক বাস্তবে দেখতে ঠিক সেরকম। আঙুলে আংটিটা পরে নিলে আঙুলের ডগা সেই নখের আড়ালে চলে যাবে। সোজা কথা, কোতো পিক পরে থাকলে তোমার আঙুলের ছাপ ফেলা সম্ভব নয়। এসব ভেবে নিয়েই খুন করার আগে খুনি আঙুলে কোতো পিক পরে নিয়েছিল...অন্তত পুলিশ তাই সন্দেহ করছিল। সেসব কোতো পিকগুলোকে টয়লেটের ভেতর বেসিনের ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তাই সন্দেহটা যথার্থ বলেই ধরে নেওয়া যায়।

তাহলে খুনি তিনটা কোতো পিক হাতে পরে নিয়ে কাতানা হাতে নবদম্পত্তি যেখানে ঘুমিয়ে ছিল, সেখানে প্রবেশ করেছিল। সবার আগে সে কাতসুকো'কে আক্রমণ করেছিল, কারণ সে দরজার কাছাকাছি শুয়ে ছিল। বেশ কয়েকবার কোপ দিয়ে খুনি তাকে হত্যা করেছিল। কাতসুকো মাত্র অল্পক্ষণের জন্য নড়াচড়া করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মানে কাতানার কোপে খুব দ্রুতই তার মৃত্যু হয়েছিল।

আর এতসব শব্দের মধ্যে কেঞ্জোর যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। সে উঠে বসার সাথে সাথে খুনি কাতানার কোপে তার হাত কেটে দিয়েছিল। ঐ অবস্থার পরেও কেঞ্জো বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে কাতসুকোকে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। ঠিক ঐ সময়েই খুনি কেঞ্জোর শরীরের ভেতর কাতানাটা ঢুকিয়ে দিয়ে তার হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাকে হত্যা করেছিল।

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া মোটামুটি এভাবেই গোটা দৃশ্যটা কল্পনা করে নিয়েছিলেন। তারপরেও অনেক প্রশ্ন তার মনে জমা হওয়া শুরু করেছিল।

আমি একটু আগেই বলেছি যে, কোতোটাকে তাদের বিছানার পাশে এনে রক্তাক্ত আঙুলে বাজানো হয়েছিল। কিন্তু খুনি কেন তার খুনোখুনির মাঝে রক্তাক্ত হাতে কোতো বাজাবে? আর কোতোর যে তারটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেটা ধরে রাখার অংশটা কোথায়? কেন ওটা পাওয়া যাচ্ছে না? ইনভেস্টিগেটররা পুরো অ্যানেক্স তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন, কিন্তু সেটা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কিন্তু তার থেকেও রহস্যময় ব্যাপার ছিল খুনির উধাও হয়ে যাওয়াটা। সে কীভাবে পালিয়েছিল? ঐ বাড়ির প্রত্যেকটা দরজা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। খুনির—তা সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, ব্যবহার করার মতো একটাও গর্ত কিংবা বের হওয়ার রাস্তা সেখানে ছিল না।

এর মধ্যেও সে কেঞ্জো ও কাতসুকোকে হত্যা করেছে, কোতো বাজিয়েছে, এরপর পশ্চিমদিকের শোজি দরজা খুলে সে বেসিনের ওপরের তাকে রক্তাক্ত কোতোর পিকগুলো রেখে দিয়েছে। তারপর রিয়োসুকে ও গেনশিচি যে শাটারটা কুঠার দিয়ে ভেঙেছিল, সেটার সামনে একটা রক্তমাখা হ্যান্ড টাওয়েল গোল বলের মতো পাকিয়ে রেখে দিয়েছিল। শুধু তাই না, ঐ শাটারের ভেতরের দিকে একটা তিন আঙুলে রক্তাক্ত হাতের ছাপও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এবার কোতো পিক পরে না থাকায় আঙুলের ছাপ ক্ষীণ হলেও দেখা যাচ্ছিল।

এই প্রমাণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে খুনি শাটারগুলো ব্যবহার করে পালিয়েছিল, কিংবা সেটা খোলার চেষ্টা করেছিল। প্রশ্ন ছিল, গেনশিচি সেটা ভাঙ্গার আগে আদৌ সেটা খোলা ছিল, নাকি বন্ধ ছিল? রিয়োসুকে হাত ভেতরে ঢুকিয়ে সেটা খুলেছিল, তাই তাকে প্রশ্নটা করায় সে রেগে গিয়েছিল।

"শাটারটা শক্ত করে বন্ধ করা ছিল। গেনশিচি কুঠারের আঘাতে একপাশ ভেঙে ফেলার পরেই আমি হাত ঢুকিয়ে বাইরে থেকে সেটা খুলে ছিলাম। এদিক দিয়ে খুনি পালিয়েছে, এটা কল্পনা করাও অসম্ভব। যদি পালিয়েও থাকে, তবে বরফের মধ্যে তার পায়ের ছাপ কেন পড়েনি? গেনশিচি ও আমি একদম নিশ্চিত যে, আমরা বরফে কোনো পায়ের ছাপ দেখিনি। গিনজো-সানও সে ব্যাপারে নিশ্চিত করতে পারবেন।"

গিনজো সম্মতির সুরে মাথা নাড়লো। কিন্তু একই সাথে সে রিয়োসুকের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো।

আরেকটু পিছিয়ে আসা যাক...

সেদিক সকালে আলো ফোটার আগে গিনজো রিয়োসুকের সাথে দাঁড়িয়ে তার ভাতিজি ও তার স্বামীর মৃতদেহের ভয়াবহ সেই দৃশ্যটা অবলোকন করছিলেন। পুলিশ

যখন আসা শুরু করলো, তখন গিনজোর চোখ আর বাঁধ মানলো না, তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। সাতটার দিকে আকাশটা পরিষ্কার হলো। মূল বাসভবনে জমে থাকা বরফ তখন সূর্যের আলোয় চিকচিক করছিল। ছাদের কোণা থেকে টপটপ করে বরফগলা পানির ধারার গতি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু গিনজো এরকম অপরূপ দৃশ্য-শব্দ কোনোটাই টের পাচ্ছিলেন না। তাঁর মুখ কষ্টে বেঁকেচুরে গিয়েছিল। সেই কষ্টের মধ্যে অনুশোচনা ও রাগ মিশে ছিল।

নীরব থেকেই তিনি মূল বাসভবনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। হঠাৎ করে তার সামনে সাবুরো উদয় হলো। সে ইহেই দাদার বাসাতেই রাত কাটাচ্ছিল, কিন্তু এক চাকরের কাছ থেকে ঘটনা শোনার পর পড়িমড়ি করে এখানে ছুটে এসেছে। তার মুখচোখ একদম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। কিন্তু সে নয়, বরং তার সাথে আসা ফিটফাট, গোঁফওয়ালা, ত্রিশোর্ধ্ব একজন ভদ্রলোক তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বাড়ির কর্ত্রী তাকে দেখে একদম অবাক হয়ে গেলেন।

"রিউজি! এখানে কী করছো তুমি?"

"মা, গেনশিচি মাত্রই আমাকে দুঃসংবাদটা জানালো।"

তার মুখেচোখে দুঃখ ভাবটা ছিল ঠিকই, কিন্তু এতকিছু ঘটে যাওয়ার পরেও তাকে কেমন জানি শান্ত দেখাচ্ছিল।

"ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গিয়েছে! ভয়ঙ্কর! কী করা উচিত আমি ভেবেই পাচ্ছি না। কিন্তু রিউজি, এত তাড়াতাড়ি তুমি এলে কীভাবে? কখন এখানে এসে পৌঁছলে?"

"আমি মাত্রই ফুকুওকা থেকে এসেছি। ওখানে যে কনফারেন্সটা হওয়ার কথা ছিল, সেটা বেশ তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম, এখানে এসে কেঞ্জোকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাই। ন—স্টেশনে নেমে ইহেই দাদার বাড়িতে ঢুকে বিয়ে কেমন হলো সেসব নিয়ে খোঁজখবর নেব ভাবছি, এমন সময় গেনশিচি সেখানে এসে পৌঁছাল..."

গিনজো ভদ্রলোকটাকে গভীর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। কিন্তু শেষের কথাগুলো শোনার সাথে সাথে তার চোখের দৃষ্টি যেন আরেকটু হলে রিউজি'কে ভস্ম করে দিত। এরকম তীব্র দৃষ্টিকে রিউজি নিজেও উপেক্ষা করতে পারলো না। তাকে নার্ভাস দেখাতে লাগলো।

"মা, ইনি..."

"ইনি হলেন গিয়ে কাতসুকোর চাচা। গিনজো-সান, এ আমার মেজো ছেলে রিউজি।"

গিনজো মাথা হালকা নুইয়ে তাকে সম্ভাষণ জানালো, কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না। বরং তিনি মূল বাসভবনে তার রুমটায় চলে গেলেন। সেখানে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি কী যেন ভাবলেন। অবশেষে তার মুখ থেকে একটা বাক্য বের হলো :

"লোকটা মিথ্যা কথা বলছে।"

এরপর তিনি কোনো কথা না বাড়িয়ে তার স্যুটকেস খুললেন। ভেতর থেকে বের করলেন একটা খালি টেলিগ্রামের পাতা। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে তিনি লেখা শুরু করলেন।

কাতসুকো মৃত। কিনদাইচি'কে পাঠাও।

চিঠিটা তিনি লিখলেন তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে। লেখাশেষে তিনি ক—শহরের পোস্ট অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

।। অধ্যায় ৬ ।।

কাস্তে ও কোতো ব্রিজ...

"জটিল একটা কেস এটা। আমার কাছে পুরো ঘটনাটাই বিদঘুটে মনে হচ্ছে। আমি এই পেশায় দীর্ঘসময় পার করে এসেছি, তাই মৃতদেহ যতই বীভৎস কিংবা রক্তাক্ত হোক না কেন, আমাকে চমকানো আজকাল সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু এই কেসটা নিয়ে যতই ভাবছি, ততই বিচলিত হয়ে যাচ্ছি। অ্যাই কিমুরা, খুনির পায়ের ছাপ ভেতরে ঢুকেছে কিন্তু বাড়ি থেকে বের হওয়ার ছাপ পাওয়া যায়নি—এটাকে তুমি কীরকম চোখে দেখছো?"

ডিটেকটিভ ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া অ্যানেক্সের ভেতরের এনগাওয়াতে একটা ডেস্ক টেনে নিয়ে সেখানে একটা লেখার ছেঁড়া কাগজ জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তার ডিটেকটিভ সার্জেন্ট কিমুরা তার কাজে সাহায্য করছিল।

"ইনস্পেক্টর, আমরা যদি পুরো ঘটনাটাকে সহজভাবে দেখার চেষ্টা করি, তাহলে কেমন হয়?"

"সহজভাবে—মানে?"

"যদি এই রিয়োসুকে চরিত্রটা মিথ্যা বলে থাকে, তবে? যদি সেটা ধরে নিই, তবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। শাটারটা আদৌ বন্ধ ছিল নাকি খোলা ছিল, সেটা কেবল ঐ জানে। সে চাইলেই এ ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারে।"

"তোমার কথায় কিন্তু যুক্তি আছে। কিন্তু এখনো তো সেই পায়ের ছাপের সমস্যাটা রয়ে যায়।"

"ইনস্পেকটর, আমাদের তো ধাপে ধাপে আগানো উচিত, ঠিক না? আমরা একটু পরে নাহয় বাগানটা খোঁজাখুঁজি করে দেখবো। আপাতত এটা নিয়েই চিন্তা করা যাক—যদি রিয়োসুকে সত্যিই মিথ্যা বলে থাকে তবে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে : কেন সে মিথ্যাটা বলতে গেল?"

"এ বিষয়ে তোমার কোনো মতামত আছে?"

"আমার ধারণা, সে এ বিষয়ে আরও কিছু জানে। খুনি কে সেটাও তার জানা থাকতে পারে।"

"তারপরেও 'খুনি তার পরিচিত কিনা' আর 'শাটারগুলো বন্ধ ছিল কী ছিল না' সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো প্রশ্ন।"

"আমার কাছে কিন্তু তা মনে হয় না। আসলে এই জিনিসটাই কেসটাতে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। সত্যি বলি, আমার কিন্তু লোকটাকে একদমই পছন্দ হচ্ছে না। কেমন জানি সন্দেহজনক একটা চরিত্র মনে হচ্ছে তাকে।"

"প্রথম দেখায় মানুষকে বিচার করলে চলবে না। এভাবেই ভুলগুলো শুরু হয়।"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া কথাগুলো বললেন ঠিকই, কিন্তু রিয়োসুকে'কে তিনি নিজেও ভালো চোখে দেখতে পারছিলেন না।

মূল ইচিইয়ানাগি পরিবারের প্রত্যেকটা ভাইবোনের মধ্যে একটা ভদ্রভাব ছিল। সেটা দেখেই বোঝা যেত, এরা আসলেই হোনজিনের বংশধর। এমনকি ছ্যাঁচড়া সাবুরোর চরিত্রের মধ্যে দিয়েও প্রকাশ পেত যে, সেও একটা স্বচ্ছল, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। সেদিক থেকে রিয়োসুকে ব্যতিক্রম ছিল। তাদের সাথে ওকে তুলনাই করা যেত না। সে খাটো ও চিকন ছিল, তাকে দেখতে বয়সের তুলনায় বেশি বয়স্ক মনে হতো। একবার তার দিকে তাকালেই সবকিছু চোখে পড়ে যাবে। তার চেহারার মধ্যে কেমন জানি একটা খুঁতখুঁতে, অতিব্যস্ত থাকার ভাব ছিল। তার চোখে দিকে তাকালে সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। চোখগুলো সবসময় বনবন করে ঘুরছে, প্রত্যেকের মুখভঙ্গি বুঝার চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম তাকে দেখলে নম্রভদ্র মনে হতে পারে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে অত্যন্ত ধূর্ত।

"সে তো শাখা পরিবারের প্রধান, তাই না?"

"জি। সে উত্তরাধিকারসূত্রে কিছুই পাবে না। যে মারা গেছে, মানে কেঞ্জো, সে ছিল একজন পণ্ডিত মানুষ। পরিবারের ব্যবসা নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামায়নি। শুনলাম এই রিয়োসুকেই নাকি সেই ব্যবসার খেয়াল রেখেছে, সেখান থেকে বিপুল পরিমাণে ফায়দা লুটেছে।"

"আর রিউজি? সে এই সকালেই অকস্মাৎ হাজির হলো কেন? এটাও তো আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।"

"আচ্ছা, তার কথা জিজ্ঞেস করছেন? শুনেছি, সে নিতান্তই একজন ভালো মানুষ। গ্রামবাসীর কাছ থেকে জানতে পারলাম, এর সাথে সহজেই ভাব জমানো যায়। সে নাকি ওসাকার কোন এক হাসপাতালে চাকরি করে। আজই সে কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কনফারেন্স শেষে বাড়ি ফিরেছে। খুব সহজেই তার ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া যাবে। তবে আমার মনে হয় না লোকটা মিথ্যা বলছে।"

"আচ্ছা, একটু আগে তুমি বললে যে, রিয়োসুকে হয়তো খুনিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে...তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে, এই তিন আঙুলে মানুষটার সাথে

রিয়োসুকে'র জানাশোনা রয়েছে? কাওয়াদা'র ঐ ওকামি-সানের কথা অনুযায়ী, তিন আঙুলের মানুষটাকে তার ভবঘুরে বাদে আর কিছুই মনে হয়নি। তবে তাকে খানিকটা সন্দেহজনক মনে হয়েছিল।"

'কাওয়াদা' ছিল গল্পের একদম শুরুর দিকে বর্ণিত সস্তা সরাইখানাটার নাম; যেখানে তিন-আঙুলে মানুষটাকে সর্বপ্রথম দেখা গিয়েছিল।

একটু আগে ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া ইচিইয়ানাগি পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ সেরে নিয়েছেন। তাই ইতোমধ্যে ঐ রহস্যময় তিন-আঙুলে মানুষটার কথা তার জানা হয়ে গিয়েছে। সাবুরোই তাকে প্রথম এর কথা উল্লেখ করেছিল। যখন সে জানতে পারলো যে অ্যানেক্সে তিন আঙুলওয়ালা হাতের ছাপ আবিষ্কার হয়েছে, সে সাথে সাথে ইনস্পেকটরকে সেলুনে শোনা গল্পটার কথা জানিয়ে দিয়েছে।

সাবুরোর মুখ থেকে সেলুনে শোনা গল্পটা শোনার সাথে সাথে ইসোকাওয়া কাওয়াদা'তে একজন পুলিশ অফিসার ডিসপ্যাচ করে দিয়েছিলেন। সেই অফিসার ভবঘুরে লোকটার চেহারাসুরত সম্পর্কে সবকিছু জেনে তার ব্যবহার করা গ্লাসটা নিয়ে ফিরে এলো। ওকামি-সান নাকি ঘেন্নায় আর গ্লাসটা ব্যবহারই করেননি। ব্যবহার না করার কারণে গ্লাসটায় তখনো সেই মানুষটার আঙুলের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া দ্রুত সেটাকে পাঠিয়ে দিলেন অ্যানালাইসিস করার জন্য।

সাবুরোর বলা গল্পটা যখন রিয়োসুকের স্ত্রী আকিকো'কে শোনানো হলো, তার নিজেরও বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার খানিক আগে রান্নাঘরে আসা অদ্ভুত চেহারার মানুষটার কথা মনে পড়ে গেল। পুলিশ তখন বুড়ি নাও'কে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। সেখান থেকে তারা বুঝতে পারলো যে, ঐ মানুষটাকেই তারা খুঁজছে। আকিকোর কাছ থেকে তারা এটাও জানতে পারলো যে, মানুষটা যে কাগজের টুকরা কেঞ্জো'কে পাঠিয়েছিল সেটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে কেঞ্জো তার কিমোনোর আস্তিনে গুঁজে রেখেছিলেন।

ডিটেকটিভেরা কেঞ্জোর পরে থাকা কিমোনোটা জোগাড় করে সেটার আস্তিন পরীক্ষা করে কাগজের টুকরাগুলো আবিষ্কার করলেন। এতক্ষণ ধরে ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া ও সার্জেন্ট কিমুরা সেটাই জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

"কিমুরা, মনে হচ্ছে কাজটা শেষের পথে। ঐ অংশে কোন টুকরাটা যাবে? না, ওটা না...এটা মনে হচ্ছে। এখন আর দুটা বাকি...এই তো...হয়ে গিয়েছে!"

সৌভাগ্যক্রমে কাগজটার একটা টুকরোও বাতাসে উড়ে যায়নি। তাই গোয়েন্দারা কাগজের টুকরাগুলো জোড়া লাগাতে সমর্থ হলেন। তবে গোটা কাগজটাতেই পেন্সিলের আঁকিবুঁকি দেখে তাদের ভ্রু কুঁচকে গেল।

"কী অদ্ভুত হাতের লেখা! কিমুরা, এটা প্রথম শব্দ?...কী লেখা, পড়তে পারছো?"

"স্যার, আমার মনে হয় শব্দটা হচ্ছে 'দ্বীপ' (島)।"

"দ্বীপ?...হুম, তুমি বলার পর এটাকে 'দ্বীপ' বলেই মনে হচ্ছে। 'দ্বীপের চুক্তি', তাই না? দ্বীপের চুক্তি...তারপর কী লেখা?"

"এরপর লেখা 'ছোটো'...বোধহয় 'অতি শীঘ্রই' বোঝাতে চেয়েছে স্যার।"

"হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। 'অতি শীঘ্রই'...শব্দটা কী 'সম্পন্ন করে ফেলা হবে'? এরপরের কিছুই তো পড়তে পারছি না।"

হাতের লেখাটা এমনিতেই অনেক বাজে ছিল, সেই সাথে কাগজটাকে দুমড়ে-মুচড়ে কুটিকুটি করে ফেলা হয়েছিল। তাই গোটা লেখাটার অর্থ উদ্ধার করতে অনেক সময় লেগে গেল। তারপরেও দুজন মিলে অনেক খাটাখাটনি করে কাগজের লেখাটা অর্থ উদ্ধার করতে পারলেন।

দ্বীপের চুক্তিটা অতি শীঘ্রই সম্পন্ন করে ফেলা হবে। সেটাই আমরা ঠিক করেছিলাম—রাতের গভীরে অকস্মাৎ আক্রমণ কিংবা অন্য কোনো উপায়েই হোক, সেটার নিষ্পত্তি করা হবে—কারণ একটাই, আমরা সে চুক্তিটাই করেছিলাম।

প্রেরক,

যাকে তুমি 'চিরশত্রু' বলে ডাকো

পুলিশের গোয়েন্দা দু'জনই কাগজের লেখাটা পড়ে একদম থ হয়ে গেলেন।

"স্যার, এ তো একটা সতর্কবার্তা ছিল," অবশেষে কিমুরা মুখ খুললো। "খুন করার আগে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য অগ্রীম একটা নোটিশ।"

"তাই তো মনে হচ্ছে। এখানে যে হুমকি দেওয়া হয়েছে, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আর চিঠিটা হাতে পাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। ধুর! কেসটা তালগোল পাকিয়ে আরও বিদঘুটে হয়ে গেল।"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া হাতে আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো চিঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"চল মূল বাসভবনে গিয়ে এ ব্যাপারে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করি। এখানে 'দ্বীপের চুক্তি'র কথা বলা হয়েছে—আমাদের জানতে হবে কেঞ্জো কখনো কোনো দ্বীপে গিয়ে সময় কাটিয়ে এসেছে কিনা।"

ইনস্পেকটর যখন একজোড়া গেটা স্যান্ডেলে পা গলিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন কে যেন তার নাম ধরে ডাকলো। অ্যানেক্সের পশ্চিমদিকের প্রান্তে এক জুনিয়র ডিটেকটিভ

চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছিল, সেই ডাকলো তাকে।

"ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া, অনুগ্রহ করে এখানে আসবেন? একটা অদ্ভুত জিনিস খুঁজে পেয়েছি।"

"কী? আরও আবিষ্কার?"

জুনিয়র ডিটেকটিভ তাকে অ্যানেক্সের উত্তর পশ্চিম কোণে, মানে টয়লেটের এক্সটেনশনের কাছাকাছি নিয়ে গেল (কিছু মনে না করলে ৪৩ নম্বর পৃষ্ঠার স্কেচটার দিকে আরেকবার তাকান)। কে জানি সেখানে ঝরে পড়া পাতা ঝাড়ু দিয়ে স্তূপ করে জমিয়ে রেখেছে। সে একটা লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে পাতাগুলো সরিয়ে দেখাল।

"এটা দেখুন স্যার।"

ইনস্পেকটরের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল।

"সেকি, এটা কোতোর অংশ না?"

"ঠিক ধরেছেন স্যার। হারিয়ে যাওয়া সেই কোতো ব্রিজ। কেউ এখানে সেটা ফেলে রেখে গিয়েছে। মনে হচ্ছে খুনি এদিক দিয়েই পালিয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, সে হয়তো টয়লেটের জানালা দিয়ে সেটা এখানে ছুঁড়ে ফেলেছে। কিন্তু জানালাগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম, প্রত্যেকটা জানালায় সরু, ঘন তার দিয়ে জানালাগুলোকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কোনোমতেই ঐ ছোটো ফুটোগুলো ব্যবহার করে সেটা বাইরে ফেলা সম্ভব নয়। তাছাড়া ঐ চৌকাঠের ওপরের কাঠের তৈরি রানমা দিয়ে কোতো ব্রিজটাকে বাইরে ফেলাও অসম্ভব। ঐ কাঠের ছোটো ফাঁকা জায়গাটা ব্যবহার করে হয়তো কোতো ব্রিজটা বের করা যাবে, কিন্তু টয়লেটের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে সেটা অন্য কোথাও পড়ে যেত। আরও একটা ব্যাপার আছে। পাতার নিচে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় এটা একদম ভিজেনি। তাই কোতো ব্রিজটাতে রক্তাক্ত আঙুলের ছাপ এখনো দৃশ্যমান।"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া গোটা পরিস্থিতিটা ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলেন। শাটার, চৌকাঠের ওপর রানমা ও টয়লেটের জানালাগুলো দেখার পর তিনি বুঝতে পারলেন, জুনিয়র ডিটেকটিভের কথাই ঠিক।

"ঠিক আছে। ব্যাপারটা তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম। অ্যানালাইসিস করার জন্য পাঠিয়ে দাও। আর কিছু?"

"হ্যাঁ, স্যার। এই যে, এখানে আসুন।"

জুনিয়র ডিটেকটিভ তাদেরকে বিশাল কর্পূর গাছটার কাছে নিয়ে গেল।

"এই যে দেখুন স্যার," সে গাছটার শাখাপ্রশাখার দিকে ইঙ্গিত করে দেখাল। "ঐ যে, নিচ থেকে তিন নম্বর শাখাটা দেখতে পারছেন? ওখানে একটা কাস্তে আটকে রয়েছে। আমি গাছ বেয়ে ওটা টেনে বের করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওটা খুবই

শক্তভাবে গাছটায় আটকে রয়েছে, তাই বের করতে পারিনি। তবে কাস্তের বাঁটটায় একটা গার্ডেনিং কোম্পানির নাম খোদাই করা।"

"হয়তো বাগানের মালি ওটার কথা ভুলে গিয়েছিল।"

"হ্যাঁ, আশপাশ দেখে মনে হচ্ছে যে সম্প্রতি বাগানের পরিচর্যা করা হয়েছে। কিন্তু এরকম গাছের পরিচর্যা? কাঁচি-টাচি থাকলে না হয় মানা যেত, কিন্তু একটা কাস্তে? সেজন্যই ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে।"

"বুঝতে পেরেছি।"

ইনস্পেকটর চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলেন।

"কাস্তেটা আপাতত ওখানেই থাকুক। আর...কী যেন ছিল?...ও হ্যাঁ, কোতো ব্রিজটাকে স্টেশনে নিয়ে যেতে ভুলো না। আর সতর্কতার মার নেই, পারলে আরেকবার আশেপাশে চোখ বুলিয়ে যেও।"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া এবার মূল বাসভবনের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। গিয়ে দেখলেন, ইচিইয়ানাগি পরিবারের সব সদস্য বসার ঘরে একত্রিত হয়েছে। গিনজোও ঘরের এক কোণায় বসে পাইপ ফুঁকছিলেন। সকালবেলা পোস্টঅফিস থেকে ফিরে আসার পর থেকে ঠিক ঐ অবস্থানেই তিনি বসে আছেন। কারো সাথেই কথাবার্তা বলতে চাচ্ছেন না। ওখানে বসে বসে নিঃশব্দে পাইপ টানতে টানতে অন্যদের ফিসফিসানি শুনছিলেন। কোনোপ্রকার রাখঢাক না রেখে তিনি প্রকাশ্যেই সবার ভাবভঙ্গি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করছিলেন। তার এভাবে বসে থাকার কারণে ইচিইয়ানাগি পরিবারের সদস্যদের কাছে গোটা পরিবেশটাই বর্ষাকালের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতো থমথমে লাগছিল। বিশেষ করে রিয়োসুকে ও সাবুরোকে দেখে মনে হলো তারা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে : তাদের দিকে তাকালেই তারা দ্রুত অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল।

কেবলমাত্র সুজুকোর চোখেই এই বুড়ো মানুষটার ক্রুদ্ধ চেহারার পেছনের ভেতরের নম্র ও দয়ালু দিকটা ধরা পড়েছিল। সে তার সাথে ভালোভাবেই আচরণ করছিল, এখন সে তার কোলেই মাথা রেখে শুয়ে ছিল।

"গিনজো চাচা," সে তার আঙুল টেনে বলল। "তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।"

গিনজো সুজুকোর দিকে একটু বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন।

"গতকাল মাঝরাতে আমি একটা কোতো বাজাতে শুনেছিলাম। প্রথমে সেটা প্লিং প্লাঙ্ক থ্রাম থ্রাম আওয়াজ করেছিল, যেন কেউ পাগলের মতো কোতোর প্রত্যেকটা তারে টান দিচ্ছে। তারপর দ্বিতীয়বার পিং পিং টাইপ শব্দ আমার কানে এলো, যেন কেউ একটা একটা করে তারে টান দিচ্ছে। মনে আছে, গিনজো চাচা?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"আসলে গতকালকের আগের দিন সন্ধ্যায়ও আমি ঠিক একইরকম শব্দই শুনেছিলাম।"

গিনজো এবার অবাক দৃষ্টিতে সুজুকোর দিকে তাকালেন।

"সুজুকো-সান, তুমি যা বলছো তা কি সত্যি?"

"অবশ্যই সত্যি। আর শব্দটা অ্যানেক্স থেকে আসছিল।"

"তার মানে দুইরাত আগে তুমি অবিকল সেই পাগলের মতো তার টানাটানি করা থ্রাম থ্রাম শব্দ শুনেছিলে?"

"না, ওরকম নয়। হুম, শুরুর দিকে হয়তো ওরকমই ছিল, কিন্তু শুরুর দিকে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ঐ রাতে আমি কেবল 'পিং পিং' শব্দটা শুনেছিলাম।"

"কখন শুনেছিলে, মনে আছে?"

"আমি ঘড়ির দিকে তাকাইনি। শব্দটা শুনে এতটাই ভয় পেয়েছিলাম যে, আমি চাদরের তলায় লুকিয়ে ছিলাম। কারণ, ঐ রাতে অ্যানেক্সে কেউ ছিল না। আর কোতোটা ওখানেই ছিল। গিনজো চাচা, এটা কি সত্যি যে বিড়ালেরা মারা গেলে ভূত হয়ে যায়?"

সুজুকোর প্রত্যেকটা কথা এভাবেই শেষ হতো। যখন মনে হতো সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে, অমনি সে কল্পনার জগতে লাফ দিয়ে ঢুকে যেত।

তা সত্ত্বেও গিনজোর মনে হচ্ছে, সুজুকো আসলেই কোতোর আওয়াজ শুনেছিল... নিশ্চয়ই এই তথ্যটার গুরুত্ব রয়েছে। সে যখনই সুজুকোকে প্রশ্ন করতে যাবে, ঠিক তখন ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া ভেতরে প্রবেশ করলো।

"সবার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে," ইনস্পেকটর বললেন। "কেঞ্জো-সান কি কখনো কোনো দ্বীপে সময় কাটিয়েছেন বলে আপনার জানা আছে?"

ইচিইয়ানাগির সদস্যরা একে অপরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করলেন।

"হুম...রিয়ো-সান, তোমার কী মনে হয়?" রিউজি জিজ্ঞেস করলেন। "সাম্প্রতিককালে কেঞ্জো তো বোধহয় কোথাও যায়নি, তাই না?"

"সেটা সাম্প্রতিক না হলেও চলবে," ইনস্পেকটর দ্রুত কথাটা যোগ করলেন। "অনেক দিন আগেকার ঘটনাও হতে পারে। তিনি কি কখনো কোনো দ্বীপে ঘুরতে গিয়েছিলেন? কয়েকদিন সময় কাটিয়ে এসেছিলেন বা এরকম কিছু?..."

"আচ্ছা, তাহলে সেটা সম্ভব। যুবক বয়সে আমার ভাই ভ্রমণ করতে ভালোবাসতেন। হেঁটে হেঁটে তিনি অনেক জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছেন। কিন্তু এর সাথে তার মৃত্যুর সম্পর্ক কোথায়?"

রিউজি'কে বিভ্রান্ত দেখাল।

"আসলে, আমরা ধারণা করছি যে, তার খুনের সাথে সেই দ্বীপের কোনো না

কোনো সম্পর্ক রয়েছে। যদি নির্দিষ্ট করে কোনো দ্বীপের কথা মাথায় আসে, তবে আমাদের কাজটা আরও সোজা হবে। এই যে, এখানে বলা দ্বীপটা।"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া তার হাতে থাকা আঠা দিয়ে জোড়া দেওয়া চিঠিটা তাদের সামনে তুলে ধরলেন।

"এখানে খুবই রহস্যময় একটা বার্তা লেখা রয়েছে। আমি পড়ে শোনাচ্ছি। যদি কোনো মানে বুঝতে পারেন তবে আমাকে জানাবেন।"

ইনস্পেকটর পুরো চিঠিটা জোরে জোরে পড়ে শোনালেন। শেষের অংশে, মানে 'তুমি যাকে চিরশত্রু মনে করো' অংশটায় আসতেই একটা ক্ষীণ চিৎকার শোনা গেল। সাবুরো চিৎকারটা করেছে। ইনস্পেকটরের তীব্র দৃষ্টি আর তার পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির চাপে পড়ে তার মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। তাকে দেখে মনে হতে লাগলো, অপরাধী ধরা পড়ে গিয়ে ছটফট করছে।

।। অধ্যায় ৭ ।।

আ স্ট্রাটেজি মিটিং...

সাবুরোর এরকম অদ্ভুত আচরণ রুমের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

"সাবুরো, তোমার কি এই চিঠি সম্পর্কে কিছু জানা রয়েছে?" বিরক্তমুখে রিউজি জিজ্ঞেস করলো।

সবার প্রখর দৃষ্টির চাপে সাবুরো যেন আরও সন্ত্রস্ত হয়ে গেল।

"আ-আমি..." সে তোতলাতে শুরু করলো। হাত দিয়ে মুছে নিলো কপালে জমে যাওয়া ঘামটা।

আরও তীব্র হলো ইনস্পেকটর ইসোকাওয়ার দৃষ্টি।

"সাবু-সান, আপনার যদি কিছু জানা থাকে তবে মুখ খুলুন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা।"

ইনস্পেকটরের গলার স্বর কঠোর হয়ে গেল। ফলে সাবুরো আরও কুঁকড়ে গেল। অবশেষে সে মুখ খুলল।

"চিঠির শেষের কথাগুলো...আমি আগেও দেখেছি। চিরশত্রু। হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত এটা আগেও একজায়গায় দেখেছি।"

"দেখেছ? কোথায় দেখেছ?"

"কেঞ্জোর অ্যালবামে। ওখানের একটা ছবির নিচে সেটা লেখা ছিল। আমার...না, কোনো নাম লেখা ছিল না। শুধু লেখা ছিল 'আমার চিরশত্রু'...প্রথম যখন ওটা দেখেছিলাম, আমার কাছে খুবই অদ্ভুত লেগেছিল, তাই আমার সাথে সাথে মনে পড়ে গেল।"

ইতোকো ও রিয়োসুকে সবার অলক্ষে একে অপরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করলেন। রিউজির মুখে চিন্তার ছাপ পড়লো। ঘরের কোণা থেকে গিনজো সবার মুখভঙ্গি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন।

"আপনি যে অ্যালবামের কথা বলছেন, সেটা এখন কোথায়?"

"তার স্টাডিতেই পাওয়ার কথা। আমার ভাই সাধারণত তার জিনিসপত্র অন্য কাউকে ধরতে দিতেন না। হুট করে ছবিটা আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল।"

"ম্যাডাম, আশা করি আমাকে স্টাডিরুমে ঢোকার অনুমতি দেবেন।"

"অবশ্যই। সাবুরো-সান, ইনস্পেকটরকে সেখানে নিয়ে যাও।"

"আমিও যাচ্ছি," রিউজি সিট থেকে উঠে দাঁড়ালেন। গিনজো নিজেও উঠে দাঁড়িয়ে তাদেরকে অনুসরণ করা শুরু করলেন।

কেঞ্জোর স্টাডিরুমটা ছিল মূল বাসভবনের প্রবেশদ্বারের ঠিক বামদিকে, অন্য ভাষায় দালানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। পাশ্চাত্যের ধাঁচে বানানো—২০০ বর্গফুট, মানে ১২টা টাটামি ম্যাট সেখানে আটানো যাবে। তবে সেটাকে একটা পাতলা দেওয়াল দিয়ে পার্টিশন করে দেওয়া হয়েছিল। ছোটো জায়গাটাকে সাবুরো নিজের স্টাডি হিসাবে ব্যবহার করে। তার ভেতরে ঢোকার জন্য ঘরের উত্তরদিকে আলাদা একটা দরজাও ছিল। মানে কেঞ্জো প্রায় আট টাটামি কিংবা ১৪০ বর্গ ফিটের মতো জায়গা নিজের জন্য রেখেছে। পূর্ব ও উত্তর দিকের দেওয়ালগুলোতে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বইয়ের তাক লাগানো ছিল। আর তাকগুলোতে অসংখ্য বিদেশি ভাষার বই রাখা হয়েছিল ঠাসাঠাসি করে। দক্ষিণ দিকের জানালার ঠিক নিচেই একটা বড়োসড়ো ডেস্ক ছিল। আর মাঝামাঝি জায়গায় রাখা ছিল একটা কয়লাচালিত হিটার।

"সাবুরো-সান, অ্যালবামটা কোথায়?"

"এই যে, এই বইয়ের তাকটায় থাকার কথা...এখানেই কোথাও রয়েছে..."

কেঞ্জো যেসব জিনিস সবসময় ব্যবহার করতো, সেগুলো তার ডেস্কের বামদিকের এক বইয়ের তাকে সুবিধা মতো সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। ওখানে একটা ছবির অ্যালবাম, বেশ কয়েকটা ডায়ারি, কয়েকটা খবরের কাগজের কাটিং সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। সাবুরো হাত বাড়িয়ে অ্যালবামটা ধরতে গেল, কিন্তু চট করে ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া তাকে থামিয়ে দিলো।

"এক মিনিট দাঁড়ান।"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বইয়ের তাকে গুছিয়ে রাখা জিনিসগুলো সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন।

দেখা যাচ্ছে, কেঞ্জো তার ডায়ারি লেখার ব্যাপারে বেশ খুঁতখুঁতে ছিল। সেই ১৯১৭ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত (মানে গত বছর পর্যন্ত) তার লেখা ২০টা ডায়ারি একদম ক্রমান্বয়ে সাজানো ছিল। আরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার, প্রত্যেকটা ডায়ারির সাইজ, বাইন্ডিং, কাগজের মান একই রকম ছিল। সবগুলো একই টোকিও কোম্পানির তৈরি। এর থেকে কেঞ্জো কী রকম মানুষ ছিল, তা একটু হলেও প্রকাশ পায়।

ইনস্পেকটর একদম ডায়ারির ভলিউমগুলোর কাছাকাছি মুখ নিয়ে সেগুলো দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর অন্যদের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালেন।

"সম্প্রতি কেউ গোপনে ডায়ারিগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। এই যে, এই তিনটা ভলিউম—১৯২৪, '২৫ আর '২৬। এই তিনটা বছরের ভলিউমগুলো ঠিকঠাকভাবে সাজানো নেই। আর হ্যাঁ, বাকি ভলিউমগুলোর ওপর ধূলার স্তর জমেছে, কিন্তু এই তিনটার ওপর ধূলা জমেনি। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে।"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া খুবই সাবধানে তিনটা ভলিউম বের করে আনলেন। তিনি ঘরের প্রত্যেককে ভলিউম তিনটা দেখালেন। গিনজোকে চোখ কুঁচকে দেখতে হলো, কিন্তু যা দেখলো তাতে চমকাতে বাধ্য হলো। প্রত্যেকটা ভলিউম থেকেই কেউ কাগজ হয় ছিঁড়ে, নাহয় কেটে নিয়েছে। বাইন্ডিংগুলো কোনোমতে ঝুলে আছে।

"দেখুন, এই কাগজগুলো সম্প্রতিই ছেঁড়া হয়েছে। আমাকে কেউ কি বলতে পারবেন, ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যবর্তী সময়টাতে কেঞ্জো'র বয়স কত ছিল?"

"কেঞ্জো এই বছর চল্লিশে পা দিলো, তার মানে ১৯২৪ সালে তার বয়স ছিল সাতাশ," রিউজি আঙুলে গুনে গুনে বের করলেন।

"তারমানে এই ডায়ারিগুলো ২৭ থেকে ২৯ বছরের মাঝামাঝি সময়ে লেখা হয়েছে। ঐ সময়ে সে কী করছিল?"

"সে কিয়োতোর ইউনিভার্সিটি থেকে ২৫ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছিল। এরপরের দুইবছর সে ওখানেই লেকচারার হিসাবে থেকে গিয়েছে। তবে শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হওয়ায় সে চাকরিটার ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাই চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরের তিন বছর সে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছিল। যদি আপনি ডায়ারিগুলো পড়েন, তাহলে সে সময়ের অনেক লেখা পাবেন।"

"তার মানে আপনি বলতে চাইছেন তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে যখন আরোগ্য লাভের চেষ্টা করছিলেন, সেই সময়ে এই ডায়ারিগুলো লেখা? কাগজগুলো কে ছিঁড়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। আর ছেঁড়া কাগজগুলো এখন কোথায়? লোকটা কোথায় সেগুলো লুকিয়ে রেখেছে? একটু আগেই বলেছি, এ কাজটা সম্প্রতি করা হয়েছে...কি, কোনো সমস্যা?"

শেষ কথাগুলো ইনস্পেকটর গিনজোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন। গিনজো তখন তার হাতের পাইপ দিয়ে হিটারটাতে জোরে জোরে টোকা দিচ্ছিল। ইনস্পেকটর সাথে সাথে গিনজোর কাজের অর্থটা ধরতে পারলেন। তিনি দ্রুত হেঁটে হিটারটার সামনে গিয়ে হিটারের সামনের ধাতব দরজাটা খুললেন। ভেতরটা দেখার পর সন্তুষ্টির স্বরে ঘোঁৎ করে উঠলেন। ভেতরে একগাদা পোড়া কাগজের অবশিষ্ট পড়ে আছে, কয়েকটা কাগজের টুকরো তখনো তাদের আসল রূপটা হারায়নি।

"এটা সর্বশেষ কবে পরিষ্কার করা হয়েছিল?"

"গতরাতে এখানে কিছু ছিল না," সাবুরো ভেতরটা উঁকি মেরে দেখার পর উত্তর দিলো। "আমি গতকাল সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এখানে বই পড়ছিলাম। আমি নিজেই বেশ কয়েকবার হিটারের ভেতরে কয়লা দিয়েছিলাম। তাই নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, তখনো ভেতরে কোনো কাগজ ছিল না।"

গিনজো সাবুরোর মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। তার মুখে অবশ্য কোনো অনুভূতির ছাপ পড়লো না। গিনজোকে তার দিকে প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে সাবুরোর মুখচোখ রক্তিমাভা ধারণ করলো।

"ঠিক আছে। আমি বাকিটা পরে ভালোভাবে দেখব," ইসোকাওয়া বললেন। "শুধু নজরে রাখবেন যেন কেউ এই পোড়া অবশিষ্টগুলোতে হাত না দেয়। যাকগে, সাবুরো-সান, আপনি বোধহয় এটার কথাই বলছিলেন।"

তাকটায় সবমিলিয়ে পাঁচটা ফটো-অ্যালবাম ছিল। প্রত্যেকটা অ্যালবামের স্পাইনে লাল কালিতে সাল লেখা ছিল। ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া '১৯২৩ থেকে ১৯২৬' লেখা অ্যালবামটা টেনে বের করে সেটা ডেস্কে রাখলেন। তারপর সাবধানে পাতা উল্টিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু দেখতে লাগলেন। পাঁচ কী ছয় নম্বর পাতায় পৌঁছানোর সাথে সাথেই সাবুরো বলে উঠলো, "ইনস্পেকটর, ঐ যে, ওটা। এই ছবিটার কথাই আপনাকে বলছিলাম।"

সে একটা বিজনেস-কার্ড আকৃতির ছবির দিকে ইঙ্গিত করছিল। ছবিটা বেশ পুরোনো। ম্লান হয়ে গেছে। কোণাগুলোরও বেহাল দশা। আশেপাশের সবগুলো ছবি কাঁচা হাতের তোলা, বোধহয় কেঞ্জো নিজেই সেগুলো তুলেছিল। কিন্তু যে ছবিটার কথা উঠেছে, সেটা নিশ্চিতভাবেই একজন দক্ষ ফটোগ্রাফারের তোলা। সাধারণত ইনিভার্সিটির অ্যাডমিশন পরীক্ষার আবেদনপত্রে এরকম ছবি দেওয়া হয়।

ছবিটাতে একজন তেইশ কী চব্বিশ বছর বয়সের এক যুবককে দেখা যাচ্ছে। একদম ছোটো করে চুলগুলো কাটা, আর পিতলের বোতাম দিয়ে আটকানো একটা স্ট্যান্ডআপ কলার দেওয়া শার্ট সে পরেছিল।

ছবিটার নিচে গাঢ় করে লেখা 'আমার চিরশত্রু'। লেখাটা যে কেঞ্জোর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লাল কালিতে লেখা অক্ষরগুলো বিবর্ণ হতে হতে বাদামি বর্ণ ধারণ করেছে।

"আপনারা কেউ কি বলতে পারবেন ছবির মানুষটা কে?"

রিউজি ও সাবুরো দুজনেই মাথা ঝাঁকালো। তাদের জানা নেই।

"সাবুরো-সান, ছবিটা দেখার পর আপনি কেঞ্জোকে এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করেননি?"

"আমি যদি ওরকম কোনো প্রশ্ন তাকে করতাম, তাহলে সে নিশ্চিতভাবেই রেগে যেত। আমি যে ওটা দেখেছি, তা ওকে ভুলেও জানাইনি।"

"আমার চিরশত্রু। চরম মাত্রার কথাবার্তা। এরকম কথা বলার মতো কোনো ঘটনার কথা কি আপনাদের মাথায় আছে?"

"আসলে আমার ভাই খুবই গোপনীয়তা রক্ষা করে চলা একজন মানুষ ছিলেন," রিউজি বলে উঠলেন। "তিনি কাউকে নিজের মনের ভেতরে ঢুকতে দেননি। যদি কোনো ঘটনা ঘটেও থাকে, তবে তিনি মনে হয় না আমাদের সাথে সে ব্যাপারে কথা বলতেন। বরং সেটাকে নিজের মধ্যে রাখতেন।"

"যাই হোক, আমি ছবিটা আপাতত ধার নিচ্ছি," ইনস্পেকটর বললেন। তিনি ছবিটা অ্যালবামের পাতা থেকে খুলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটা শক্তভাবে আটকে থাকায় আর টানাটানি করলেন না, পাছে ছিঁড়ে যায়। তাই একটা কাঁচি দিয়ে ছবিটার বাইরের দিককার পুরু কাগজটা কেটে সেটা তার নোটবুকে রেখে দিলেন।

★★★

যতদূর জানি, সেদিন সন্ধ্যায় এস-শহরের পুলিশ শহরে একটা মিটিং বসেছিল।

আমি স্বীকার করছি, পুলিশ মিটিং-এ আসলে কী হয় তা আমার জানা নেই। আমি কেবল ডাক্তার ক—এর নোট দেখে দেখে সে মিটিংয়ের সারসংক্ষেপটা জানতে পেরেছি। তাই মিটিং এ আসলে কী হয়েছিল, তা লেখার জন্য আমি কল্পনার আশ্রয় নিচ্ছি।

"...আর ডায়ারির পোড়া পাতাগুলো সম্পর্কে আমরা এটুকুই জানি।"

(বোঝাই যাচ্ছে, ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া কথা বলছেন)

"ইতোমধ্যে আমি জানিয়েছি যে, গতকাল সন্ধ্যায়, বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ইচিইয়ানাগিদের শাখা পরিবারের সদস্য আকিকো অ্যানেক্সে গিয়েছিলেন কেঞ্জোর খোঁজ করতে। সে সময় কেঞ্জো আকিকো'কে বলেছিলেন প্রত্যেকটা শাটার বন্ধ করে দিতে, তারপর দ্রুতগতিতে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তার কিছুক্ষণ পরেই আকিকো মূল বাসভবনে ফিরে আসে। কিন্তু কেঞ্জো তার আগে রওনা দেওয়া সত্ত্বেও তাকে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাচ্ছে দেখে বুড়ি কর্ত্রী, ইতোকো অধৈর্য হয়ে কেঞ্জোর খোঁজে আকিকোকে পাঠান। আকিকো দাবি করছে সে নাকি তার স্টাডিতে তাকে খুঁজে পেয়েছিল। সে নাকি কয়লার হিটারটাতে কী যেন পুড়াচ্ছিল।"

"আচ্ছা," চিফ ইনস্পেকটর কথার মাঝখানে বললেন। "তাহলে কেঞ্জো নিজেই

ডায়ারির পাতা ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলেছে।"

"ঠিক ধরেছেন। আমি শুনেছি যে, বিয়ের আগে মানুষজন এভাবে পুরোনো ডায়ারি, চিঠিপত্র পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু একদম বিয়ের অনুষ্ঠানের ঠিক আগমুহূর্তে এভাবে কাগজগুলো পোড়ানোর নিশ্চয়ই আলাদা কোনো কারণ রয়েছে। সহজ কথায়, যে কাগজটা আকিকো অ্যানেক্সে নিয়ে তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সেটা তাকে তার অতীতের কোনো কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। তাই তার মনে হয়েছিল তক্ষুণি সেসব ধ্বংস করে ফেলা উচিত।"

"আর এভাবেই তুমি ডায়ারির পাতা পুড়িয়ে ফেলার ব্যাখ্যা দিতে চাইছো?"

"জি। তিনি বেশ যত্নের সাথে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেছেন, যাতে সেখান থেকে কিছু বের করা না যায়। প্রায় প্রত্যেকটা কাগজই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতগুলো কাগজের মধ্যে কেবল পাঁচটা কাগজের টুকরাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এখন আমি জানি না কাগজের লেখাগুলো আমাদের কেসের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা, তবে আমি আপনাদের এই ছোট্ট অংশটুকু পড়ে শোনাবো। দুর্ভাগ্যবশত এটা কত তারিখে লেখা হয়েছিল তা পুড়ে গিয়েছে বিধায় বের করা সম্ভব হয়নি। তবে ধারণা করছি এটা ১৯২৫ সালের দিকে লেখা।"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া কাগজের টুকরাকে বের করে আনলেন। কাগজের লেখাগুলো প্রায় মুছে মুছে গিয়েছে, কিন্তু লেখাগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করছিল। ডাক্তার ফ— সেখানে যা যা লেখা ছিল, সবই সতর্কতার সাথে নোট করেছিলেন। আমি তার নোটটাই কপি করে দিচ্ছি।

১. ...সৈকতে যাওয়ার আগে নিত্যদিনের মতোই সেখানে গেলাম। ওফুইউ-সান কোতো বাজাচ্ছিলেন। আজকাল লক্ষ করছি যে, কোতোর মধুর শব্দটাও নৈরাশ্য বয়ে আনছে...

২. ...কুকুরটা, সেই নরপশুটা। তাকে আমি প্রচণ্ড ঘৃণা করি। সারাজীবন আমি ওকে ঘৃণা করে যাবো...

৩. ...ওফুইউ-সানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। দুঃখজনক, নিঃসঙ্গ একটা দিন। আজকেও দ্বীপটায় বৃষ্টি হচ্ছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়...

৪. ...আমি ভাবছি ওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাবো। এই অবর্ণনীয় ক্ষোভ। যখনই মনে পড়ে যে তাকে একাকী মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে,

আমার ইচ্ছা করে ওকে একদম টেনে ছিঁড়ে ফেলি। আমি ওকে আমার চিরশত্রু হিসেবে গণ্য করি এবং ওকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি, ঘৃণা করি...

৫. ...দ্বীপটা ছাড়ার আগে আমি শেষবারের মতো ওফুইউ-সানের কবরে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানিয়ে এলাম। সাথে করে কয়েকটা বুনো ক্রিসানথিমাম ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রার্থনা করার সময় হঠাৎ মনে হতে লাগলো যেন আমি কোতোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ...

"বুঝতে পেরেছি।"

চিফ ইনস্পেকটর নিজেই লেখাগুলো পড়লেন। তারপর নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন :

"মনে হচ্ছে, কেঞ্জো কোনো একটা দ্বীপে গিয়ে ওফুইউ-সান নামের একটা মেয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। এই ওফুইউ-সান আরেকজন পুরুষের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, যার কারণেই তার মৃত্যু ঘটে। তাই ঐ মানুষটা কেঞ্জোর 'চিরশত্রু' হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই আমাদের খুনি।"

"এখন পর্যন্ত তাই মনে হচ্ছে," ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া বললেন। "বোধহয় আরও বিশাল ও জটিল একটা কাহিনি এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে। যদি দ্বীপটা কিংবা মানুষটার নামও কোনোভাবে জানা যেত, তবে আমাদের অনেক সাহায্য হতো। কিন্তু ডায়ারির পাতাগুলো পুড়ে যাওয়ায় দুটোর একটাও বের করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা শুধু এটুকু জানি যে, ১৯২৫ সালে কেঞ্জোর বয়স ছিল পঁচিশ আর সে মাইল্ড কেসের নিউমোনিয়াতে ভুগছিল। সে নাকি সেতো ইনল্যান্ড সাগরের দ্বীপগুলোতে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছিল। আমি ইচিইয়ানাগি পরিবারের সবাইকেই দ্বীপটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। কিন্তু কেউই নাকি এ ব্যাপারে কিছু জানে না।"

"কিন্তু আমাদের কাছে তো ছবিটা আছে...ছবিটা নিয়ে সেই সরাইখানায় চলে যাও, যেখানে ঐ তিন আঙুলে মানুষটাকে প্রথম দেখা গিয়েছিল।"

"সবার আগেই সেটা সেরে ফেলা হয়েছে, স্যার। আমি ছবিটা সেখানকার ওকামি-সান, সরকারি কর্মচারি ও সেই মালগাড়ির চালককে দেখিয়েছি। তিনজনই শপথ করে বলেছেন যে, ছবির মানুষটা ও সেই তিন আঙুলে মানুষটা একই লোক। অবশ্য তারা এটাও বলেছে যে, ছবির তুলনায় সে অনেক বুড়ো ও চিকন হয়ে গিয়েছিল—যেন শরীর ভেঙে গেছে—আর হ্যাঁ, তার গালে নাকি একটা বড়ো কাটা দাগ ছিল। তাই সেটা তার চেহারা অনেকখানি পাল্টে দিয়েছিল। তারপরেও তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, ছবি ও তিন আঙুলে দুজনে একই মানুষ।"

"তাহলে সে সন্দেহটাও দূর হয়ে যাচ্ছে। আর সেই মানুষটা সরাইখানা থেকে চলে যাওয়ার পর আর কারো চোখে পড়েনি?"

"আসলে... চোখে পড়েছিল স্যার।"

এবার ডিটেকটিভ সার্জেন্ট কিমুরা মুখ খুলল।

"ঠিক ঐদিনই ইয়োসুকে তাগুচি নামের এক কৃষক তাকে দেখতে পেয়েছিল। সে ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনের কাছাকাছিই থাকে। সে দেখেছিল যে, মানুষটা মূল প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। বোধহয় সে নিজেই টের পেয়েছিল যে, এভাবে উঁকিঝুঁকি মারাটা সন্দেহজনক দেখাচ্ছে, তাই সে কৃষককে জিজ্ঞেস করেছিল হ—গ্রামে যাওয়ার রাস্তাটা কোন দিকে। উত্তরটা পেয়ে সে ঐদিকে হাঁটা শুরু করেছিল। ইয়োসুকে তার কাজে ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু কী যেন মনে হতে সে পিছে ফিরে তাকালো। সে দেখলো, মানুষটা বাসভবনের উত্তরদিকের কাছাকাছি খাঁড়া টিলাটায় কষ্টেসৃষ্টে ওঠার চেষ্টা করছে। এটুকু আন্দাজ করা যায় যে, সে ওখানে উঠে গোটা ইচিইয়ানাগিদের জায়গা-জমিটাকে একঝলক দেখে নিয়েছিল। এসব কিছুই সরাইখানা থেকে প্রস্থানের মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল।"

"তার মানে এটা ঘটেছিল ২৩ তারিখ সন্ধ্যায়? অর্থাৎ বিয়ের দুদিন আগে?"

"ঠিক ধরেছেন।"

"প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞেস করছি, ঐ রান্নাঘরে থাকা সবাইকে এবং কী যেন নাম বললে...ও হ্যাঁ, ইয়োসুকে তাগুচি'কে কি ছবিটা দেখানো হয়েছে?"

"অবশ্যই। কিন্তু সেটা তেমন কাজে লাগেনি। তারা সবাই-ই বলেছে যে, মানুষটার টুপির কারণে তার চেহারা আড়ালে রয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া নাক-মুখের ওপর মুখোশ পরে থাকায় ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে গিয়েছিল।"

চিফ ইনস্পেকটর সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে কেসটার সবকিছু ভেবে দেখতে লাগলেন। তারপর ডেস্কের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সেখানে কয়েকটা জিনিসপত্র সারি করে সাজানো ছিল।

১. একটা গ্লাস
২. একটা কাতানা তলোয়ার
৩. কাতানা তলোয়ারের খাপ
৪. তিনটা কোতো পিক
৫. একটা কোতো ব্রিজ
৬. একটা কাস্তে

তিনি জিনিসগুলো নিয়ে একে একে কথা বলা শুরু করলেন।

"ধরে নিচ্ছি গ্লাসটা ঐ সরাইখানা থেকে এসেছে? কোনো আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে ওতে?..."

ফরেনসিকের দায়িত্বে থাকা যুবকটা জবাব দিলো।

"আমি কি আমার রিপোর্টটা দেব? আমার কাছে একটা ছবি আছে। গ্লাসের মধ্যে পাওয়া দুই সেট আঙুলের ছাপ ছবিটাতে দেখতে পাবেন। প্রথম সেটটা ওকামি-সানের, তাই ধরে নিচ্ছি দ্বিতীয়টা ঐ তথাকথিত তিন আঙুলে মানুষটার। তলোয়ার, তলোয়ারের খাপে এবং কোতো ব্রিজটাতেও আমরা সেই একই ছাপ খুঁজে পেয়েছি। একই সাথে যোগ করছি যে, কোতো ব্রিজটার ছাপটা কিন্তু রক্তমাখা ছিল। তলোয়ার ও খাপে কেঞ্জোরও হাতের ছাপ পাওয়া গিয়েছে; কিন্তু কোতো ব্রিজটাতে কেবল খুনিরই আঙুলের ছাপ ছিল। আর কোতো পিকগুলোতে খুনিরই আঙুলের ছাপ পাওয়ার কথা, কিন্তু সেগুলো রক্তে এতটাই ভিজে গিয়েছিল যে আমরা সেখান থেকে কোনো ছাপ পরীক্ষা করে দেখতে পারিনি। আর দেখতেই পাচ্ছেন, কাস্তেটার বাট বেশ মজবুত কাঠের তৈরি, তাই সেখান থেকেও কোনো ছাপ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি।"

"কাস্তেটা কোথা থেকে এলো?"

"আমি ব্যাখ্যা করছি," ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া উঠে দাঁড়ালেন।

"ওটাকে অ্যানেক্সের বাড়ির বাগানে এক কর্পূর গাছে আটকে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, খুনগুলো সংঘটিত হওয়ার এক সপ্তাহ আগে একজন মালি বাগানে কাজ করে গেছে। তাকে আমরা কাস্তের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম। সে আমাদের জানিয়েছে যে, সে নাকি ওটা ফেলেই চলে এসেছিল। তবে কেউ যে কাস্তে নিয়ে গাছে উঠবে সেটা তার কাছে অভাবনীয় লেগেছে। মালির কথাকে সন্দেহ করার কোনো কারণ আমি দেখছি না। তাই এখন আমাদের সামনে আরও একটা প্রশ্নের উদয় হয়েছে—ওটা কেন গাছে আটকে ছিল আর কেনই বা ওটাকে এতটা ধারালো করে রাখা হয়েছিল। আমরা কাস্তেটাকে এখানে নিয়ে এসেছি। বলা যায় না, হয়তো পরে সেটা কাজে লেগেও যেতে পারে।"

"ধন্যবাদ। অনেকগুলো প্রশ্নই আমাদের সামনে জমা হয়েছে দেখছি। আর ঘটনাস্থলের হাতের ছাপের কী অবস্থা?"

"আমরা তিন জায়গায় খুনির হাতের ছাপ খুঁজে পেয়েছি। প্রথমটা পেয়েছি একটা স্টোরেজ ক্লজিটে। আমরা ধারণা করছি, খুন করার আগে সে ওখানেই লুকিয়ে ছিল। সেখানের ছাপগুলোয় কোনো রক্ত লেগে ছিল না। বাকি দুটো ছাপে রক্ত লেগে ছিল : একটা ছিল শাটারে, আরেকটা ছিল বড়ো ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের সাপোর্টিং পিলারে। শেষেরটা একদম চোখের সামনেই ছিল, কিন্তু সবার শেষে ওটা খুঁজে পাওয়া

দিয়েছে। প্রথম প্রথম আমরা ওটা দেখতে পাইনি কারণ কদিন আগে গোটা ঘরটাকে সিমেন্টের মতো লাল রং করা হয়েছে।"

"তার মানে এসব থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি যে, ঐ সময়ে অ্যানেক্সে খুনিও অবস্থান করছিল? এটা প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের একসাথে করা কোনো আত্মহত্যা নয়?"

"আত্মহত্যা?" ইনস্পেকটর ইসোকাওয়াকে দেখে মনে হলো সে বোকা বনে গেছে।

"বাদ দাও, ওটা আমার মতামত নয়," চিফ ইনস্পেকটর তাড়াতাড়ি যোগ করলেন। "আমার মনে হয় না কেউ নিজের হৃৎপিণ্ড তলোয়ার দিয়ে ফুটো করে তারপর সেই তলোয়ারটা ঘরের বাইরে বরফে ফেলে দিয়ে শাটারটা বন্ধ করতে পারবে।"

"কিন্তু স্যার...তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে, এরকম ভ্রান্ত ধারণা কারো মাথায় এসেছে? যদি আপনি ঘটনাস্থলের দিকে ভালোভাবে লক্ষ করেন, তবে এটা কোনোভাবেই আত্মহত্যা বলে মনে হবে না। প্রথমত, খুনির ব্যবহার করা অস্ত্রটা যেভাবে মাটিতে গেঁথে ছিল সেটার কথা ভাবুন। তারপর কোতো ব্রিজটা—এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে, খুনি পালানোর সময়ে ওটা ফেলে রেখে গেছে। যদি শাটারগুলো খোলাও থাকে, তারপরেও ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে (যেখানে তাদের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল) সেই কাতানা কিংবা কোতো ব্রিজটা ছুঁড়ে মেরে ওখানে পাঠানো সম্ভব নয়। এতকিছুর পরেও কেউ মনে করছে এটা আত্মহত্যা হতে পারে?"

"সেনো মনে করছে। ঐ লোক সবসময় আশা করে যেন কেসগুলো আত্মহত্যা বলে প্রমাণিত হয়। তাহলে তাকে আর টাকাপয়সা মেটানো লাগবে না।"

"টাকা মেটানো?...ও আচ্ছা, ঐ সেনো! বীমা কোম্পানির এজেন্ট। তো কেঞ্জোর কত টাকার বীমা করানো ছিল?"

"৫০ হাজার ইয়েন।"

"৫০ হাজার?!"

ইনস্পেকটরের এরকম প্রতিক্রিয়া কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তখনকার দিনে এরকম গ্রাম এলাকায় পঞ্চাশ হাজার ইয়েনকে বেশ মোটা অংকের টাকা হিসাবেই ধরা হতো।

"কেঞ্জো কবে বীমা করিয়েছিল?"

"পাঁচ বছর আগে।"

"পাঁচ বছর?...কিন্তু অবিবাহিত, নিঃসন্তান কোনো মানুষ কেন এত টাকার জীবনবীমা করাতে যাবে?"

"যা শুনলাম, কেঞ্জোর নাকি রিউজি নামের এক ছোটো ভাই রয়েছে। পাঁচ বছর আগে রিউজির বিয়েতে পুরো এস্টেটকে দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সাথে তুলনা করলে তৃতীয় ভাই সাবুরো যা পেয়েছিল, তা ছিল খুবই কম। এতে সাবুরো অনেক হইচই শুরু করায় কেঞ্জো এই জীবন বীমা করেছিল। আর সাবুরোকে সেই বীমার টাকার উত্তরাধিকারী বানিয়েছিল।"

"তার মানে সাবুরো এখন পঞ্চাশ হাজার ইয়েন পেয়ে যাবে।"

ব্যাপারটা কেন জানি ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া'কে খোঁচাতে শুরু করলো।

বিয়ের রাতে সাবুরো ইহেই দাদাকে তার বাড়িতে, মানে ক—গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল এবং সেখানেই রাতটা কাটিয়ে এসেছে। সোজা কথায় সাবুরোর সবচেয়ে বেশি অ্যালিবাই ছিল। অথচ সে ঘটনাস্থলের আশেপাশেও ছিল না। নাকি সে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজের গা ঢাকার চেষ্টা করছে?

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া বসে বসে গোঁফে তা দিতে দিতে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

।। অধ্যায় ৮ ।।

কোসুকে কিনদাইচি

দিনটা ছিল ২৭ নভেম্বর। সোজা করে বললে, ইচিইয়ানাগি পরিবারে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডের পরের দিন।

এক যুবক হাকুবি লাইনের **ন**—স্টেশনে নেমে ধীর গতিতে রাস্তা ধরে **ক**—শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো। বয়স পঁচিশ কী ছাব্বিশ হবে। গায়ের গঠন মোটামুটি, দেখতে খানিকটা ফ্যাকাশে ধরনের। তার অদ্ভুতুড়ে জামাকাপড় পরনে না থাকলে হয়তো তাকে আলাদা করে চেনাই যেত না। সে ম্যাচিং করে হাওরি (কিমোনোর ওপর পরা ঐতিহ্যবাহী খাটো সাইজের জ্যাকেট) জ্যাকেট ও ছোপ দিয়ে ডাই করা কিমোনো পরে ছিল, সাথে ছিল ডোরাকাটা ঐতিহ্যবাহী *হাকামা* (ঐতিহ্যবাহী জাপানিজ পোশাক, অনেকটা লুঙ্গির মতো পরা হতো) স্কার্ট। তবে হাওরি ও কিমোনো দুটোতেই ভাঁজ পরে গিয়েছিল। আর হাকামার মধ্যে সেই আগের মতো ভাঁজটা আর ছিল না। তার পায়ের নখ তার পরনের *টাবি* (ঐতিহ্যবাহী জাপানিজ মোজা) মোজা থেকে বেরিয়ে আসছিল। পায়ে দেওয়া কাঠের গেটা খড়মের সুতো জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, মাথার টুপিটারও বেহাল দশা...মোদ্দা কথা একটা অল্প বয়স্ক যুবকের চেহারা-সুরতের সাথে এরকম জামাকাপড় মানাচ্ছে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে কাপড়চোপড়ের ব্যাপারে একদম উদাসীন।

এই যুবক ছেলেটা **ত**—নদী পার করে **ক**—গ্রামে প্রবেশ করলো। তার বাম হাত পকেটেই ঢোকানো ছিল, আর ডান হাতে একটা ওয়াকিং স্টিক ছিল। তার হাওরি'র বুকের দিকটা একটু ফোলা ফোলা ছিল; দেখে মনে হচ্ছে সেখানে অনেকগুলো জার্নাল কিংবা নোটবুক ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে।

তখনকার দিনে টোকিওতে এরকম চরিত্র হরহামেশা দেখা যেত। ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটির আশেপাশের এলাকার বোর্ডিং হাউজগুলোয় কিংবা শহরের খারাপ এলাকাগুলোতে অবস্থিত লেখকদের রুমে এদের প্রায়ই ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। এই মানুষটাকেই গিনজো কুবো টেলিগ্রামের মাধ্যমে ডেকে পাঠিয়েছিল। যুবকের নাম হচ্ছে—কোসুকে কিনদাইচি।

গ্রামবাসীদের কাছে, এমনকি যারা এই কেসের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল, সবার কাছেই যুবকটা ছিল একটা ধাঁধার মতো।

"পুলিশ এতকিছুর পরেও যেখানে কিছু করতে পারেনি, সেখানে এই অল্প বয়েসি, বাউন্ডুলে ছোকড়াটা কীভাবে সেটা সম্ভব করে দেখালো? বোধহয় টোকিওর মানুষ, তাই ওভাবেই বেড়ে উঠেছে।" তৎকালীন সময়ে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে এই কথাটাই রটে গিয়েছিল।

এভাবেই আমি হোনজিন হত্যাকাণ্ড সমাধানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সেই তরুণের পরিচয় পেয়েছিলাম। তখন থেকে নানান সূত্রের মধ্য দিয়ে তথ্য জোগাড় করে সেগুলো জোড়া লাগাতে শুরু করেছিলাম। জোড়া লাগানো শেষে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম যে, এই বাউন্ডুলে, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষটার সাথে যেন অ্যান্থোনি গিলিংহামের চরিত্রিক দিক থেকে সাদৃশ্য ছিল। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আচমকা এরকম বিদেশি নাম আপনাদের দিকে ছুঁড়ে মারার জন্য আশা করি বিভ্রান্ত হবেন না। আমার প্রিয় ব্রিটিশ লেখক এ.এ. মিলনে'র লেখা ডিটেকটিভ উপন্যাস *'দ্য রেড হাউজ মিস্ট্রি'*-এর প্রধান চরিত্র হচ্ছে অ্যান্টোনি গিলিংহাম। অ্যান্টোনি গিলিংহাম নিজেও একজন নবীন ডিটেকটিভ ছিল।

মিলনে তার চরিত্র অ্যান্টোনি গিলিংহামকে পাঠকদের সাথে এভাবে পরিচয় করিয়ে দেন :

সে গল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্র, তাই গল্পে তাকে প্রবেশ করানোর আগে তার ব্যাপারে আমাদের কিছু জানাশোনা থাকা দরকার।

আমিও তার দেখানো পথটায় হাঁটবো বলে ঠিক করেছি। তাহলে কোসুকে কিনদাইচি'র চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যাক।

'কিনদাইচি' পদবীটা কিন্তু বেশ দুর্লভ; পাঠক নিশ্চয়ই সেটা শোনার সাথে সাথে একই পদবীওয়ালা আইনু (হোক্কাইদো ও রাশিয়ার মধ্যে বসবাসকারী অধিবাসী) স্টাডিজের বিখ্যাত এক স্কলারের কথা স্মরণ করে ফেলেছেন। আমার ধারণা অনুযায়ী এই কিনদাইচিদের নিবাস উত্তর-পূর্ব জাপানের তোহাকু প্রদেশে, কিংবা আরও দক্ষিণে অবস্থিত হোক্কাইদোতে। কোসুকে কিনদাইচি এ জায়গাগুলোর মধ্যেকার কোনো এক জায়গা থেকেই এসেছে। কোসুকে কথাবার্তা বলতো উত্তরের মানুষদের মতো। তার কথায় আঞ্চলিকতার টান বেশ ভালোভাবেই লক্ষ করা যেত। মাঝেমধ্যে কথা বলতে গিয়ে সে শুরু করতো তোতলানো।

উনিশ বছর বয়সে সে স্থানীয় একটা স্কুল থেকে পাশ করে বের হয়। উচ্চাশা নিয়ে

রওনা হয় টোকিওর উদ্দেশ্যে। একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় টোকিওতে এসে। বেশ কিছুদিন সে টোকিওর কান্দা'তে সময় কাটিয়ে এক বছর হওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, এখানে আর পড়া যাবে না। জাপানিজ ইউনিভার্সিটিগুলো নাকি তার কাছে অনেক বিরক্তিকর লেগেছে। সে সাথে সাথে টিকিট কেটে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার জন্য জাহাজে চেপে বসলো। সেখানে যাওয়ার পেছনে তার কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছিল না। তার ওপর আমেরিকাতে গিয়েও সে মন বসাতে পারলো না। শেষমেশ যাযাবরের মতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘোরা শুরু করলো। থালাবাসন ধোঁয়ার মতো কাজকর্ম করে সে নিজের পেট চালাতে লাগলো। একবার খেয়ালের বশে মাদকদ্রব্য নেওয়ার পর সে ধীরে ধীরে তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে।

যদি ওভাবেই তার জীবন চলতে থাকত, তবে ভীনদেশে পথ হারিয়ে ফেলা অন্যসব মাদকাসক্ত জাপানিজ অধিবাসীদের মতোই অবস্থা হতো তার। কিন্তু একদিন অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটায় তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। স্যান-ফ্রান্সিসকোর জাপানিজ কমিউনিটিতে এক বিখ্যাত ও বীভৎস খুন ঘটে গেল। অনেকদিন ধরেই সেটা কেউ সমাধান করতে পারছিল না। যখন কোসুকে কিনদাইচি নামের এক মাদকাসক্ত যুবকের চোখে এ কেসটা চোখে পড়লো, সে ঝটপট কেসটা সমাধান করে দিলো। অদ্ভুত ব্যাপার, তার অনুসরণ করা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের ফাঁকিবাজি কিংবা ধান্দাবাজি ছিল না। একেবারে শুরু থেকেই সে যুক্তি দিয়ে কেসে কাজ করা শুরু করেছিল। তার এহেন কাজকর্ম দেখে সেখানকার জাপানিজ কমিউনিটি একদম চমকে...না, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। একরাতের মধ্যেই সে সামান্য একজন মাদকাসক্ত থেকে বীরে পরিণত হয়েছিল।

এই ঘটনাটা যখন ঘটেছিল, তখন কাকতালীয়ভাবেই গিনজো কুবো স্যান-ফ্রান্সিসকোতে একটা কাজে এসেছিলেন। ওকাইয়ামা প্রদেশে দেওয়া তার ফলমূলের ফার্ম থেকে প্রাথমিকভাবে ভালোই লাভ হচ্ছে। তাই ব্যবসাটার আরও প্রসারের জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এক প্যাকেট করে সানকিস্ট ব্র্যান্ডের কিশমিশ খাওয়ার অভ্যাস ছিল। সেসব কিশমিশে বানাতে ব্যবহার করা আঙ্গুরের অধিকাংশই কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়াতে জাপানিজ কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত। গিনজোর মাথাতেও ঢুকে গেল, তাকেও এরকম জাতের আঙ্গুর জাপানে নিয়ে এসে চাষ করতে হবে। তাই নিজের চোখে সেই জাপানিজ কৃষকদের চাষ পদ্ধতি দেখার জন্য তিনি স্যান-ফ্রান্সিসকোতে চলে এসেছিলেন। এক সন্ধ্যায় স্থানীয় জাপানিজদের সাথে আলাপ সারতে গিয়ে তার সাথে কোসুকে কিনদাইচির পরিচয় হয়।

"তোমার কি মনে হয় না এখন এসব মাদকের অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া উচিত?

এসব ছাইপাঁশ বাদ দিয়ে অন্তত কোনো ধরনের পড়াশোনায় মন দিলেও তো পারো।"

"আমিও আজকাল তাই ভাবছি। এখন বুঝতে পারছি, মাদকদ্রব্যকে যেভাবে প্রচার করা হয় সেরকম আনন্দদায়ক কিছু নয়।"

"তুমি যদি সত্যি সত্যিই তা চাও তাহলে আমি তোমার পড়াশোনার খরচ দিতে রাজি আছি।"

"সেটা করলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব।"

সে গিনজোর সামনে মাথা নুইয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। ঐ সময়ে সে মাথা চুলকাতে থাকায় তার ঝাড়ুর মতো ঝাঁকড়া চুল আরও এলেমেলো দেখাতে লাগলো।

এর কিছুদিন পরেই গিনজো জাপানে ফিরে গেল। কিন্তু কোসুকে আরও তিনটা বছর সেখানে থেকে কলেজ পাশ করলো। তারপর জাপান ফেরার পর কোবে'তে নেমে সোজা ওকাইয়ামাতে গিয়ে তার পৃষ্ঠপোষকের সাথে দেখা করলো। এই মানুষটাকে ভালোবেসে সে 'চাচা' ডাকা শুরু করেছে।

"তাহলে..." গিনজো তাকে জিজ্ঞেস করলো। "কী করার সিদ্ধান্ত নিলে?"

"সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ডিটেকটিভ হবো।"

"ডিটেকটিভ?"

গিনজো উত্তরটা শুনে একটু চমকে গিয়েছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার তিন বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি ভাবলেন, মন্দ কী?...এই তরুণ কখনো সম্মানজনক কোনো পেশার সাথে নিজেকে জড়াবে না।

"আমি ডিটেকটিভ পেশার ব্যাপারে একদমই পরিচিত নই," সে স্বীকার করলো। "কিন্তু সিনেমাতে দেখেছি তারা হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস ও দৈর্ঘ্য মাপার ফিতা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।"

"না, আমি ওরকম কিছু করবো না।"

"তাহলে তুমি কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে?"

"আমি এটা ব্যবহার করবো।"

মুচকি হেসে কোসুকে তার মাথার দিকে ইঙ্গিত করলো। তার চুল এখনো আগের মতোই এলোমেলো হয়ে আছে। গিনজো তারিফের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

"মাথা খাটালেও কিন্তু কাজ শুরু করার জন্য কিছু মূলধন দরকার হবে।"

"তা ঠিক বলেছেন, চাচা। অফিসের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য হাবিজাবি কেনাকাটার জন্য আমার মোটামুটি তিন হাজার ইয়েনের মতো লাগতে পারে। আর থাকার খরচের জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন হবে। আমার মনে হয় না সাইনবোর্ড দেওয়ার সাথে সাথে আমার অফিসে খদ্দেরের ভিড় লেগে থাকবে।"

গিনজো পাঁচ হাজার ইয়েনের একটা চেক লিখে তার হাতে তুলে দিলেন। কোসুকে সেটা হাতে নিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালো। তারপর আর কথা না বাড়িয়ে সে টোকিওর উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। কিছুদিনের মধ্যে সে ঐ অস্বাভাবিক পেশার সাথে জড়িয়ে পড়ে।

স্বাভাবিকভাবেই কোসুকে কিনদাইচির ডিটেকটিভ এজেন্সি সাথে সাথে আলোর মুখ দেখা শুরু করেনি। মাঝেমধ্যে সে গিনজোকে চিঠি লিখত, তার অফিসটাকে নাকি একদম ভূতুড়ে শহরের মতো মনে হয়। সেখানকার একমাত্র বাসিন্দা (সে নিজে) ঝিমাতে ঝিমাতে সময় পার করে। মাঝেমধ্যে রিপোর্টস্বরূপ সেই চিঠিগুলো পড়ে গিনজো বুঝতে পারতেন না, সে কি সত্যি কথা বলছে, নাকি মজা করছে।

কিন্তু ডিটেকটিভ এজেন্সি খোলার ছ'মাসের মাথায় তার পাঠানো চিঠিগুলোর সুর পাল্টে যেতে শুরু করে। গিনজোর চোখে এই পরিবর্তনটা ভালোভাবেই ধরা পড়ে। তারপর একদিন সকালে, বিনা মেঘে বর্জ্রপাতের মতো খবরের কাগজে কোসুকের বিশাল একটা ছবি ছাপা হয়। সে আবার কী গণ্ডগোলের সাথে নিজেকে জড়ালো, এই ভেবে গিনজো পত্রিকা পড়া শুরু করলেন। কিন্তু পড়ার পর আবিষ্কার করলেন, কোসুকে কিনদাইচি একটা গুরুতর কেস সমাধান করে সারাদেশে হইচই ফেলে দিয়েছে। খবরের কাগজে তার অবদানের জন্য সম্মান জানানো হয়েছে তাকে। বিখ্যাত ডিটেকটিভের একটা উক্তিও তারা পত্রিকায় ছেপে দিয়েছে।

"পুলিশ পায়ের ছাপ ও আঙুলের ছাপ নিয়ে তদন্ত করে। আমি তাদেরই তদন্তের ফলাফল কাজে লাগিয়ে সেখান থেকে প্রাপ্য সব যৌক্তিক তথ্য জোড়া লাগিয়ে আমি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এটাই হচ্ছে আমার গোয়েন্দাগিরির পদ্ধতি।"

গিনজোর মনে পড়ে গেলো, কোসুকে বলেছিল সে অন্যদের মতো ম্যাগনিফাইং গ্লাস ও ফিতা ব্যবহার না করে তার মাথা খাটাবে। কথাটা মনে হওয়ায় তার মুখে সন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ পেল।

ইচিইয়ানাগিদের হত্যাকাণ্ডের সময় কোসুকে কেনই বা গিনজোর বাড়ি বেড়াতে এসেছিল? আসলে সেই একই সময়ে ওসাকা শহরে একটা গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, তাই কোসুকে'কে এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য টোকিও থেকে ডেকে আনা হয়েছিল। বেশ দ্রুত কেসটা সমাধান করে ফেলায় সে হুট করে সিদ্ধান্ত নিলো, ওকাইয়ামা প্রদেশে গিয়ে গিনজোর বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে আসবে। তারপর গিনজো ও কাতসুকো'কে বিয়ের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বিদায় জানানোর পর সে সিদ্ধান্ত নিলো, ক'টা দিন বিশ্রাম নেওয়া যাক। অন্তত গিনজো ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই থেকে

যাওয়া যাক। তাই গিনজোর টেলিগ্রাম হাতে পাওয়ার সাথে সাথে সে রওনা দিয়ে দিয়েছিল।

ওকাইয়ামার যেখানে গিনজো বাগান তৈরি করেছিল, সেখান থেকে ইচিইয়ানাগিদের বাসা কেবল মাত্র ২০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু যাতায়াতের ব্যবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। কোসুকে তামাশিমা রোড ধরে সানিয়ো রেলওয়ে লাইনে যেতে হলো, সেখান থেকে কুরাশিকিতে ট্রেন পাল্টে হাকুবি লাইন—অবশেষে হাকুবি লাইন ধরে সে *ন*—স্টেশনে পৌঁছাতে সক্ষম হলো। তারপর আরও আড়াই মাইলের মতো হাঁটতে হলো তাকে। এই পথ ধরেই গিনজো ও কাতসুকো বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিল।

কোসুকে তখন *ত*—নদী পার করে *ক*—শহরের প্রধান রাস্তার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এমন সময় বেশ কয়েকজনের চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ তার কানে এলো। বেশ কয়েকজন গালাগাল করছে চিৎকার করে। সামনের রাস্তাটা একটু বেঁকে গেছে। কী হয়েছে জানার জন্য সে দৌড়ে সেখানে চলে গেল।

বাঁক ঘুরতেই সে দেখতে পেল *ক*—শহরের বাজারের রাস্তায় একটা পাবলিক বাস সোজাসুজি একটা টেলিগ্রাফ পোলে গোত্তা মেরে বসেছে। আশেপাশে মানুষজনের ভিড় জমে গিয়েছে। আহত মানুষদেরকে বাস থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় কোসুকে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। আশেপাশের মানুষজনের কথাবার্তা শুনে সে জানতে পারলো যে, বাসচালক নাকি একটা মোষের গাড়িকে এড়াতে গিয়ে এই পোলে আঘাত করে বসেছে।

কোসুকে *ন*—স্টেশনে এই বাসটাই দেখে এসেছিল। এই বাসের প্রায় অর্ধেক যাত্রী তার সাথে একই ট্রেনে করেই স্টেশনে এসে নেমেছে। যদি সে এই বাসে চড়ে বসতো, তবে তাকেও এই দুর্ঘটনার শিকার হতে হতো। সে মাত্রই নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাতে জানাতে সরে পড়ছে, এমন সময় সে বাসের ভেতর থেকে একটা মহিলাকে বের হতে দেখলো। মহিলাকে সে আগেও দেখেছে।

একটু আগেই ব্যাখ্যা করেছি, কোসুকে সেদিন ভোরবেলাতেই তামাশিমা থেকে সানিয়ো রেললাইনে চলে এসেছিল। তারপর সেখান থেকে কুরাশিকিতে অবস্থিত হাকুবি লাইনে সে ট্রেন পাল্টে নিয়েছিল। এই মহিলাটাও কুরাশিকিতে এসে ট্রেন পাল্টিয়েছিল, কিন্তু তিনি কোসুকের একদম উল্টোদিক থেকে এসেছেন। তিনি কোসুকের ঠিক উল্টোপাশের সিটে বসেছিলেন। তাকে দেখে কোসুকের বেশ অস্থির মনে হয়েছিল।

দেখা গেল, মহিলাটা আসার সময় সাথে করে বেশ কয়েকটা স্থানীয় পত্রিকা নিয়ে এসেছেন। সেগুলো স্তূপাকারে তার কোলের ওপর রাখা ছিল। তিনি বেশ মনোযোগ

সহকারে পত্রিকাগুলো পড়ছিলেন। কোসুকে লক্ষ করলো, মহিলা কেবল ইচিইয়ানাগি পরিবারের হত্যাকাণ্ডের খবরগুলোই মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। ব্যাপারটা দেখার পর সে আড়চোখে মহিলার দিকে তাকালো। মহিলার বয়স খুব বেশি হবে না, সাতাশ কী আঠাশের ঘরেই তাকে স্বচ্ছন্দে ফেলে দেওয়া যাবে। তিনি একটা খুবই সাধারণ একটা কিমোনো ও বেগুনি রঙের হাকামা পরে ছিলেন। তার চুল বেণি করে রাখা সত্ত্বেও কোঁকড়া চুলগুলোকে তিনি শাসনে রাখতে পারেননি। তার তীর্যকভাবে তাকানোর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। তাকে দেখে মোটেই সুন্দরী বলা যাবে না। তবে তার মধ্যে আভিজাত্যের একটা ভাব ছিল, যার কারণে এই সাধাসিধে পোশাকেও তিনি মানিয়ে গিয়েছিলেন। কোসুকে মনে মনে আন্দাজ করে দেখার চেষ্টা করলো যে, তিনি বোধহয় কোনো মেয়েদের স্কুলের শিক্ষিকা।

কোসুকের হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল, কাতসুকোও তো এক মেয়েদের স্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে চাকরি করতো। হয়তো এই মহিলা কাতসুকোর সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকতে পারে। তার সাথে কথা বললে হয়তো কিছু তথ্য বের করা সম্ভব হবে। তবে মহিলার হাবভাবের মধ্যে একটা আত্মকেন্দ্রিক ভাব প্রকাশ পাচ্ছিলো। তার সাথে কথাবার্তার সুযোগ হওয়ার আগেই তারা *ন*—স্টেশনে পৌঁছে গেলেন। তাই সুযোগটা সে হারিয়ে ফেলেছিল।

এখন ভাঙা বাসের ভেতর থেকে যে মহিলাকে বের করা হচ্ছে, সে যে ঐ একই মহিলা সে ব্যাপারে তার আর কোনো সন্দেহ নেই। আরও লক্ষণীয় ব্যাপার, গাড়ির যাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তিনিই আঘাত পেয়েছেন। তাকে এতটাই ফ্যাকাশে আর নিথর দেখাচ্ছিল যে, কোসুকে মনে মনে ভাবলো সে তার সাথে যাবে কিনা। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে ভিড়ের গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে কানে একটা কথা প্রবেশ করতেই সে ওখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

"শুনেছ নাকি? লোকজন বলাবলি করছে, গতরাতে নাকি ইচিইয়ানাগিদের বাড়িতে তিন আঙুলে মানুষটা আবারো হাজির হয়েছিল।"

"তাই তো শুনছি। পুলিশেরা সেজন্য সকাল থেকেই উত্তেজিত হয়ে ঘোরাফেরা করছে দেখলাম। সাবধান—তারা নাকি এলাকাটাই ঘেরাও করে রেখেছে। এর মধ্যে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করলেই তারা তোমাকে সাঁই করে গারদে পুরে দেবে।"

"আমাকে এসব বলছো কেন? আমার তো পাঁচটা আঙুলই রয়েছে। তবে তোমার কথায় এখন মনে প্রশ্ন জাগছে, ব্যাটা গেল কোথায়?"

"বোধহয় এখান থেকে ছ—গ্রামের মাঝামাঝি যে টিলাগুলো রয়েছে, সেখানেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। শুনলাম, একদল যুবককে নাকি তার খোঁজে সেখানে পাঠানো হয়েছে। যাই হোক, খুবই খারাপ অবস্থা মনে হচ্ছে।"

"ঐ পরিবারটার ওপর যেন অভিশাপ বর্ষিত হয়ে সেটাকে তছনছ করে দিচ্ছে। সাকুয়ে সাহেবের যেভাবে মৃত্যু হলো...আর তাছাড়া রিয়োসুকের বাবা, মানে শাখা পরিবারের পূর্ববর্তী প্রধান হিরোশিমায় গিয়ে সেপ্পুকু (ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে আত্মহত্যা) করলেন?"

"ঠিক। আজকেই সে ব্যাপারে পত্রিকায় একটা কলাম দেখে এসেছি। শিরোনাম ছিল 'গোত্রের সবার রক্ত অভিশপ্ত' বা এরকম টাইপ কিছু। সত্যি বলছি, আমার সবসময় ঐ পরিবারকে দেখে মনে হয়েছে যেন অশুভ কিছু একটা ওদের ওপর ভর করে আছে।"

স্থানীয়রা যে অভিশাপের কথা বলাবলি করছিলেন, সেটার কথা আসলেই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। কোসুকে খুব ভালোভাবেই সে সম্পর্কে জানতো।

সাকুয়ে, মানে কেঞ্জো ও তার অন্য ভাইবোনের বাবা পনেরো কী ষোলো বছর আগে সুজুকোর জন্মের ক'দিন পরেই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক কোনো মৃত্যু ছিল না। সাকুয়ে খুবই নম্র ও সহানুভূতিশীল স্বভাবের মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু রাগলে একদম উন্মাদ হয়ে যেতেন। প্রায়ই নাকি জায়গাজমি নিয়ে তিনি একজনের সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়তেন। এই ঝগড়া অনেকদিন ধরেই চলে আসছিল। একদিন রাতে আর টিকতে না পেরে তিনি তার শত্রুকে একটা তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করে হত্যা করেন। সাকুয়ে নিজেও মারামারির সময় মারাত্মক আঘাত পায় এবং ঐ রাতেই তার মৃত্যু হয়।

গ্রামের বুড়োরা সেই ঘটনার সাথে বর্তমানের হত্যাকাণ্ডকে জড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো। এমনকি প্রমাণ হিসাবে তারা বলতে লাগলো, যে অভিশপ্ত মুরামাসা কাতানা দিয়ে সাকুয়ে তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করেছিল, ঠিক ঐ কাতানা দিয়েই কাতসুকো ও কেঞ্জোকে হত্যা করা হয়েছে। তারা বেহায়ার মতো দাবি করতে লাগলো, এই মুরামাসা কাতানাই পুরো ইচিইয়ানাগি পরিবারকে অভিশপ্ত করেছে। কিন্তু এর পেছনে বাস্তবে কোনো ভিত্তি ছিল না। সাকুয়ের ব্যবহার করা তলোয়ার ও সম্প্রতি হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত তলোয়ার দুটোই আলাদা ছিল। তাছাড়া ঐ ঘটনার পর সাকুয়ের ব্যবহার করা তলোয়ারটাকে একটা বোদাজি মন্দিরে দান করে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ রেকর্ড অনুযায়ী, কেঞ্জো ও কাতসুকো'কে যে কাতানা দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল সেটা ছিল একটা সাদামুরা কাতানা। তবে খবরের কাগজের সম্পাদকেরা যে এটায় উত্তেজিত হয়ে গিয়ে অভিশপ্ত রক্তের মতো শব্দ ব্যবহার করা শুরু করবে—সেটার জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ সাকুয়ের ছোটো ভাই হায়াতো, মানে রিয়োসুকের বাবা নিজেও ঐ তলোয়ারের হাতে নৃশংসভাবে মারা পড়েছিলেন।

হায়াতো ইচিইয়ানাগি একজন মিলিটারি ছিলেন। ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-

জাপানিজ যুদ্ধের সময় তিনি হিরোশিমায় একজন ক্যাপ্টেন হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু সেখানকার এক স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে যাওয়ার পর তিনি সেপ্পুকু করে নিজের জীবন অবসান ঘটান। তখন হয়তো ব্যাপারটা অনেকের কাছে প্রশংসনীয় লেগেছিল। তার কর্তব্যবোধ ছিল বলেই তিনি হয়তো এ কাজটা করেছিলেন। কিন্তু এরকম সামান্য জিনিসের জন্য এভাবে সেপ্পুকু করাটা খুব বেশি বেশি হয়ে গিয়েছিল, অন্তত লোকের তাই ধারণা। এতটা সামান্য ব্যাপারে তিনি আত্মহত্যা করতে রাজি হয়েছিলেন—এ থেকে বোঝা যায় তার মানসিক অবস্থা খুব খারাপ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তার এই আত্মহত্যার মূল কারণ হিসাবে চরিত্রের দোষের কথা উল্লেখ করা যায়। সংক্ষেপে বললে, ইচিইয়ানাগি পরিবারকে তাদের বংশের বেয়াড়া, একগুঁয়ে, উদ্ধত পুরুষদের জন্য কয়েক প্রজন্ম ধরে ভুগতে হয়েছে।

সেটা আপাতত সরিয়ে রাখি। কোসুকে কিনদাইচি এই প্রথমবারের মতো জানতে পারলো যে, তিন আঙুলে মানুষটা আবার ইচিইয়ানাগিদের আবাসস্থলে গিয়ে হানা দিয়েছে। তার জানা ছিল যে, তার আর বেশিক্ষণ ক—শহরে থাকা যাবে না। কী কী ঘটেছে, তাকে সব জানতে হবে। সে সিদ্ধান্ত নিলো, আহত মহিলাকে সাহায্য করাটা আপাতত মুলতবি থাক। তবে সে নিশ্চিত হয়ে জেনে নিলো যে, মহিলাকে স্থানীয় কিউচি হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। তারপর সে ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনের উদ্দেশ্যে জোরে হাঁটা শুরু করলো।

।। অধ্যায় ৯ ।।

বিড়ালের কবর...

দুপুরের খানিক আগেই ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনের সামনে উপস্থিত হলো কোসুকে কিনদাইচি। প্রবেশদ্বারের আশেপাশে মানুষজন ভিড় করেছিল। সব জায়গাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল পুলিশ।

কোসুকে যখন এসে হাজির হলো, তখন স্বাভাবিকের মতো ইচিইয়ানাগি পরিবার তাদের বসার ঘরে জমায়েত হয়েছিল। গিনজো পূর্বের মতোই ঘরের কোণে বসে ছিলেন। কোসুকে'র নাম শুনতে পেয়ে বুড়ো মানুষটার গায়ে যেন শক্তি ফিরে এলো। তিনি ঝড়ের বেগে তার বন্ধুকে স্বাগত জানানোর জন্য ছুটে গেলেন।

"তোমাকে দেখতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে।"

গিনজোর মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো। পরিস্থিতি বিবেচনা করলে হাসিটাকে কিন্তু বেশ দৃষ্টিকটু লাগছে।

"চাচা, আমি অত্যন্ত দুঃখিত..."

"এখন ওসব নিয়ে ভেবো না। ভেতরে এসো। সবার সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।"

আগের দিন সন্ধ্যায় ইচিইয়ানাগিদের সামনে গিনজো ঘোষণা করেছিল যে, পরের দিন কোসুকে কিনদাইচি এখানে এসে হাজির হবে। তাই তারা এই বিখ্যাত মানুষটাকে চাক্ষুষ দেখার জন্য বেশ আগ্রহী ছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে মানুষটা তাদের সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে মোটেই বিখ্যাত গোছের কোনো মানুষ মনে হচ্ছে না। অপরিচ্ছন্ন চেহারার এক যুবক। বয়সে সাবুরো'র থেকে খুব বেশি বড়ো হবে না। মাথায় পাখির বাসার মতো উশকোখুশকো চুল। সবাইই হতচকিত হলেও সুজুকো নিজেকে সামলাতে পারলো না।

"কী! আপনিই সেই বিখ্যাত ডিটেকটিভ?" সে জিজ্ঞেস করলো।

একদম স্তম্ভিত মুখে কোনো কথা উচ্চারণ না করে বুড়ি কর্ত্রী ইতোকো, সাবুরো, রিয়োসুকে সবাই এই আজব মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলো। একমাত্র রিউজি'ই তাকে এতদূর আসার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর গিনজো কোসুকে'কে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আগের রাতের ঘটনা যতটুকু সম্ভব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। কোসুকে অবশ্য ইতোমধ্যে পত্রিকা থেকে খানিকটা জেনে এসেছে। তবে গিনজোর কথা থেকে আরও অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেল। পরিস্থিতি সংক্ষেপে গুছিয়ে বলা শেষ করে গিনজো সাথে যোগ করলেন :

"...এই মুহূর্তে সবাই বিশ্বাস করছে যে, এই রহস্যময় তিন আঙুলে মানুষটাই কেঞ্জো ও কাতসুকো'কে খুন করেছে। কিন্তু এর মধ্যে অনেক কিছুই আছে যা আমি বুঝতে পারছি না। প্রথমত, রিউজি—সে খুন হওয়ার পরের দিন সকালে সাবুরো'র সাথে এখানে এসে হাজির হয়েছিল। সে অযুহাত দেখিয়েছিল যে, সে এই মাত্র কিউশু থেকে সোজা এখানে এসেছে। কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারবো যে, একদিন আগে আমি যখন কাতসুকো'কে সাথে নিয়ে তামাশিমা থেকে রওনা দিয়েছিলাম, সেও ঐ একই ট্রেনে ছিল।"

কোসুকে মৃদুস্বরে শিস বাজিয়ে উঠলো।

"তারমানে সে যে খুনের সময় আশেপাশের এলাকাতেই ছিল, সে কথাটা লুকানোর চেষ্টা করছে।"

"একদম ঠিক। সে জানে না যে, আমি তাকে ট্রেনে দেখে ফেলেছি। কিন্তু আমি একদম নিশ্চিত যে, সে ২৫ তারিখ রাত থেকে শুরু করে ২৬ তারিখ সকাল পর্যন্ত এখানেই কোথাও ছিল। কিন্তু আমার প্রশ্ন...কেন? যদি সে সত্যিই ২৫ তারিখ রাতে এখানে উপস্থিত হয়েই থাকে, তবে সে তার বড়ো ভাইয়ের বিয়েতে কেন এলো না? এটাই আমার মাথায় ঢুকছে না।"

গিনজো রাগান্বিত দৃষ্টিতে বসার ঘরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"শুধু রিউজিই নয়!" তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না, "এই বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ অদ্ভুত। কেন জানি মনে হচ্ছে সবাই মিলে কিছু একটা লুকাচ্ছে। হয় তারা একে অপরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, কিংবা একে অপরকে সন্দেহ করছে। পুরো বাড়িতেই যে এই সন্দেহজনক আবহাওয়া তৈরি হয়েছে, সেটা আমার নজর এড়ায়নি।"

কোসুকে তার প্রত্যেকটা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। সে লক্ষ করলো, গিনজোর প্রত্যেকটা কথার মধ্যে প্রচণ্ড রাগ মিশে ছিল।

"যাই হোক, চাচা," তার মাথায় যেন এইমাত্র প্রশ্নটা এসেছে এরকমভাবে সে বলে উঠলো, "আসার পথে লোকজনকে বলাবলি করতে দেখলাম যে, গতরাতেও নাকি তিন আঙুলে মানুষটা এখানে হানা দিয়েছিল—কথাটা কি সত্যি? কোনো অদ্ভুত কিছু ঘটেছে নাকি?"

"হ্যাঁ, এসেছিল। আর হ্যাঁ, সেটা খুবই অদ্ভুত একটা ঘটনা ছিল। একমাত্র

সুজুকোই তাকে দেখেছে।"

"কী হয়েছিল?"

"আসলে, সুজুকোর কথাবার্তায় খুব একটা বিশ্বাস রাখা যায় না তো...আমার ধারণা...না, সেটা দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে আমার ধারণা, সে একজন স্লিপওয়াকার, যার ঘুমের ঘোরে হেঁটে বেড়ানোর অভ্যাস আছে।"

"স্লিপওয়াকার?"

কোসুকের আগ্রহ বেড়ে গেল।

"হ্যাঁ। তা না হলে অত রাতে ঘুম থেকে উঠে কেউ তার বিড়ালের কবর দেখতে যায়?"

"বিড়ালের কবর?"

কোসুকের মুগ্ধতা আরও বেড়ে গেল। সে আনন্দে হাসতে শুরু করলো।

"চাচা, অসাধারণ সব কথাবার্তা। স্লিপওয়াকার আর বিড়ালের কবর। ধীরে ধীরে সবকিছু একদম ভূতের গল্প হয়ে যাচ্ছে দেখছি! আরও বলো।"

"না না, আমার বলায় ভুল হচ্ছে তার মানে। আসলে হয়েছিল কী..."

গিনজো ব্যাখ্যা করলেন যে, গতরাতে—না গতরাতে না ঠিক, আজ ভোরের দিকে ইচিইয়ানাগিদের সবাইকে আরেকটা বীভৎস চিৎকারের কারণে জেগে উঠতে হয়েছে। সে রাতের ঘটনা থেকে শিক্ষা হওয়ায় গিনজো চিৎকারটা শোনার পর আর একমুহূর্ত দেরি করেননি। তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে সবার আগে ঘরের শাটারটা খুলে দিয়েছিলেন। অ্যানেক্সের বাড়ির দিক থেকে একটা অবয়ব তার ঘরের দিকেই হুমড়ি খেতে খেতে ছুটে আসছিল।

গিনজো খালি পায়েই সেদিক বরাবর ছুটে গিয়ে সুজুকো'কে ধরে ফেলেছিলেন। সে তার হাতের মধ্যে বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে গেল। সুজুকো একটা পশমের তৈরি নাইটগাউন পরে ছিল। তার মুখচোখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, হাত-পা অল্প অল্প কাঁপছিল। তারও পা খালি ছিল।

"সুজুকো-চান, কী হয়েছে? এরকম সময়ে বাইরে কী করছো?"

"চাচা, আমি ওটাকে দেখেছি। ওটাকে দেখেছি। একটা ভূত। আমি একটা তিন আঙুলে ভূত দেখেছি।"

"একটা তিন আঙুলে ভূত?"

"হ্যাঁ, আমি দেখেছি। আমি দেখেছি। চাচা, আমার ভয় করছে, অনেক ভয় করছে। ঐ যে, ওটা ওখানে ছিল। তামা'র কবরের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল।"

ঠিক ঐ সময়েই রিউজি ও রিয়োসুকে দৌড়তে দৌড়তে সেখানে এসে হাজির হয়েছিলেন। কয়েকমুহূর্ত পর সাবুরোও সেখানে পৌঁছে গেল।

"সুজুকো, এই সময়ে তুমি বাইরে ঘোরাফেরা করছো কেন?" রিউজি রূঢ় গলায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"কিন্তু আমি...আ-আমি তামা'র কবরটা দেখতে গিয়েছিলাম। এমন সময়...এমন সময় হঠাৎ করে একটা তিন আঙুলে ভূত ওখানে এলো..."

ঐ সময়ে সুজুকো যেদিক থেকে দৌড়িয়ে এসেছিল, ঐদিক থেকেই বুড়ি ইতোকোকে ছুটে আসতে দেখা গেল। চিন্তিত মুখে তিনি সুজুকোর নাম ডেকেই যাচ্ছিলেন। সুজুকো আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, সে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের দিকে ছুটে গেল। চারজন পুরুষ একে অপরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর গিনজো মুখ খুললেন।

"চলুন। ওখানে যেয়ে দেখে আসি।"

কারো উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি হাঁটা ধরলেন।

"আমি...আমি একটা লণ্ঠন নিয়ে আসছি।"

সাবুরো দৌড় দিলো। কিন্তু একটু পরেই লণ্ঠন হাতে সে অন্যদেরকে ধরে ফেলতে সমর্থ হলো।

ইচিইয়ানাগিদের বিশাল বাসভূমির একদম উত্তর-পূর্ব দিকে অ্যানেক্স ও মূল বাসভবনকে আলাদা করা বেড়া থেকে শুরু করে একদম সীমানা পর্যন্ত ওক গাছ ও জাপানিজ এলম গাছ একদম ছোটোখাটো উপবনের মতো ঘন হয়ে গজিয়েছিল। এসব গাছপালার আশেপাশে ঝরাপাতা স্তূপাকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এসব পাতার স্তূপের মধ্যেই হাতে খোঁড়া একটা মাটির ঢিপির মতো কবর দেখা যাচ্ছিল। কাঁচা অক্ষরে মার্কার দিয়ে সেখানে লেখা—*তামা'র কবর*। আর এই মার্কারের পাশে তিন কী চারটা সাদা রঙের ক্রিস্যানথিমাম ফুল পুঁতে দেওয়া হয়েছে।

চারজন মিলে আশেপাশের খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু কোনো ধরনের রহস্যময় চরিত্র তাদের চোখে পড়লো না। তারা সাবুরোর আনা লণ্ঠন দিয়ে মাটিতে কারো পায়ের ছাপ রয়েছে কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখলো। কিন্তু পাতার ঘন স্তূপের মধ্যে আসলে এরকম কিছু খুঁজে পাওয়াই ভার। শেষমেষ তারা আলাদা হয়ে গিয়ে পুরো বাড়ি খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু কোনো ধরনের অনধিকার প্রবেশকারী তাদের চোখে পড়লো না।

"অবশেষে আমরা বসার ঘরে ফিরে গিয়ে সুজুকো'কে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করলাম। আমরা তার মুখ থেকে কিছু নির্দিষ্ট কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু সে খালি আবোল-তাবোল বকতে লাগলো। সে দাবি করছিল সে নাকি ঐ মাঝরাতে তামা'কে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ওখানে গিয়েছিল। কিন্তু ওরকম সময়ে সেটা করতে যাওয়াটা যে কারো চোখে অদ্ভুত মনে হবে। এখান থেকেই আমার বিশ্বাস,

মেয়েটা বোধহয় একজন স্লিপওয়াকার। আমার মনে হয় তার পোষা বিড়ালের অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণে সে মানসিকভাবে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। সেজন্যই ঘুমের ঘোরে সে রাতের বেলা হেঁটে হেঁটে কবরের কাছে চলে গিয়েছিল। ওখানে গিয়ে একটা রহস্যময় ব্যক্তি তার চোখে পড়তেই সেই ঘোরটা কেটে গিয়েছিল। সে বলছিল যে, সে নাকি এক রহস্যময় ব্যক্তিকে তার বিড়ালের কবরের কাছে হাঁটু ভাঁজ করে বসে থাকতে দেখেছে। আমার ধারণা, সে তখন আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে অবস্থান করছিল। লোকটার নাকি মুখটা মুখোশ দিয়ে ঢাকা ছিল, কিন্তু তার মুখের কাটা দাগটা সুজুকোর চোখে পড়ে যাওয়ায় সে চিৎকার করে পালাতে চেষ্টা করেছিল। ঐ সময়ে ঐ মানুষটা নাকি তাকে ধরার জন্য তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল, আর ঐ হাতে...ঐ হাতে নাকি তিনটা মাত্র আঙুল ছিল—অন্তত সুজুকো তাই দাবি করছে। আমি বোধহয় একটু আগেই বলেছি যে, মেয়েটার মাথায় একটু সমস্যা আছে। বয়সের তুলনায় তার বুদ্ধিশুদ্ধি কম। হ্যাঁ, তুমি তার কথাবার্তাকেই বানোয়াট বলে উড়িয়ে দিতে পারো, কিন্তু পরিবারের সব সদস্যদের মধ্যে আমি কেবল সুজুকো'কেই বিশ্বাস করি। এটুকু অন্তত জোর দিয়ে বলতে পারি, সে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলার চেষ্টা করবে না। তাই আমাদের ধরে নিতে হবে যে, সত্যি সত্যিই সে ঐ লোকটাকে দেখেছে। তাছাড়া গতরাতে যে তিন আঙুলে আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছিল, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে।"

"প্রমাণ? কী প্রমাণ?"

"ভোরবেলায় আমরা বিড়ালের কবরটার কাছে গিয়ে আরেকবার খোঁজাখুঁজি করেছিলাম। ভেবেছিলাম, সকালের আলোয় হয়তো এবার কোনো ধরনের পদচিহ্ন চোখে পড়বে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঝরাপাতার স্তূপের কারণে তখনো ওরকম কিছু চোখে পড়েনি। তবে আমরা আরও দরকারি একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি। আঙুলের ছাপ। ঠিক করে বললে তিনটা আঙুলের ছাপ।"

"ছাপগুলো কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?"

"কবরের মার্কারে। সেখানে তিনটা কাদামাখা আঙুলের ছাপ একদম স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো।"

কোসুকে ঠোঁটটা চেপে শিস দিয়ে উঠলো।

"আর ঐ আঙুলের ছাপগুলো কি আসলেই ঐ তিন-আঙুলে মানুষের ছাপ ছিল?"

"হ্যাঁ। একজন পুলিশ অফিসার সকালবেলা এসে আমাদের নিশ্চিত করেছিল, পূর্বে পাওয়া আঙুলের ছাপের সাথে এটা মিলেছে। তাই গতরাতেও যে তিন আঙুলে ঐ মানুষরূপী রাক্ষসটা ইচিইয়ানাগিদের বাড়িতে ঘোরাফেরা করছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

গিনজো ক্ষোভের দৃষ্টিতে কোসুকে'র দিকে তাকালেন। এত প্রমাণ পাওয়ার পরেও তার মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক সন্দেহ জমা হয়েছে।

"এই যে বিড়ালের কবরের মার্কারটা, এটা কবে লাগানো হয়েছিল?"

"গতকাল সন্ধ্যাবেলায়। বিড়ালটাকে কবর দেওয়া হয়েছিল গত পরশু সকালবেলায়, মানে বিয়ের দিন। সবাই ব্যস্ত থাকায় তখন কোনো ধরনের মার্কার দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই গতকাল সুজুকো একটা মার্কার বানিয়ে দেওয়ার জন্য আবদার করেছিল সাবুরোর কাছে। তারপর গতকাল বিকেলে সুজুকো ও তাদের বাড়ির চাকরানি কিয়ো গিয়ে মার্কারটা পুঁতে এসেছিল। কিয়ো শপথ করে বলছে, তখন নাকি কোনো ধরনের কাদামাখা আঙুলের ছাপ সেখানে ছিল না। তাছাড়া মার্কারটা খুবই সাধারণ, এবড়োথেবড়ো একটা কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছিল। কাজেই সেটাতে আগে থেকে কোনোধরনের আঙুলের ছাপ থাকলে সেটা চট করে তাদের চোখে পড়ে যেত।"

"তাহলে ঐ তিন আঙুলে মানুষটা গতরাতেও এখানে এসেছিল। কিন্তু এভাবে ফিরে আসার পেছনের কারণটা কী? আরও বড়ো কথা, সে কেন বিড়ালের কবরের মার্কারটা ওভাবে ছুঁতে গেল?"

"সাবুরোর ধারণা, খুনি বোধহয় খুনের সময় ভুল করে এখানে কিছু ফেলে গিয়েছিল। তাই সে এখানে এসে সেটাই খোঁজাখুঁজি করছিল। সে সময় সুজুকোও যোগ করলো যে, তারও নাকি কবরটা দেখার পর মনে হয়েছে কেউ সেটা খোঁড়ার চেষ্টা করেছে। সে বলেছিল যে, কবরের ঢিপিটার আকার নাকি তার কাছে ভিন্ন লেগেছে। তাই পুলিশ দ্রুত কবরটা খুঁড়ে দেখেছিল..."

"তারা কি কিছু খুঁজে পেয়েছিল?"

"না, তেমন কিছুই পায়নি। পেয়েছে কেবল একটা ঘরে বানানো কফিন, যেটার ভেতর বিড়ালটার লাশ রাখা ছিল...অস্বাভাবিক কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

"বিড়ালটাকে তার মানে গতপরশু সকালবেলায় কবর দেওয়া হয়েছিল?"

"হুম। আর সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই বিয়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুজুকোর মা ও ভাই দুজনেই সেদিন বিকালবেলা বকা দিচ্ছিল যে, এভাবে একটা লাশ ফেলে রাখা অমঙ্গলজনক। তখন সুজুকো তাদের জানিয়ে দিয়েছিল যে, সে নাকি সেদিন সকালবেলাতেই বিড়ালটাকে কবর দিয়ে এসেছে। একটু আগে যা বললাম, আমি এই মেয়েটার প্রত্যেকটা কথা বিশ্বাস করি।"

★★★

কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর কোসুকে নাকি অ্যানেক্সের পেছনের ঐ উল্লেখ্য জায়গাটা

ঘুরে এসেছিল।

এরকম একটা হাই-প্রোফাইল মার্ডার কেসে বাইরের কাউকে এভাবে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করার অনুমতি দেওয়া হবে—জিনিসটা বিশ্বাস করা একটু কঠিন ছিল। কিন্তু তারপরেও কোসুকে কিনদাইচি সেই অনুমতিটা জোগাড় করে ফেলেছিল। ঠিক এই জিনিসটাই ইচিইয়ানাগি পরিবারের সদস্যদের কাছে এমনকি গ্রামবাসীদের কাছে খুবই অদ্ভুত লেগেছিল। এক স্থানীয় বুড়ো আমাকে ব্যাপারটা এভাবে ব্যাখ্যা করেছিল :

"ঐ চ্যাংড়া ছেলেটা একজন পুলিশের কানে গিয়ে ফিসফিস করে কিছু একটা বলায় পুলিশ অফিসারটা বেশ সন্তুষ্ট হয়েছিল। তারা সবাই মিলে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। সে যে ততদিনে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। সমগ্র জাপানেই তার নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়েছিল।"

এরকম আরও নানান কারণে এই যুবকটা স্থানীয়দের চোখে একজন রহস্যময় ব্যক্তিত্বতে পরিণত হয়েছিল। তবে য—'র মতে, এরকম মার্ডার কেসে তাকে ঢুকতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল একটা মাত্র কারণে : তার কাছে ওপর মহল থেকে ইস্যু করা একটা পরিচয়পত্র ছিল।

"কোসুকে কিনদাইচি এ গ্রামে প্রবেশ করার আগে একটা তদন্তের জন্য ওসাকা'তে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে নাকি একটা গুরুতর কেসের সুরাহা করে এসেছে। তাই হোম মিনিস্ট্রি পুলিশ অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো থেকে অফিশিয়ালি তার হাতে একটা পরিচয়পত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। সে সাথে করে ওটাই এনেছিল। আর তাছাড়া ওরকম কাজে মন্দিরের তালিসমানের চেয়ে এরকম অফিশিয়াল কাগজপত্রই বেশি কাজে দেয়। চিফ ইনস্পেকটর এবং তার সাথে জড়িত সবাই-ই তার কাজকর্মে বেশ চমকে গিয়েছিলেন।"

তবে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া পরিচয়পত্রের কারণেই যে পুলিশ তার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে, তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে যা শুনেছি, তা থেকে বোঝা যায় সবাই এই যুবকের ধীরস্থির আচরণ ও তোতলামির পরও থতমত না খেয়ে টানা কথা বলতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাছাড়া দরকার পড়লে সে প্রায়ই অন্যদের কাজে হাত লাগাত।

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া এই কেসের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি হচ্ছেন কোসুকে কিনদাইচির কাজে মোহাবিষ্ট মানুষগুলোর একজন। সেদিন সকালবেলায় তিনি গ্রামের যুবকদের নানান নির্দেশনা দিতে ব্যস্ত ছিলেন। দুপুরবেলা ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনে ফিরে আসায় তার সাথে কোসুকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ছেলেটাকে পছন্দ করে ফেললেন। তাই কেসটা নিয়ে আলাপ করতে তার বাঁধল না। এখন পর্যন্ত তারা যা কিছু খুঁজে পেয়েছেন, সবই তাকে খুলে বললেন। এই কেসের

মধ্যে যেসব জিনিস কোসুকে'র মনে আগ্রহ জাগিয়েছিল সেগুলো হলো কেঞ্জোর অ্যালবামে পাওয়া তিন আঙুলে মানুষটার ছবি আর কয়লার হিটারটাতে অবশিষ্ট হিসাবে থাকা কাগজের সেই টুকরোগুলো। ইনস্পেকটরের কথা শুনতে শুনতে আনন্দে তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। সে তার পাখির বাসার মতো এলোমেলো চুলে হাত ঢুকিয়ে মাথা চুলকানো শুরু করেছিল। কোনো কিছুতে উত্তেজিত হলে তার এভাবে মাথা চুলকানো অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

"ঐ-ঐ ছবিটা আর পোড়া কাগজের টুকরাগুলো, সেগুলো এখন কোথায়?"

"ওগুলো? স—শহরের পুলিশ স্টেশনে। যদি আপনি ওগুলো দেখতে চান, আমি সেগুলো আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।"

"ক-করলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো। আচ্ছা, বাকি ছবির অ্যালবামগুলো আর ডায়ারিগুলো কি এখনো স্টাডিতেই রয়েছে?"

"হ্যাঁ। যদি চান, আপনাকে সেগুলো দেখাতে পারি।"

"জি, যদি আপনার হাতে সময় থাকে, তবে দেখতে ইচ্ছুক।"

কোসুকে'কে কেঞ্জোর স্টাডিতে নিয়ে গেলেন ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া। সেখানে গিয়েই কোসুকে কেঞ্জোর অ্যালবাম ও ডায়ারির ভলিউম থেকে একটা ডায়ারি বের করে পাতা ওল্টানো শুরু করলো। দেখার পর ঠিকঠাক জায়গায় রেখে দিতেও সে ভুলল না।

"ভাবছি, একটু পরে এগুলো সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখব," সে জানালো। "আপনি কি আমাকে এখন ঘটনাস্থলে নিয়ে যেতে পারবেন?"

দুজন মিলে স্টাডি থেকে বের হচ্ছেন, এমন সময় কোসুকে দরজার দোরগোড়ায় গিয়ে থেমে গেল।

"ইনস্পেকটর?"

তরুণ ডিটেকটিভের পায়ে যেন শিকড় গজিয়ে গিয়েছে। তার মুখে একটা কৌতূহলী অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছিলো।

"ইনস্পেকটর, আ-আপনি কেন আমাকে এটা জানাননি?"

"কোনটা?"

"ঐ যে, দেখুন! ঐ-ঐ তাকে ঠাসাঠাসি করে রাখা বইগুলোর কথা। ওগুলো সবই রহস্যোপন্যাস!"

"রহস্যোপন্যাস?...হুম..তা ঠিক। কিন্তু এই কেসের সাথে এগুলোর সম্পর্ক কোথায়?"

কোসুকে জবাব না দিয়ে সোজা উল্লেখ্য বইয়ের তাকের সামনে চলে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস টেনে নিতে নিতে পুরো তাকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা

শুরু করলো।

কোসুকের এরকম মুগ্ধটার পেছনে কারণও ছিল। জাপানে প্রকাশিত সমস্ত রহস্য ও ডিটেকটিভ উপন্যাস ঐ তাকে ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছিল। দেশি কিংবা বিদেশি বইয়ের মধ্যে কোনো ফারাক ছিল না। আর্থার কোনান ডয়েলের গোটা সংগ্রহ, মরিস লে ব্লঙ্ক'র লুপিন সিরিজ, হাকুবানকান ও হেইবনশা প্রকাশনীতে ছাপা সব অনূদিত বই সেখানে রাখা হয়েছিল। তারপর জাপানিজ অংশ শুরু হয়েছিল : উনিশ শতাব্দীতে রুইকো কুরোইওয়া'র লেখা সব উপন্যাস, এদোগাওয়া রাম্পো, ফুবোকু কোজাকি, সাবুরো কোগা, উদারু ওশিতা, তাকাতারো কিগি, জুজো উন্নো, মুশিতারো ওগুরি—এদের সব বইগুলোকে সেখানে ঠেসে রাখা হয়েছিল। তারপর জাপানিজে অনূদিত বইগুলোও সেখানে উপস্থিত ছিল এলেরি কুইন'র অরিজিনাল, ইলাস্ট্রেটেড বই, ডিকসন কার, ফ্রিম্যান উইলস ক্রফটস আর আগাথা ক্রিস্টি ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা অসাধারণ দৃশ্য ছিল সেটা : ডিটেকটিভ উপন্যাসের একটা গোটা লাইব্রেরি।

"এ-এই সংগ্রহ-হটা কা-কার?"

"এটা সাবুরো'র। সে প্রচুর বইপত্র পড়ে।"

"সাবুরো?...সাবুরো?...ও আচ্ছা, সেই সাবুরো, যে কিনা কেঞ্জোর জীবন বীমার সম্পূর্ণ টাকাটা পেতে যাচ্ছে। আর সবচেয়ে শক্ত অ্যালিবাই বোধহয় তারই রয়েছে।"

এটুকু বলেই কোসুকে আবার পাগলের মতো তার মাথা চুলকাতে শুরু করলো। ফলে তার চুল প্রত্যেক সেকেন্ডে আগের থেকে আরও জট পাকিয়ে যেতে লাগলো।

।। অধ্যায় ১০ ।।

রহস্যোপন্যাস নিয়ে কথোপকথন...

এই কেসটা সমাধানের পর কোসুকে কিনদাইচি প্রায়ই এই মুহূর্তটার কথা স্মৃতিচারণ করতো :

"সত্যি বলতে কী, শুরুতে এই কেসটাতে আমার তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। খবরের কাগজের কলামগুলো পড়ে যা বুঝেছিলাম, সবাই ঐ তিন আঙুলে মানুষটার পেছনেই পড়েছিল। আমার ত্রাণকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি এই কেস সমাধান করতে এগিয়ে এসেছিলাম। স্বীকার করছি, তখন মনে মনে এরকম পানসে কেস ঝটপট সমাধান করে সেখান থেকে কেটে পড়তে চাইছিলাম। ইচিইয়ানাগিদের বাসভনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময়েও আমার মাথায় এই চিন্তাটাই ঘুরছিল। তবে যখন সাবুরোর সেই তাকভর্তি পাশ্চাত্য ও জাপানিজ রহস্যোপন্যাসগুলো আমার চোখে পড়েছিল, তখন থেকেই কেসটার ব্যাপারে আগ্রহ পেতে শুরু করেছিলাম। হোনজিনের হত্যাকাণ্ডটাকে বদ্ধঘর রহস্যের কাতারে ফেলে দেওয়া যায়। সাবুরোর বইয়ের তাকে বদ্ধঘর রহস্য সম্পর্কিত গোয়েন্দা গল্পের বইও কিন্তু ছিল। এগুলোকে কি কাকতালীয় ব্যাপার বলেই ধরে নেব? মোটেই না। এখন পর্যন্ত যা যা দেখেছি, তাতে এটাকে 'সুযোগ বুঝে অন্যায়' বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে এটুকু অন্তত পরিষ্কার হবে যে, খুনি অনেক চিন্তাভাবনা করেই তার হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করেছে। আচ্ছা, এই বইগুলোর ভেতরেই কি এই হত্যাকাণ্ডের নীলনকশা লুকায়িত রয়েছে? শুধু এটুকু সম্ভাবনার কথা মাথায় আসতেই আমি খুশি হয়ে গিয়েছিলাম। খুনি আমাদের সামনে একটা বদ্ধঘর রহস্য উত্থাপন করে সেটা সমাধান করার আহ্বান জানাচ্ছে। খুব শীঘ্রই বুদ্ধির খেলাতে পরিণত হতে যাচ্ছে ব্যাপারটা। চমৎকার! আমন্ত্রণটা সাদরে গ্রহণ করলাম! যদি এ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য বুদ্ধি ও যুক্তি খাটানোর প্রয়োজন হয়, তবে আমি সানন্দে যুদ্ধে অংশ নিতে রাজি।"

অবশ্য ইনস্পেকটর ইসোকাওয়ার কাছে কোসুকে'র এরকম উচ্ছ্বাস শিশুসুলভ মনে হয়েছিল।

"কী হলো আপনার? এসব শুধুই গোয়েন্দা উপন্যাস। আপনি একটু আগে

বললেন না যে, আপনি ঘটনাস্থলে যেতে চান? যদি বেশি দেরি করে ফেলেন, তবে সেখানে যেতে যেতে অন্ধকার নেমে আসবে।"

"তা ঠিক বলেছেন।"

কোসুকে ততক্ষণে পাঁচ কী ছয়টা বই তাকে থেকে বের করে পাতা ওল্টানো শুরু করে দিয়েছে। ইনস্পেকটর ইসোকাওয়ার কথাগুলো তাকে ধাক্কা দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বইগুলো নামিয়ে রাখলো। ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া হাসি চেপে রাখতে পারলেন না।

"আপনি এসবের বিশাল ভক্ত মনে হচ্ছে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"তা না-না ঠিক। এসব রেফারেন্স হিসাবে বেশ কাজে দেয়, আর কিছু নয়। বইগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম আরকী। যাই হোক, চলুন। ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক।"

সেদিন গোয়েন্দারা ও পুলিশ ফোর্সের বাকি সদস্যরা বাড়ির পেছনের টিলাতে দলেবলে খুনির সন্ধানে বেরিয়ে ছিল। তাই ঘটনাস্থল কেউ পাহারা দিচ্ছিল না। ইনস্পেকটর সামনের দরজার সিলটা ভেঙে কোসুকে'কে অ্যানেক্সের ভেতর নিয়ে গেলেন।

শাটারগুলো বন্ধ থাকায় ভেতরে খুব একটা আলো প্রবেশ করছিল না। পশ্চিম দিকের এনগাওয়া পার হয়ে ঘরের একদম শেষ প্রান্তে কাঠের আড়কাঠ দিয়েই কেবল খানিকটা আলো ভেতরে ঢুকছিল। নভেম্বর মাস শেষের পথে, তাই হিটিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় বাড়িটায় একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব বজায় ছিল। সেটা বাইরের ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণেও হতে পারে, আবার পরিস্থিতির কারণেও হতে পারে।

"আমি শাটার খুলে দিচ্ছি," ইসোকাওয়া প্রস্তাব দিলেন।

"না, আপাতত সেগুলো বন্ধই রাখুন।"

ইনস্পেকটর বড়ো টাটামি ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে দিলেন।

"মৃতদেহগুলো কেবল সরানো হয়েছে, কিন্তু বাকি সব একদম আগের মতো রেখে দেওয়া হয়েছে। বিয়োবু পর্দাটা ঠিক ওভাবেই কাত হয়ে পড়েছিল। কোতো বাদ্যযন্ত্রটা এখানে তোকোনোমার তাকের পিলার ও শোজি দরজার মধ্যে ব্রিজের মতো কাজ করছিল। আর এ পাশের দরজার পাশেই স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ওপর নিথরদেহে পড়ে ছিল।"

ইনস্পেকটর এরপর মৃতদেহগুলো ঠিক কীরকম অবস্থায় পড়েছিল, তা ব্যাখ্যা করা শুরু করলেন। কোসুকে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো, মাঝেমধ্যে—'ও আচ্ছা' কিংবা 'তাই নাকি' বলা বাদে আর কিছুই তার মুখ থেকে বের হলো না।

"তাহলে বরের মাথা এখানে কনের পায়ের কাছে পড়েছিল?" সে জিজ্ঞেস

করলো।

"ঠিক। হ্যাঁ, তার মাথাটা ওপরের দিকে রেখে তার স্ত্রীর পায়ের ওপর পড়েছিল। আপনি যদি চান, পরে আপনাকে ছবিগুলো দেখাতে পারি।"

"হ্যাঁ, দেখতে চাই।"

কোসুকে এবার বিয়োবু পর্দায় লেগে থাকা কোতো পিকের রক্তাক্ত ছাপটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। সোনালি রঙের পর্দায় রক্ত মিশে পর্দাটা এখন অধিক পেকে যাওয়া স্ট্রবেরির মতো গাঢ় বাদামি রং ধারণ করেছিল। ওপরের দিক থেকে একটা লম্বা আঁচড় নিচে নেমে এসেছিল। রক্তের ক্ষীণ দাগ তখনো সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খুনি বোধহয় কাতানার রক্তাক্ত ডগা দিয়ে ভুলক্রমে এখানে আঁচড় দিয়ে বসেছিল।

এরপর সে কোতো বাদ্যযন্ত্রটার দিকে নজর দিলো। কোতোটার একটা তার ছেঁড়া ছিল। বাকি তারগুলোতে রক্ত লেগে থাকায় সেগুলোও কালচে বাদামি বর্ণ ধারণ করতে শুরু করে দিয়েছিল।

"আর আপনারা হারিয়ে যাওয়া কোতো ব্রিজটা বাইরে পাতার স্তূপে খুঁজে পেয়েছেন?"

"ঠিক বলেছেন। সেখান থেকেই আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, খুনি পশ্চিমদিকের বাগানের পথ ধরেই পালিয়েছে।"

কোসুকে বাকি বারোটা অক্ষত কোতো ব্রিজগুলোতে নজর দিতেই একটা জিনিস তার চোখে পড়ে গেল।

"ইনস্পেকটর, জলদি এ-এখানে আ-আসুন। এটা দে-দেখুন।"

কোসুকের তোতলামি বেড়ে যাওয়ায় ইনস্পেকটর তার দিকে প্রায় ছুটে এলেন।

"ক-কী হয়েছে?"

কোসুকে হাসতে আরম্ভ করলো।

"ইনস্পেকটর, আপনি বেশ রসিক মানুষ তাই না? আমার তোতলামির নকল করে আমাকে ভ্যাংগানোর কোনো দরকার নেই।"

"মাফ চাইছি। আসলে সেটা আমি করতে চাইনি। আপনার থেকে সংক্রমিত হয়েছে বোধহয়। যাকগে, আপনি কী খুঁজে পেয়েছেন?"

"এই যে, এটা দেখছেন? এই ব্রিজটা? বাকি এগারোটা অবিকল একই রকম; সেগুলোতে একটা পাখি ও ঢেউইয়ের নকশা খোদাই করা রয়েছে। কিন্তু এটা একদম সমতল, মসৃণ। কোনো ধরনের খোদাই এখানে করা হয়নি। এর মানে কেবল একটাই হতে পারে : এই ব্রিজটা এই লাভবার্ড কোতো'র অংশ নয়।"

"তাই? ব্যাপারটা চোখেই পড়েনি।"

"যাই হোক, আপনারা যে ব্রিজটা খুঁজে পেয়েছেন, সেটাতে কী ছিল মনে আছে?

বাকিগুলোর মতো এরকম খোদাই করা ছিল?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেখানে পাখি আর ঢেউয়ের নকশা খোদাই করা ছিল। কিন্তু এরকম ব্রিজ আলাদা থাকার তাৎপর্যটা কী?"

"হুম, এর তাৎপর্য থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। হয়তো অরিজিনাল ব্রিজটা হারিয়ে গিয়েছিল বিধায় হাতের কাছে যা পাওয়া গিয়েছিল, তা দিয়েই সেটা বদলে ফেলা হয়েছিল...এখন আমাকে বলুন, ক্লজিটটা কোথায়? এই তোকোনোমার পেছনে, তাই না?"

ইসোকাওয়ার সাথে কোসুকে স্টোরেজ ক্লজিট ও টয়লেট এরিয়া ঘুরে এলেন। তারপর বড়ো টাটামি ঘরের পিলারে লেগে থাকা ও শাটারের ভেতরে লেগে থাকা রক্তাক্ত আঙুলের ছাপটা সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে দেখলেন। গিরিমাটির ন্যায় লাল রঙের কাঠের কারণে সেগুলো ঝাপসা দেখাচ্ছিল।

"বুঝতে পেরেছি। আপনারা এই লাল রঙের কারণেই বোধহয় সাথে সাথে পিলারের এই ছাপগুলো আবিষ্কার করতে পারেননি, তাই না?"

"হ্যাঁ। আর শাটারের ভেতর পাওয়া প্রিন্ট শাটার বক্সের একদম শেষ মাথায় পাওয়া গিয়েছিল। রিয়োসুকে-সান ও চাকর গেনশিচি ওই শাটারটা ভাঙ্গার পর সেটা খুলে ভেতরে ঢুকেছিল। তাই আমাদের তদন্তের শুরুর দিকে সেটা আমাদের চোখে পড়েনি। যখন আমরা সবগুলো শাটার বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তখনই এই ছাপগুলো আমাদের চোখে পড়েছিল।"

আঙুলের ছাপগুলোর ঠিক পাশের বড়োসড়ো গর্তটাই গেনশিচির অবদান।

"বুঝতে পেরেছি। যারা ঘটনাস্থলে প্রথমবার এসেছিল, তাদেরকে এই শাটারটা খুলেই দালানের ভেতরে প্রবেশ করতে হয়েছে। তার মানে এই আঙুলের ছাপ শুরু থেকেই সেখানে ছিল।"

কোসুকে শাটারের লকটা খুলে শাটারটা পাশে সরিয়ে দিলো। সন্ধ্যার আলো বাড়ির ভেতর স্রোতের মতো ঢুকে পড়লো। অকস্মাৎ চোখে আলো পড়ায় দুজনেই চোখ বেশ কয়েকবার পিটপিট করে নিলেন।

"বাড়ির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারস্যাপার মোটামুটি এটুকুই মনে হচ্ছে। আপনি কি আমাকে বাইরের জায়গাগুলোও দেখাতে পারবেন? একটু দাঁড়ান...গেনশিচি কি এই আড়কাঠ দিয়েই ভেতরে উঁকি দিয়েছিল?"

টাবি মোজা বাদে আর কিছু না পরেই নকশাদার পাথরের বেসিনের ওপরে উঠে দাঁড়াল কোসুকে। নিজের পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে চেষ্টা করলো ভেতরে উঁকিঝুঁকি দেওয়ার। ততক্ষণে ইসোকাওয়া তাদের দুজনের জুতো হাতে হাজির হয়ে গেছেন।

দুজনে মিলে বাগানে ঘোরা শুরু করলেন। যেখানে কাতানাটা বরফের ভেতর গেঁথে ছিল, আর যে ঝরাপাতার স্তূপের নিচে কোতো ব্রিজটা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো ইসোকাওয়া তাকে দেখিয়ে দিলেন।

"ধন্যবাদ। আর আপনি বলছেন যে, কোথাও কোনো পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি?"

"ঠিক। অবশ্য আমি যতক্ষণে এসে পৌঁছলাম, ততক্ষণে অসংখ্য মানুষ এসে জায়গাটা পা দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। তবে কুবো-সান শপথ করে বলছেন যে, তিনি যখন ঘটনাস্থলে এসেছিলেন, সেখানে কোনো পদচিহ্ন তার চোখে পড়েনি।"

"আচ্ছা। কোনো পদচিহ্ন না থাকায় ঘটনাস্থলে প্রথম আসা ডিটেকটিভ ও পুলিশ অফিসাররা মনের সুখে হাঁটাহাঁটি করেছেন। আচ্ছা, এটাই সেই কর্পূর গাছে, যেখানে কাস্তেটা আটকে ছিল..."

কোসুকে এদিকওদিক ছোটাছুটি করে সবকিছু প্রত্যেকটা কোণ থেকে দেখার চেষ্টা করছিল।

"হুম, বাগানের মালী যে সম্প্রতি এখানে কাজ করে গিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সবকিছু ভালোভাবেই পরিচর্যা করা হয়েছে।"

পশ্চিমদিকের বেড়ার কাছাকাছি বেড়ে ওঠা পাইন গাছগুলোকে নিখুঁতভাবে ছেটে দেওয়া হয়েছে। নিচের দিকের ভারি ডালপালাগুলোর ভার বহন করার জন্য এখানে-সেখানে কচি বাঁশের টুকরা দিয়ে ক্রাচ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আনুভূমিকভাবে রাখা একটা বাঁশকে উলম্বভাবে রাখা বাঁশের ওপর শুইয়ে সেটা দড়ি দিয়ে পাইনের নিচের ডালের সাথে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কোসুকে যখন শোভাবর্ধক পাথরগুলোর ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ক্রাচটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল, ইসোকাওয়া হাসি থামাতে পারলেন না।

"আবার কী হলো? আপনার কি মনে হয়, খুনি এই বাঁশের টুকরার ভেতরে লুকিয়েছে?"

কোসুকে তার কথায় মুচকি হেসে আবার মাথা চুলকাতে শুরু করলো।

"হাহা। খুনি বোধহয় এই বাঁশ ব্যবহার করেই পালিয়েছে। দেখুন, কে জানি এই বাঁশের ভেতরটা পরিষ্কার করে একদম ফাঁপা করে দিয়েছে।"

"কী বললেন?"

"যখন বাগানের মালী এভাবে গাছের ভার বহন করার জন্য ক্রাচ বানায়, সে কিন্তু সাধারণত এভাবে বাঁশের ভেতরটা পরিষ্কার করে না।"

সে এবার বিশাল আকারের একটা পাইন গাছের নিচের দিকে ইঙ্গিত করলো।

"আর ঐ যে দেখুন, এই ডালের ভার বহন করার জন্য দুটা বাঁশের ক্রাচ ব্যবহার

করা হয়েছে। ওগুলোর একটায় বাঁধা দড়ি দেখে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে, এটা কোনো দক্ষ মালীর হাতের কাজ। কিন্তু তার পাশের ক্রাচটা কাঁচা হাতে বানানো হয়েছে।"

বিস্মিত মুখে ইসোকাওয়া এগিয়ে এসে বাঁশটা পরীক্ষা করে দেখলেন।

"ঠিকই তো বলেছেন। এই আনুভূমিক বাঁশটা সম্পূর্ণ ফাঁপা! কিন্তু এর তাৎপর্য কী?"

"প্রথমে গাছে আটকে থাকা কাস্তে, তারপর এই ফাঁপা বাঁশ—এগুলোকে কাকতালীয় ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না। তবে এগুলোর উদ্দেশ্য কী তা এখনো আমার কাছে পরিষ্কার নয়...ওহ! শুভ সন্ধ্যা!"

কোসুকে কাকে শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছে, তা দেখার জন্য ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। রিউজি আর সাবুরো বাগানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পেছনে গিনজো।

"আমরা কি ভেতরে আসতে পারি?"

"অবশ্যই, অবশ্যই। ইনস্পেকটর, কোনো সমস্যা হবে না আশা করি?"

ইসোকাওয়া জবাব দেওয়ার জন্য কোসুকের দিকে তাকালেন। ঠিক তখন কোসুকে ফিসফিস করে তাকে বলল, "আপাতত এই ফাঁপা বাঁশের ব্যাপারটা কারো কাছে উল্লেখ না করাই ভালো হবে।" বলেই সে বাগানের গেটের মানুষগুলোকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে গেল। রিউজি ও সাবুরো বাগানে ঢোকার সময় আশেপাশে ইতিউতি তাকালে লাগল। গিনজো গম্ভীরমুখে তাদের অনুসরণ করলেন।

"আপনারা কি সেদিনের পর আর এখানে আসেননি?"

"না," রিউজি জবাব দিলেন। "পুলিশের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাইনি। সাবুরো, তুমিও বোধহয় এখানে আসোনি, তাই না?"

সাবুরো জোরে জোরে মাথা নাড়লো।

"আমরা রিয়োসুকের কাছ থেকে মোটামুটি সবকিছু শুনেছি। কী অবস্থা এখন? নতুন কিছু খুঁজে পেয়েছেন?"

"আসলে কেসটাই অনেক গোলমেলে। ইনস্পেকটর, শাটারগুলো খুলে দেওয়া যাবে?"

কোসুকে যেভাবে পশ্চিম দিকের এনগাওয়ার দিকের শাটার খুলে ঘর থেকে বের হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই আবার ভেতরে ঢুকে পড়লো। তারপর দক্ষিণ দিকের তিনটা শাটার খুলে দিলো।

"চলুন এখানে বসা যাক। চাচা, আপনিও আমাদের সাথে যোগ দিন।"

রিউজি ও গিনজো খোলা এনগাওয়াতে গিয়ে কোসুকের পাশে বসে পড়লেন। কিন্তু সাবুরো দাঁড়িয়েই রইলো। সে সতর্কতার সাথে ঘরে উঁকি দিতে লাগল।

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

কোসুকে দরাজ গলায় হাসলো।

"তারপর, সাবুরো-সান, তোমার কোনো তত্ত্ব আছে এ বিষয়ে?"

"আমার?"

সাবুরো আচমকা এরকম প্রশ্ন শুনে বিষম খেয়ে গেল। বাড়ির থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সে তরুণ গোয়েন্দার দিকে তাকালো।

"আমার...তত্ত্ব? হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?"

"না, মানে তুমি তো গোয়েন্দা উপন্যাসের ভক্ত, তাই জিজ্ঞাসা করলাম। এসব বিষয়ে তোমার বেশ ভালোই জ্ঞান রয়েছে, তাই তোমার পক্ষে এরকম রহস্যময় হত্যাকাণ্ড সমাধান করা সম্ভব বলেই আমার ধারণা।"

সাবুরো যেন কথাটা শুনে লজ্জা পেল। কিন্তু একই সাথে তার চোখেমুখে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠলো।

"রহস্যোপন্যাস ও বাস্তবের মধ্যে বিশাল একটা পার্থক্য রয়েছে," সে বলা শুরু করলো। "উপন্যাসে প্রত্যেকবার দেখা যায়, অপরাধী হচ্ছে ঐ গল্পের কোনো না কোনো একটা চরিত্র। তাছাড়া গল্পে সন্দেহভাজনের সংখ্যা খুবই সীমিত থাকে। কিন্তু বাস্তবে তা এত সোজা না।"

"চমৎকার বলেছ। কিন্তু এই কেসটাতে ঐ তিন-আঙুলে মানুষটাই কি একমাত্র সন্দেহভাজন ব্যক্তি নয়?"

"সে-সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই।"

এ সময় রিউজি তাদের কথার মাঝখানে ঢুকে পড়লেন।

"আপনি নিজেও কি ওসব গোয়েন্দা উপন্যাসের ভক্ত?" তিনি কোসুকে'কে ভদ্রভাষায়, অনুভূতিশূন্য গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

"হুম, আমি রহস্যের ব্যাপারে পড়তে বেশ ভালোবাসি। আমার পেশায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। হ্যাঁ, বাস্তব ও কল্পনার ফারাক অনেক, কিন্তু সেখানে ব্যবহৃত চিন্তাধারণা, যৌক্তিক পদ্ধতিগুলো কিন্তু জীবনের নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগে। আরও একটা ব্যাপার, আমাদের কেসটা কিন্তু একটা বদ্ধঘর রহস্য। তাই আমি এই কেসের সাথে মিল রয়েছে, এরকম কোনো ডিটেকটিভ গল্প আছে কিনা তাই মনে করার চেষ্টা করছি।"

"'বদ্ধঘর রহস্য'—মানে?" রিউজি জিজ্ঞেস করলেন।

"যখন কোনো হত্যাকাণ্ড এমন একটা ঘরের মধ্যে সংঘটিত হয়, যার প্রত্যেকটা দরজা-জানালা বন্ধ থাকে, তাকেই বলা হয় 'বদ্ধঘর রহস্য'। এরকম রহস্যে

আপাতদৃষ্টিতে খুনির পালানোর কোনো উপায় থাকে না। রহস্য গল্পের লেখকরা সাধারণত এগুলোকে অসম্ভব অপকর্ম বলে আখ্যা দেয়। এরকম আপাতদৃষ্টিতে দেখতে 'অসম্ভব' অপকর্ম নিয়ে তারা লিখতে বেশ পছন্দ করেন। অধিকাংশ রহস্য গল্প লেখকরা জীবনে একবার না একবার এ বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন।"

"বুঝতে পেরেছি। শুনতেই বিস্ময়কর লাগছে। আর এরকম বদ্ধঘর রহস্য উন্মোচনের কী কী উপায় তারা বের করতে পেরেছেন? কয়েকটা বলুন তো।"

"অবশ্যই। কিন্তু আমার মনে হয় এ বিষয়ে সাবুরো আমার থেকে ভালো বলতে পারবে। সাবুর-সান, এখন পর্যন্ত যে যে বদ্ধঘর রহস্য ঘরানার গল্প পড়েছো, তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেগেছে কোনটা?"

সাবুরো তার দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যপূর্ণ একটা হাসি দিয়ে তার ভাইয়ের দিকে তাকালো। তারপর অবজ্ঞা নিয়েই উত্তর দিলো :

"আমার কাছে লেরক্স'র 'হলদে ঘরের রহস্য' গল্পটাই বেশ লেগেছে।"

"অবশ্যই। ক্লাসিক একটা গল্প ওটা। যুগান্তকারী মাস্টারপিস বললেও ভুল হবে না। কি, ঠিক বলছি না?"

"এই 'হলদে ঘরের রহস্য' গল্পটা কী নিয়ে?" রিউজি জিজ্ঞেস করলো।

কোসুকে যেন সে প্রশ্নের অপেক্ষাতেই ছিল :

"গল্পটাতে একজন গুরুতরভাবে আহত মহিলা ভেতর থেকে আটকে দেওয়া একটা ঘরের ভেতরে অবস্থান করছিল। তার চিৎকার শুনে তার বাবা ও চাকর ছুটে এসেছিল। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তারা আবিষ্কার করে, চারদিকে ধস্তাধস্তির ছাপ লক্ষ করা যাচ্ছে, রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে আর ভিক্টিম মাটিতে অর্ধমৃত অবস্থায় কাতরাচ্ছে। কিন্তু আক্রমণকারীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মোটামুটি এই হলো গল্পটার বিষয়বস্তু। এই গল্পটাকে যে কারণে মাস্টারপিস বলা হয় তা হলো, এখানে রহস্যটার সমাধানে কোনো ধরনের যন্ত্র কিংবা কলকব্জা ব্যবহার করা হয়নি। বদ্ধঘর রহস্য নিয়ে এখন পর্যন্ত অনেক গল্প লেখা রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে তা সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশক্ষেত্রেই হতাশাজনকভাবে গল্পের সমাপ্তি ঘটে।"

"যান্ত্রিক কলকব্জা? যেমন?"

"ধরুন, খুনটা বদ্ধ ঘরে সম্পন্ন হয়েছে। খুনি একধরনের কলকব্জা—সেটা সুতো কিংবা তার হতে পারে—ব্যবহার করে ঘরের ভেতরের লক বন্ধ করে দিয়ে কেটে পড়ে। এরকম গল্পগুলো আমার একদমই অপছন্দ। সাবুরো-সান, তোমার কাছে ওরকম গল্প কেমন লাগে?"

"এ বিষয়ে আমিও আপনার সাথে একমত। 'হলদে ঘরের রহস্য' বইটাতে ওরকম

কিছুই ব্যবহার করা হয়নি। তবে, কিছু কিছু যান্ত্রিক কলকব্জার ব্যবহার আমার কিন্তু মন্দ লাগে না।"

"যেমন?"

"লেখক জিকসন কারের কথাই ধরুন। তার লেখা মোটামুটি সব গল্পই বদ্ধঘর রহস্য কিংবা সেটা আশ্রয় করা প্লটে লেখা হয়েছে। গল্পগুলোতে কিন্তু বেশ ভালো ধরনের চালাকি খাটানো হয়েছে। 'দ্য ম্যাড হ্যাটার মিস্ট্রি' গল্পটির কথাই না হয় ধরা যাক। এখানে কিন্তু একদম স্বতন্ত্র একটা পদ্ধতি খাটানো হয়েছে। বদ্ধঘর রহস্য গল্প লেখার কঠোর নিয়ম অনুযায়ী একে 'যান্ত্রিক' উপায়ে সমাধান করা হয়েছে বলা যায়। কিন্তু বদ্ধঘর রহস্য গল্প লেখার গুরু জন ডিকসন কার কিন্তু সেখানে যেমন তেমন সস্তা কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করেননি। তার লেখা 'দ্য প্লেগ কোর্ট মার্ডারস' এবং আরও বেশ কয়েকটা উপায়ে এরকম যান্ত্রিক উপায় খাটানো হয়েছে। কিন্তু তিনি বেশ পরিশ্রম করে সেগুলোকে চোখের আড়াল করেছেন। এই ক্ষেত্রে আমি লেখকদের প্রতি অনেক সহানুভূতিশীল। তাই ব্যক্তিগতভাবে এরকম যান্ত্রিক কলকব্জার ব্যবহার থাকলেও আমার খুব একটা খারাপ লাগে না।"

সাবুরো নিজের তত্ত্ব নিয়ে বকবক করতে গিয়ে যেন ভুলেই বসেছিল সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ করে সেটা তার মনে পড়লো।

"আহা, এভাবে গল্প করতে করতে অন্ধকার নেমে এসেছে। মাফ চাচ্ছি। আসলে এভাবে ডিটেকটিভ গল্প নিয়ে গল্প করার সুযোগ পেলে আমি আসলে সময়ের খেই হারিয়ে ফেলি।"

সাবুরো ঠান্ডায় কেঁপে উঠলো। সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যেই সে কোসুকের দিকে চাতুর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে এক পলক তাকালো।

সে রাতেই ইচিইয়ানাগিদের বাসভবন আবার কোতোর মধুর শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো...

।। অধ্যায় ১১ ।।

দুটো চিঠি...

"কো-সান, কো-সান!"

কোসুকে কিনদাইচির ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই সে বুঝতে পারলো, বাইরে ভোর হতে এখনো অনেক দেরি। যে ঘরটায় সে ও গিনজো একসাথে থাকছে, সেটার আলো জ্বালানো হয়েছে। গিনজো তার ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে ডাকছিলেন। গিনজোর মুখের গম্ভীরভাব তার চোখ এড়ালো না। সে ধড়মড় করে উঠে বসলো।

"ক-কী হয়েছে, চাচা?"

"মনে হলো যেন ঐ অদ্ভুত আওয়াজটা আবার শুনতে পাচ্ছি। কে যেন উন্মাদের মতো কোতো বাজিয়েই যাচ্ছে...দুঃস্বপ্নই বোধহয়..."

দুজন একদম স্থির হয়ে বসে কান পাতলো, কিন্তু না, কোনোকিছুই তাদের কানে এলো না। এরকম নিঃস্তব্ধতার মধ্যে তারা তাদের হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত স্পন্দনটাও শুনতে পাচ্ছিল। এর বাইরে কেবল আরেকটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল—চালের মিলের ওয়াটারহুইল ঘোরার ছন্দময় শব্দ।

"চা-চাচা?"

কোসুকে উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করে উঠলো। তার দাঁত কিড়মিড় করতে শুরু করেছে।

"দুইরাত আগে—মানে যে রাতে হত্যাকাণ্ডটা ঘটে গিয়েছিল—তখন কি ওয়াটারহুইল ঘোরার শব্দ আপনার কানে এসেছিল?"

"ওয়াটারহুইল?"

গিনজো এরকম প্রশ্নে কিছুটা বিস্মিত হয়ে কোসুকের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

"প্রশ্নটা করায় মনে পড়লো, হ্যাঁ, ওয়াটাইহুইল ঘোরার শব্দ আমার কানে এসেছিল...হ্যাঁ, আমি একদম নিশ্চিত। আসলে খুবই নিত্যনৈমিত্তিক শব্দ বলে সেটাকে তেমন গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু—আহ!"

তড়াক করে দুজন দাঁড়িয়ে গিয়ে জামাকাপড় পরা শুরু করলো।

কোতো আবার বাজতে শুরু করেছে। পিং পিং পিং, যেন কেউ কোতো'র

তারগুলো ধরে টানাটানি করছে। তারপর টোয়াং করে বিকট একটা শব্দ যেন বাইরের নীরবতাটাকে একদম ছিন্নভিন্ন করে দিলো।

"ধুর, ধুর, ধুর...ধ্যাত," কোসুকে চিৎকার করতে শুরু করলো। শার্ট পরতে গিয়ে তার হাত শার্টের হাতায় আটকে গিয়েছিল।

আগের রাতে কোসুকে খুব দেরি করে ঘুমাতে গিয়েছে। কথা অনুযায়ী ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া কেঞ্জোর অ্যালবামে পাওয়া সেই ছবিটা কোসুকে'কে দিয়ে গিয়েছেন। সেটার পাশাপাশি আধপোড়া কাগজের টুকরোগুলো, তার স্টাডিতে থাকা অন্যান্য অ্যালবাম ও ডায়ারি খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মাঝরাতের বেশি পার হয়ে গিয়েছিল। এরপর সে কয়েক ঘণ্টা ধরে সাবুরোর সংগ্রহ থেকে আনান ডিটেকটিভ উপন্যাসগুলোতে চোখ বুলিয়ে রাত দুটার দিকে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তাই অনেকটা ঘুমের ঘোরে থাকায় তার কাজকর্ম করতে বেশ দেরি হচ্ছিল।

"চাচা, কটা বাজে এখন?"

"একদম কাটায় কাটায় সাড়ে চারটা। আগের বারের মতোই।"

তাড়াহুড়ো করে জামা পরে শাটার খুলতেই তারা দেখতে পেল, বাইরের পরিবেশে ঘন কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে আবছা আবছাভাবে দুজনকে তারা ধস্তাধস্তি করতে দেখলো। তারা অ্যানেক্সে যাওয়ার বাগানের দরজার কাছে অবস্থান করছিল। দুটো গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো : একটা ছিল পুরুষের মতো ভারী গলার আওয়াজ। সেটা যেন একটা ক্রন্দনরত মেয়েকে বকাঝকা করছিল। অবশেষে কুয়াশা কিছুটা সরতেই তারা দেখতে পেল, ঐ দুজন আর কেউ নয়, রিয়োসুকে আর সুজুকো।

"কী হয়েছে?" গিনজো তাদের দিকে ছুটে গেলেন। "সুজুকো-সান, কী হয়েছে?"

"মনে হচ্ছে সুজুকো আবার স্লিপওয়াকিং করেছে," রিয়োসুকে বলে উঠলেন।

"না, সেটা মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! আমি তামা'র কবরটা দেখতে এসেছিলাম। আমি স্লিপওয়াকিং করছিলাম না। তুমি মিথ্যা বলছো! তুমি মিথ্যাবাদী!"

সুজুকো আবার কাঁদতে শুরু করলো।

"রিয়োসুকে-সান, এইমাত্র কোতোর আওয়াজটা কি শুনতে পেরেছেন?" গিনজো জিজ্ঞেস করলেন।

"পেরেছি। সেটা শুনেই যখন দৌড়ে বের হয়েছি, তখনই সুজুকো'কে এভাবে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে দেখলাম।"

রিউজি আর ইতোকো কুয়াশা ভেদ করে উদয় হলেন।

"রিয়ো-সান, তুমি নাকি? আর সুজুকো, তুমিও? সাবুরো কোথায়? তাকে কি কেউ কোথাও দেখেছ?" ইতোকো জিজ্ঞেস করলেন।

"সাবু-চান? সে বোধহয় এখনো ঘুমাচ্ছে।"

"নাতো। তার বিছানা খালি ছিল। শব্দটা শোনার সাথে সাথে আমি তার ঘরেই সবার আগে গিয়েছি।"

"কিনদাইচি সাহেব কোথায়?"

গিনজো ঘন কুয়াশার মধ্যে তার বন্ধুকে খোঁজার চেষ্টা করলেন, এমন সময় অ্যানেক্স থেকে গগনভেদী একটা চিৎকার ভেসে এলো। কোসুকের গলা ওটা।

"কেউ ডাক্তার ডাকো! সাবুরো..."

তার বাকি কথাগুলো কুয়াশার মধ্যেই হারিয়ে গেল। কিন্তু তাতেই সবাই যেন পাথরের মতো জমে গেল।

"সাবুরো'কে হত্যা করা হয়েছে!" ইতোকো কাঁদতে শুরু করলেন। নাইটগাউনে মুখ গুঁজে তিনি কান্নাটা ঢাকার চেষ্টা করলেন।

"মা, যাও ঘরে গিয়ে বসো," রিউজি বললেন। "আকি-সান, মা আর সুজুকোর দিকে খেয়াল রাখবেন? আর হ্যাঁ, ডাক্তারও ডাকতে পারবেন?"

আকিকো ঠিক ঐ মুহূর্তেই সবার সামনে হাজির হয়েছিল। সে ইতোকো ও সুজুকো'কে মূল বাসভবনে নিয়ে যাওয়ার পর রিউজি, রিয়োসুকে আর গিনজো বাগানের দরজার ভেতর ঢুকে অ্যানেক্সের দিকে ছুটে গেলেন। আগের মতোই আমাদো শাটারগুলো শক্ত করে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। রানমা আড়কাঠের ফাঁকফোকর দিয়ে আলো বাইরে বের হয়ে কুয়াশার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছিল।

"ঐ-ঐ যে। পশ্চিম দিকের এনগাওয়া দিয়ে ভেতরে ঢোকা যাবে।"

কোসুকের চিৎকারটা একদম বাড়ির মূল প্রবেশদ্বার, মানে পূর্বদিক থেকেই ভেসে এসেছিল। তিনজন মিলে বাড়ি ঘুরে এসে দেখলেন, ভাঙ্গা শাটারটা হা করে খোলা। তাড়াহুড়ো করে ভেতরে ঢুকতেই তারা দেখলেন, দুটো টাটামি ঘরকে ভাগ করা শোজি ও ফুসুমা স্লাইডিং দরজা সবগুলোই খোলা। টাটামি ঘরের ভেতর ঢুকে তারা আবিষ্কার করলেন, কোসুকে গেনকান প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তারা জলদি তার দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটা দৃশ্য দেখে তারা থমকে যেতে বাধ্য হলেন।

প্রবেশদ্বারের মাটির মেঝেতে সাবুরো কুঁকড়ে বলের গোল হয়ে পড়ে ছিল। তার পিঠ রক্তে ভিজে জবজব করছিল। সে ঐ অবস্থাতেই দরজাটা খোলার জন্য ডান হাত দিয়ে ওটাতে আঁচড় কাটার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

রিউজিকে দেখে মনে হলো, তাকে যেন কেউ ওখানেই পেরেক পুঁতে স্থির করে দাঁড়া করিয়ে দিয়েছে। তবে সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি শার্টের হাতা গুটিয়ে কোসুকে'কে সরিয়ে দিলেন, তারপর ভাইয়ের পাশে বসে

পড়লেন। তিনি এবার তার চাচাতো ভাইয়ের দিকে তাকালেন।

"রিয়োসুকে-সান। আপনি কি মূল বাসভবনে গিয়ে আমার ব্যাগটা নিয়ে আসতে পারবেন? আর যত দ্রুত সম্ভব গ্রামের ডাক্তারকে এখানে ডাকার ব্যবস্থা করুন।"

"সাবু-চান কী...?"

"আমার ধারণা সে সুস্থ হয়ে যাবে। পিঠের ক্ষতটা বেশ গভীর, তবে...আর চেষ্টা করবেন যাতে মা উলটাপালটা ভেবে উত্তেজিত না হয়ে যান।"

রিয়োসুকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন।

"আমরা কি আপনাকে সাহায্যের জন্য কিছু করতে পারি?" কোসুকে জিজ্ঞেস করলো।

"না। ওকে নড়াচড়া না করানোই বরং ভালো হবে। আশা করি, রিয়োসুকে খুব দ্রুত আমার ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়ে ফিরে আসছে।"

রিউজির কণ্ঠস্বরে যেন কী একটা ছিল, যার কারণে গিনজো ভ্রু উঁচিয়ে কোসুকের দিকে তাকালেন।

"এখানে কী হয়েছে বলে তোমার ধারণা?" তিনি তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন।

"বলা মুশকিল...আসলে কিছুই পরিষ্কার নয়। কিন্তু প্রথম দেখায় মনে হচ্ছে, বিয়োবু পর্দার মাধ্যমে সে আঘাত পেয়েছে। আহত অবস্থাতে সে এই গেনকান পর্যন্ত আসতে পেরেছে। তারপর এই মূল দরজা খুলতে গিয়ে সে মাটিতে ভূপাতিত হয়েছে। বিয়োবু পর্দাটা দেখেছেন?"

গিনজো ও কোসুকে দুজনেই বড়ো টাটামি ঘরে ফিরে এলো। পর্দাটা আগের মতোই কাত হয়ে পড়ে আছে। তবে এখন ওপর থেকে বার ইঞ্চি পর্যন্ত সেটা কেটে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে। চকচকে সোনালি পর্দাটায় এখন নতুন করে আরও রক্ত ছিটকে লেগে আছে। দুটো জায়গায় রক্ত ছিটকে ফুলের মতো ছোপ পড়ে গিয়েছিল। তাদের মাঝামাঝি একটা আংশিকভাবে শুকনো আঙুলের ছাপ দেখা যাচ্ছিল। এবারো আগের মতো সেই তিন আঙুল। তবে এবার সেই আঙুলগুলোতে কোনো কোতো পিক পরা ছিল না। আঙুলের ভেতরের চক্রাবক্রা ছাপটা এবার অস্পষ্ট হলেও বোঝা যাচ্ছিল। সেটা দেখার পর গম্ভীর হয়ে গেল গিনজোর চেহারা। তিনি এবার পর্দার পাশে রাখা কোতো বাদ্যযন্ত্রের দিকে নজর দিলেন। ওটার আরেকটা তার এবার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, সেটার ব্রিজও ভেঙে ফেলা হয়েছে। তবে এবার ব্রিজটা বাদ্যযন্ত্রের পাশেই পড়ে ছিল।

"কোসুকে, তুমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলে, তখন কী শাটারগুলো..."

"—শাটারগুলো বন্ধ ছিল। আমি কুঠার দিয়ে ভাঙা গর্তটাতে হাত ঢুকিয়ে শাটারটা খুলেছি। বাইরে পাথরের লণ্ঠনটার কাছে গিয়ে দেখে এসো।"

গিনজো এনগাওয়া মেঝেতে নেমে খোলা শাটার দিয়ে বাইরে তাকালেন। পাথরের লণ্ঠনটার ঠিক পাশে একটা কাতানা পড়ে ছিল। কুয়াশামাখা সকালের আলোতে সেটা চকমক করছিল।

গ্রামে কিছুই চাপা রাখা যায় না। বাতাসে বেগে এসব খবর সবার কাছে পৌঁছে যায়। পরের দিন ভোরবেলার মধ্যেই গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো, দ্বিতীয়বারের মতো ইচিইয়ানাগি পরিবারে একটা ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়েছে। আশেপাশের গ্রামগুলোতেও সেটা ছড়িয়ে গেল। কিন্তু এরকম গণ্ডগোলের মধ্যে আরেকটা নতুন তথ্য খুঁজে পাওয়া গেল। এই তথ্যটা পুরো কেসটাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিলো...

সেদিন সকাল ন'টার সময় একজন মানুষ ক—শহর থেকে সাইকেল চালিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি জরুরিভাবে এই কেসের দায়িত্বে থাকা মানুষটার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ইনস্পেকটর ইসোকাওয়াও তখন ঘটনাস্থলে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দুজনের দেখা হয়ে গেল। আমি লোকটার বক্তব্য এখানে তুলে দিচ্ছি।

★★★

বর্তমানে ক—শহরে অবস্থিত কিউচি হাসপাতালে একজন মহিলা রোগী ভর্তি রয়েছেন। গতকাল এই মহিলা গ্রামে ঘটে যাওয়া এক সড়ক-দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন বিধায় তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। আজকে সকালবেলা তিনি জানতে পারলেন যে, ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনে আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। শোনার পর থেকে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। তিনি দাবি করছেন যে, তিনি কেসটা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানেন। আর তাই তিনি কেসের দায়িত্বে থাকা মানুষের সাথে কথা বলতে আগ্রহী। তিনি দাবি করছেন, খুনি কে—তা তিনি জানেন।

★★★

যখন মানুষটা ইনস্পেকটর ইসোকাওয়াকে এই সব তথ্য দিচ্ছিলেন, কোসুকে তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। কথাটা শুনতে শুনতে তার উত্তেজনাও যেন সেই হারে বাড়তে লাগলো। সে নিশ্চিত ছিল, কুরাশিকি থেকে ট্রেনে করে যে মহিলাটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সে আর উক্ত হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগিণী একই মানুষ। এত গণ্ডগোলের মাঝে আসলে সে তার কথা একদম ভুলে গিয়েছিল।

"ইনস্পেকটর, আমার মনে হচ্ছে আমাদের ওখানে গিয়ে মহিলার সাথে কথা

বলা উচিত। আমি একদম নিশ্চিত, মহিলা কিছু জানে।"

তাই ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া ও কোসুকে কিনদাইচি নিয়ে সাইকেল চালিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। হ্যাঁ, ইনিই যে ট্রেনে দেখা সেই মহিলা, তাতে কোসুকের আর কোনো সন্দেহ নেই। তিনি একটা পাতলা ম্যাট্রেসের ওপর শুয়ে ছিলেন। তার মাথা ও হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। তবে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার পরেও তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বেশ ভালোই আছেন।

"তাহলে আপনিই কি এই কেসের দায়িত্বে থাকা অফিসার?"

তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায় নম্রভাবে প্রশ্নটা করলেন। গুরুতর আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে একটা সম্ভ্রান্ত ভাব কাজ করছিল। বোধহয় এটা দক্ষ একজন শিক্ষিকা হিসাবে ট্রেনিং নেওয়ার ফলাফল।

ইসোকাওয়া তাকে আশ্বস্ত করলেন যে, তিনিই এই কেসের দায়িত্বে রয়েছেন। তখন মহিলা নিজের পরিচয় দিলো। তার নাম শিজুকো শিরাকি। তিনি ওসাকায় অবস্থিত স—গার্লস হাইস্কুলের একজন শিক্ষিকা। আর তিনি খুন হওয়া কনে, মানে কাতসুকো কুবো'র একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।

"আচ্ছা। এবার বলুন, আপনার কাছে নাকি এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত কিছু তথ্য রয়েছে?"

শিজুকো প্রবলভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর তিনি তার হ্যান্ডব্যাগের দিকে হাত বাড়ালেন। ভেতর থেকে দুটো চিঠি বের করে তিনি একটা ইনস্পেকটর ইসোকাওয়ার হাতে তুলে দিলেন।

"দয়া করে এটা পড়ে দেখুন।"

চিঠিটা কাতসুকো কুবোর লেখা। সে ২০ অক্টোবর, মানে প্রায় একমাস আগে চিঠিটা শিজুকো শিরাকিকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছে। দুজন মিলে জোরে একটা শ্বাস টেনে নিয়ে চিঠিটা পড়া শুরু করলেন। চিঠিটায় যা লেখা ছিল, তা মোটামুটি ছিল এই:

প্রিয় শিজুকো,

সবার আগে তোমাকেই চিঠি লিখছি, কারণ আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি আমাকে বলেছিলে যে, বিয়ের আগে আমার গোপনীয় সেই বিষয়টাকে গুম করে ফেলা উচিত। সেটা আলোতে আনলে কোনোমতেই তা বৈবাহিক জীবনে সুখ বয়ে আনবে না, সে বিষয়েও তুমি আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলে। কিন্তু আমি তোমার কাছে করা প্রতিজ্ঞাটা ভঙ্গ করে ফেলেছি। আমি সেই ঘৃণিত ত—এর সাথে জড়িত সবকিছু কেঞ্জোকে খুলে বলেছি। চিন্তা করো না, এ ব্যাপারে আমার

কোনো আফসোস নেই। স্বাভাবিকভাবেই সে শুরুতে চমকে গিয়েছিল, কিন্তু দিনশেষে সে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে তার সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছিল। অবশ্য আমার জানা আছে যে, আমি যে আর কুমারী নই—কথাটা কেঞ্জোকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু এভাবে তা গোপন রেখে সারাজীবন কষ্ট ভোগ করার চেয়ে এভাবে সবকিছু খুলে বলাই আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছে। এভাবে আমি একটা সুখী বিবাহিত জীবনে পদার্পণ করতে পারবো। আমার স্বামীর হৃদয়ে আমি যে কালো ছায়া ফেলে দিয়েছি, সেটাকে আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে মুছে ফেলতে হবে। তাই আমার প্রিয় বন্ধু, আমাকে নিয়ে আর চিন্তা কোরো না।

তোমার বান্ধবী,
কাতসুকো

ইসোকাওয়া ও কোসুকের প্রথম চিঠিটা পড়া শেষ হতেই শিজুকো দ্বিতীয় চিঠিটা তাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। এবারের চিঠিটা ১৬ নভেম্বর, মানে বিয়ের অনুষ্ঠানের ৯ দিন আগে লেখা হয়েছে।

প্রিয় শিজুকো,

দয়া করে আমাকে সাহায্য করো! আমি খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছি। গতকাল আমি আমার চাচা গিনজোর সাথে ওসাকার মিতসুকোশি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গিয়েছিলাম (তোমাকে দেখতে যাইনি বলে ক্ষমা করে দিও, আসলে চাচা সাথে থাকায় সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি)। ওখানে গিয়ে আমরা বিয়ের সরঞ্জাম কেনাকাটা করছিলাম। কিন্তু ওখানে গিয়ে কার সাথে দেখা হয়েছে জানো? ত—এর সাথে। আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা কল্পনা করতে পারছো? সে আজকাল একদম পাল্টে গেছে। আগের থেকে তার মধ্যে হিংস্রতা আরও বেড়েছে, সেই সাথে তার আরও অধঃপতন ঘটেছে। তার সাথে আরও একজন ছিল। একবার দেখেই সে যে একজন গ্যাংস্টার ছিল, তা তুমি বুঝে ফেলবে... তাদের দেখে আমি একদম ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলাম। আমার গোটা শরীর বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। আমি ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছিলাম। আমি ওর সাথে একটা কথাও বলতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু... ত—আমার চাচা

দূরে সরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সুযোগ বুঝে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ভয়ঙ্কর হাসি হেসে সে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "কি, বিয়ে সেরে ফেলছো নাকি? অভিনন্দন।" কথাটা শোনার পর থেকে আমার গা শিরশির করতে শুরু করেছিল। এতটা অপমানিতবোধ হচ্ছিল, তোমাকে আর কী বলবো! শিজুকো, আমার এখন কী করা উচিত? ছয় বছর আগে ওর সাথে ছাড়াছাড়ির পর আমি ওর কথা একবারও ভেবে দেখিনি। তাকে আমি অতীতের সব জঞ্জালের সাথেই পুঁতে ফেলেছিলাম, অন্তত আমার তাই ধারণা ছিল। আমি কেঞ্জোকে সব খুলে বলেছিলাম, এবং সে আমাকে এর জন্য ক্ষমাও করে দিয়েছিল। দুজনে মিলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমরা কখনো তার কথা ঘুণাক্ষরেও তুলবো না। আর আজকে ওর সাথে আমার দেখা হয়ে গেল! অবশ্য সেখানে বাদে তার সাথে আমার আর দেখা হয়নি। পেছনে ফিরে না তাকিয়েই সে গটগট করে দোকান থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল...কিন্তু শিজু-চান, আমার এখন কী করা উচিত?

তোমার বান্ধবী,
কাতসুকো

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া পুরো চিঠিটা পড়ে শেষ করার পর যেন উত্তেজনা আর দমিয়ে রাখতে পারছিলেন না।

"শিরাকি-সান, আপনার কি মনে হচ্ছে এই ত—ই তাদের খুন করেছে?"

"হ্যাঁ, আমার তাই মনে হচ্ছে। ও ছাড়া আর কারো পক্ষে যে এরকম বীভৎস হত্যাকাণ্ড করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না।"

শিজুকো দৃঢ় গলায় লেকচার দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল :

ত—এর আসল নাম শোজো তায়া। সে কোবে শহরের সুমা'তে অবস্থিত এক ধনী পরিবারের ছেলে। কাতসুকোর সাথে তার যখন প্রথম দেখা হয়েছিল, তখন সে কোনো এক মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির ইউনিফর্ম পরে ছিল। পরে জানা গিয়েছিল, সে কোনো ইউনিভার্সিটির ছাত্র নয়। তিন-তিনবার পরীক্ষা দেওয়ার পরেও সে প্রত্যেকটাতে ফেল করেছে। কাতসুকো ছিল একজন বুদ্ধিমান যুবতী মেয়ে। কিন্তু সে গ্রাম থেকে নতুন শহরে আসা মেয়েদের মতো একটা ভুল করে বসলো—সে ঐ শয়তানটার ফাঁদে পা দিয়ে দিলো। তায়া সম্পূর্ণভাবে সে সুযোগটা কাজে লাগালো।

"কাতসুকো কিন্তু হালকাভাবে তার সাথে সম্পর্কে জড়ায়নি। সে তাকে

ভালোবেসেই সম্পর্কে জড়িয়েছিল। একদিন তাকে বিয়ে করার ইচ্ছাও তার ছিল। কিন্তু সে সুখস্বপ্ন কেবল তিনমাস টিকলো। সে আবিষ্কার করলো, তায়া কোনো মেডিক্যালের ছাত্র নয়। সেটা বাদেও সে যে আরও কত ঠগবাজির সাথে জড়িত, তাও সে জানতে পারলো। চতুর্থ মাস পার হওয়ার সাথে সাথে সে সম্পর্কটা ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। এ সময়ে আমি তার সাথে ছিলাম। নির্লজ্জের মতো সে সবকিছু স্বীকার করলো : "*ওহ হো, তুমি তাহলে জেনে ফেলেছ—যাকগে, সমস্যা নেই। বুঝতে পেরেছি—আমাদের বিচ্ছেদ হতে যাচ্ছে।*" তারপরেও সে স্বচ্ছন্দেই সব কিছু মেনে নিলো। সে এবার কাতসুকোর ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কুবো-সান, চিন্তা করো না। আমি আর তোমার বোঝা হয়ে থাকব না।" এরপর চিঠিতে দেওয়া তথ্যের মতোই তার সাথে আর তায়ার দেখাসাক্ষাৎ ঘটেনি।

তবে আমি স্বীকার করছি, মাঝেমধ্যে তার সম্পর্কিত অনেক গুজব আমার কানে আসতো : সে নাকি আরও খারাপ হয়ে গেছে, মেয়েদের সাথে ইচ্ছামতো ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে, শেষমেষ সে নাকি ইয়াকুজাতে গিয়েও যোগ দিয়েছে বলে শুনেছিলাম। এমনকি সে নাকি চাঁদাবাজি ও ব্ল্যাকমেইলিংয়ের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। ওরকম একটা মানুষের সাথেই কাতসুকো একসময় সম্পর্কে জড়িয়েছিল। আমি নিশ্চিত যখন তায়া জানতে পেরেছিল যে কাতসুকোর বিয়ে হতে যাচ্ছে, সে সেটা মেনে নিতে পারেনি। তাই আমি মনে করি এই তায়া আমার বান্ধবী কাতসুকো এবং তার স্বামীকে হত্যা করেছে।"

কোসুকে উৎসাহভরে শিজুকোর প্রত্যেকটা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। কথা শেষ হওয়া মাত্রই সে একটা ছবি বের করে তাকে দেখালো। ছবিটা আগের দিন ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া তাকে দিয়েছিলেন। কেঞ্জোর অ্যালবামে পাওয়া সেই কথিত চিরশত্রুর ছবি ছিল ওটা।

"শিরাকি-সান, ছবির এই মানুষটাই কি তায়া?"

অবাক হয়ে শিজুকো হাত বাড়িয়ে ছবিটা হাতে নিলো। তারপর মাথা নেড়ে সে জবাব দিলো,"না," সে দৃঢ়ভাবে জবাব দিলো। "এই মানুষটা তায়া নয়। তায়া আরও বেশি সুদর্শন একটা পুরুষ।"

।। অধ্যায় ১২ ।।

কবরটা খোঁড়া হলো...

শিজুকোর শিরাকি'র গল্পটা কোসুকে কিনদাইচি ও ইনস্পেকটর ইসোকাওয়ার ওপর অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিল। অবশ্য দু'জনই ভিন্নভাবে সেটাকে গ্রহণ করেছিল। তবে গল্পটার মধ্যেই কিন্তু কেসটা সমাধানের চাবিকাঠি লুকিয়ে ছিল। তবে তারা আরও পরে উপলব্ধি করেছিল সেটা।

এখনকার মতো কোসুকে ও ইসোকাওয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে হাসপাতাল থেকে বের হলেন। দু'জনে একই জিনিস নিয়ে ভাবছিলেন, অথচ তাদের মুখের অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছিল। ইনস্পেকটর ইসোকাওয়াকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন এই মাত্র বিস্বাদ একটা পোকা খেয়ে ফেলেছেন। অথচ কোসুকে কিনদাইচিকে দেখে খুবই আনন্দিত মনে হচ্ছিল। সত্যি বলতে কী সে সাইকেল চালিয়ে ফেরার পথে তাকে সত্যি সত্যি খুবই রোমাঞ্চিত মনে হচ্ছিল। আর এরকম অবস্থায় সে তার অভ্যাস অনুযায়ী একহাত দিয়ে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে অপর হাত দিয়ে বাতাসে উড়তে থাকা চুলের ভেতর হাত দিয়ে মাথা চুলকাচ্ছিলো।

দুজনে মিলে নিঃশব্দে শহরের ভেতর দিয়ে নদীর পাশ দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে রাস্তার মোড়ে বাঁক নিতে যাচ্ছিলেন। এই মোড় দিয়েই ও—গ্রামে ফিরে যাওয়া সম্ভব। হঠাৎ করে কোসুকে চিৎকার করে ইসোকাওয়াকে থামতে বললেন।

"এ-এক মি-মিনিট। এক মিনিট দাঁড়ান।"

বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া সাইকেল থামালেন। তারপর হেঁটে হেঁটে কোসুকের পিছু পিছু একটা তামাক বিক্রেতার দোকানে ঢুকলেন। কোসুকে সেখানে ঢুকে তাকে এক প্যাকেট চেরি ব্র্যান্ড সিগারেট দিতে বলল।

"মাফ করবেন," সে বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলো। "ঐ রাস্তাটা দিয়ে কি হ—গ্রামে যাওয়া সম্ভব?"

"হ্যাঁ, সম্ভব।"

"আমি যদি এই রাস্তা ধরে চলতে থাকি, তবে আমি সেখানে পৌঁছে যাব—

ব্যাপারটা কি এ রকম সোজা? নাকি অন্য কোনো দিক নির্দেশনা রয়েছে?"

"মোটামুটি ঠিকই ধরেছেন। আপনি যদি এই রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকেন, তবে আপনার সামনে ও—গ্রাম পড়বে। সেখানে একটা সরকারি অফিস আছে। ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই তারা আপনাকে ইয়ামানোয়ায় অবস্থিত ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনের রাস্তাটা দেখিয়ে দেবে। বিশাল একটা ম্যানশন—কোনোমতেই সেটা আপনার চোখ এড়াবে না। ঐ ম্যানশনের প্রবেশদ্বারে সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, সেটা ধরে চলা শুরু করবেন। রাস্তাটা টিলার ওপর দিয়ে চলে গেছে, তবে একদম সোজাসাপ্টা রাস্তা। কোনোমতেই পথ হারানোর কোনো সুযোগ নেই।"

বুননকার্যে ব্যস্ত থাকায় বিক্রেতা একবারো মুখ তুলে পর্যন্ত তাকালো না।

"বুঝতে পেরেছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

কোসুকে উল্লসিত মুখে তামাকের দোকান থেকে বের হলো। ইসোকাওয়া তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন, কিন্তু কোসুকে তাকে কোনোপ্রকার ব্যাখ্যা দিলো না।

"এভাবে সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত," সে বলল। লাফ দিয়ে সাইকেলে চড়ে সে বলল, "চলুন তাহলে।"

ইসোকাওয়া তখন মনে মনে কোসুকের করা প্রশ্নটা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সে কেন ঐ প্রশ্নগুলো করেছিল, তা বের করতে পারলেন না। ওরকম দ্বিধান্বিত অবস্থাতেই তিনি কোসুকের পিছে পিছে সাইকেল চালাতে চালাতে ঢুকে পড়লেন ও—গ্রামে। তারপর তারা ইয়ামানোয়া নামধারী ক্ষুদ্র গ্রামটার ভেতর দিয়ে ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনে ফিরে এলেন।

এর মধ্যে সাবুরো'কে মূল বাসভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। রিউজি ও গ্রামের ডাক্তার ফ— মিলে তার দেখভাল করছিল। তার ক্ষতটা বেশ গভীর ছিল, সেই সাথে আঘাতের ফলে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল ধনুষ্টংকার রোগে। এক পর্যায়ে তার অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু ইসোকাওয়া ও কোসুকে ফিরে আসার সময়ের মধ্যে তার অবস্থান উন্নতির দিকেই ছিল। তাকে এখন দুয়েকটা প্রশ্ন করা যায়। ইসোকাওয়া দ্রুত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ছুটে চলে গেলেন। কিন্তু অবাক ব্যাপার, কোসুকে তার সাথে যোগ দিলো না। বরং সাইকেল থেকে নেমে সে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট কিমুরা ও পাশে থাকা এক যুবক পুলিশ ডিটেকটিভের সাথে যোগ দিলো। তার কথা শুনে দুজনেই অবাক হয়ে গেল।

"সেকি! আমাদেরকে আপনি এখন হ—গ্রামে যেতে বলছেন?"

"হ্যাঁ। ঝামেলা করার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আপনারা কি বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরোদস্তুর অনুসন্ধান করতে পারবেন? মনে হয় না এই ছোট্ট গ্রামে খুব বেশি সংখ্যক বাড়ি রয়েছে।"

"হ্যাঁ, সেটা সত্য...কিন্তু ইনস্পেকটরের কী হবে?"

"চিন্তা করবেন না। আমি সবকিছু তাকে ব্যাখ্যা করে বলে দেব। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা। আপনাদের সাথে করে এটাও দিয়ে দিচ্ছি..."

কোসুকে সার্জেন্ট কিমুরার হাতে তিন-আঙুলে মানুষটার সেই ছবিটা তুলে দিলো। কিমুরা সেটা পকেটে রেখে দিলেন। দুজন ডিটেকটিভ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় জোরে জোরে সাইকেল চালাতে চালাতে বেরিয়ে গেলেন। তারা মূল প্রবেশদ্বার থেকে বের হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো কোসুকে। তারপর মূল বাসভবনে ঢুকে পড়লো। ভেতরে গিনজো তারই অপেক্ষায় বসে আছে।

"কোসুকে, তুমি সাবুরোর কথাবার্তা শুনবে না?"

"না, সমস্যা হবে না। তাছাড়া আমি পরে নাহয় ইনস্পেকটরের কাছ থেকে শুনে নেব।"

"তুমি বাইরে থাকা দুজন ডিটেকটিভকে হ—গ্রামে পাঠিয়েছ। ওখানে কিছু রয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ, ইয়ে মানে...একটু পরে সব খুলে বলছি।"

গিনজো তার বন্ধুর চোখের দিকে কিছুক্ষণ কটমটে চোখে তাকিয়ে থাকার পর হাল ছেড়ে দিলেন, তারপর জোরে শ্বাস ফেললেন।

তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন। এই কোসুকে এখন আর অন্ধকারে হাতড়াহাতড়ি করছে না। তার মস্তিষ্কের ভেতর যুক্তি আর প্রমাণের ব্লক ধীরে ধীরে জোড়া লেগে যাচ্ছে। তার চোখের উজ্জ্বল দ্যুতি থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সে এই ধাঁধাটা প্রায় সমাধান করে ফেলেছে।

"তুমি ক—শহরে গিয়ে কিছু জানতে পেরেছ, তাই না?"

"হ্যাঁ, সে ব্যাপারে আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই, তবে এখানে নয়। চল ভেতরে যাওয়া যাক।"

দুজনে বসার ঘরে চলে গেল। আজ সেখানে কেউ ছিল না; গিনজো ও কোসুকের জন্য সেটা ভালোই হলো। গোটা ইচিইয়ানাগি পরিবার এখন সাবুরোর বিছানার পাশে অবস্থান করছে।

কোসুকে এখন গিনজো'কে যা বলতে যাচ্ছে, তা গিনজোর জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হতে যাচ্ছে। সে জানতো, গিনজো কাতসুকো'কে প্রচণ্ড ভালোবাসত, অন্ধের মতো বিশ্বাস করতো। এখন সে যে কথাটা বলতে যাচ্ছে, তাতে তার বন্ধু যে প্রচণ্ড ব্যথিত হবে, সেটাও তার অজানা ছিল না। কিন্তু এভাবে লুকোচুরি করে লাভ নেই—তাকে সব খুলে বলাই মঙ্গলজনক হবে।

বুড়ো গিনজো সবকিছু শোনার পর একদম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাকে দেখতে

একদম বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল। একটা কুকুরকে আচ্ছামতো পেটানোর পর সে যেভাবে তাকায়, গিনজো সে দৃষ্টিতেই কোসুকের দিকে তাকালেন।

"কো-সান...আমি....আমি...এসব কি সত্যি?"

"আমি তাই মনে করি। শুধু মিথ্যা বলার জন্য এই মহিলা এতদূর আসবে না। আর তাছাড়া কাতসুকো'র হাতে লেখা চিঠি দুটো আমি দেখেছি।"

"কিন্তু কাতসুকো কেন আমাকে এসব খুলে বলল না? কেন তার সেই বান্ধবীর কাছেই সে সাহায্য চাইল?..."

"চাচা..."

কোসুকে সহানুভূতি দেখিয়ে গিনজোর কাঁধে হালকা চাপ দিলেন।

"মেয়েরা তাদের বাবা-মা কিংবা আত্মীয়স্বজনদের কাছে সবকিছু খুলে বলার সাহস পায় না। এর থেকে তাদের বান্ধবীর কাছেই সব খুলে বলতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।"

"হুহ।"

গিনজো কিছুক্ষণ এরকম হতবুদ্ধি অবস্থাতেই বসে থাকলেন। তবে এই উদ্যমী মানুষটার মনে এখন একটাই উদ্দেশ্য, একটাই চিন্তা খেলা করছে, আর সেজন্য বসে থাকলে চলবে না। একটু পর তিনি স্বাভাবিক হলেন। মাথা উঁচু করে এবার কোসুকে-কে জিজ্ঞেস করলেন, "এরপর?...এর মানে কী? এই ত—, মানে..শোজো তায়া'ই কি খুনি?"

"ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া তাই ধারণা করছেন। কাতসুকোর বান্ধবী, মানে শিরাকি শিজুকোও সেই দাবী করছে।"

"তাহলে তায়া'ই সেই রহস্যময় তিন-আঙুলে মানুষ?"

"না, সে নয়। আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল, তাই শিজুকো-সানকে ছবিটা দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি একদম নিশ্চিত, ঐ তিন-আঙুলে মানুষটা ও তায়া একই ব্যক্তি নয়। ইনস্পেকটর অবশ্য ব্যাপারটাতে মন খারাপ করেছেন।"

কথাটা বলেই কোসুকে চোখ কুঁচকে ফেলল। গিনজো তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন।

"তাহলে, কো-সান, তোমার কী মনে হচ্ছে? আমার তো মনে হচ্ছে, এই তায়া কোনোভাবেই খুনের সাথে জড়িত নয় বলে তোমার বিশ্বাস।"

"না। বরং ব্যাপারটা উল্টো। আমার ধারণা সে এই কেসটার সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত—। আপনাকে সাহায্য করতে পারি কী?"

কিয়ো, মানে ইচিইয়ানাগিদের একজন চাকরানি শোজি দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারছিল।

"মাফ করবেন। আমি ভেবেছিলাম, সুজুকো-চান বোধহয় এখানে ঢুকে বসে আছে।" হড়বড় করে বলে কিয়ো সেখান থেকে কেটে পড়ার চেষ্টা করলো।

"না, আমরা সুজুকো-সান'কে কোথাও দেখিনি। ওহ, এক মিনিট দাঁড়ান, কিয়ো-সান।"

"জি বলুন।"

"একটা ব্যাপার আপনার সাথে নিশ্চিত করতে চাচ্ছি। সেদিন রাতে, বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে অ্যানেক্সে গিয়ে সর্বশেষ যে সাকে অদলবদল হলো, তখন সেখানে কে কে ছিলেন? গ্রামের মেয়র, বর ও কনে, আর বাড়ির কর্ত্রী। রিয়োসুকে ও আকিকোও ছিল নাকি?"

"জি, ঠিক ধরেছেন। আর কেউ অ্যানেক্সে ছিল না।"

"আর আমার ধারণা, সে রাতে বাড়ির কর্ত্রী পরিবারের ক্রেস্ট খচিত কিমোনো পরেছিলেন। আপনিই কি সেটা ভাঁজ করে গুছিয়ে রেখেছিলেন?"

কিয়ো এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে গেল।

"না, আমি রাখিনি।"

"তাহলে কে রেখেছে?"

"কেউই রাখেনি। আমাদের কর্ত্রী তার জামাকাপড়ের ব্যাপারে খুবই খুঁতখুঁতে। তিনি কাউকে তার জামাকাপড় ধরতে দেন না। নিজের জামাকাপড় তিনি নিজেই গুছিয়ে রাখেন। কিন্তু সে রাতের দুর্ঘটনার পর থেকে তার সেসব করার সুযোগ মেলেনি। এখনো সেটা তার ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।"

কোসুকে ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল।

"আ-আমাকে কি সেখানে নিয়ে যেতে পারবেন?"

এভাবে উৎসাহ নিয়ে তাকে ঝট করে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে কিয়ো চমকে গেল। সে কাঁদো কাঁদো মুখে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। গিনজো নিজেও কোসুকে'র এরকম প্রতিক্রিয়া দেখে চমকে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি কিয়ো'কে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

"কিয়ো-সান, ভয় পাবেন না। আমিও সাথে যাচ্ছি। ইতোকো-সানের ঘরটা তাহলে কোনদিকে?"

"এই যে, এদিকে আসুন।"

দুজনে মিলে কিয়ো'র পিছুপিছু হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে গিনজো তরুণ ডিটেকটিভের কানে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "কো-সান, কী ব্যাপার বলো তো? ইতোকো-সানের কিমোনো দেখার পেছনে তোমার কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে?"

কোসুকে কয়েকবার মাথা নাড়লো। সে আর কথা বলতে চাইছে না। সে বুঝতে পারছে, এরকম উত্তেজনাকর অবস্থায় কথা বলতে গেলে তার তোতলামি বেড়ে যাবে।

কিয়োর কথামতো ফ্যামিলির ক্রেস্ট খচিত কিমোনোটা ঘরের ভেতর বাঁশের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। হ্যাঙ্গারটা ঘরের একটা বিম থেকে ঝুলছিল। কোসুকে কিছুক্ষণ সেই কিমোনোর হাতায় লুকোনো পকেটগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করল। অকস্মাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল।

"কি-কিয়ো সান, আপনি এখন যেতে পারেন," সে মুচকি হেসে বলল।

কিয়ো আগের থেকেও দুর্বলভঙ্গিতে একপলক তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কোসুকে তাকে বেরিয়ে যেতে দেখলো, তারপর কিমোনোর হাতার পকেটটাতে আবার হাত গুঁজে দিলো।

"চাচা, বদ্ধঘর রহস্যের সমাধানের পদ্ধতিটা পাওয়া গেছে। মঞ্চে যখন জাদুকর একটা হাতঘড়ি জাদুর বাক্সে ফেলে দেয়, তারপর দেখা যায় ঘড়িটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, শেষমেষ সেটাকে দর্শকদের কারো পকেট থেকে উদ্ধার হয়—নিশ্চয়ই দেখেছেন? মোটামুটি সবারই এর পেছনের ট্রিকটা জানা রয়েছে। দর্শকদের মধ্যে একজনকে অবিকল ঐ একই ঘড়ি হাতে ম্যাজিক শো শুরুর আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখা হয়। মানে এই রহস্যটার সমাধানের জন্য দুটো হাতঘড়ির দরকার হয়। জাদুকর হাতঘড়িটা বাক্সে ফেলতে গিয়ে সে হাতসাফাই করে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলে। আর এই যে দেখুন—আমাদের হাতে সেই প্রথম ঘড়ি এসে পড়েছে!"

কোসুকে কিমোনোর হাতার পকেট থেকে হাত বের করে সেটা গিনজোর সামনে ধরল। তার হাতের তালুতে একটা কোতো ব্রিজ দেখা যাচ্ছিল। ব্রিজটাতে পাখি ঢেউয়ে বসে আছে—এমন চিত্র খোদাই করা রয়েছে।

"কো-সান! ওটা কি—?" গিনজো বিষম খেল।

কোসুকের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠলো।

"একটু আগেই তো তোমাকে বলেছি চাচা, এটা হচ্ছে রহস্যের চাবিকাঠি। বিশাল এক উন্মোচন, কিন্তু কাহিনি তো কেবল তো শুরু হয়েছে। সে রাতে—ওহ, ভেতরে এসো।"

গিনজো এনগাওয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলো, সুজুকো লম্বা হাতার কিমোনো পরে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

"একদম চমৎকার সময়ে এসেছ, সুজু-চান," সে নরম গলায় বলল। "আশা করছি তুমি আমাদের একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। এই যে কোতো ব্রিজটা, এটা কি লাভবার্ড কোতো থেকে নেওয়া?"

সুজুকো ভীত চেহারায় ঘরের ভেতর প্রবেশ করলো। সে কোসুকের হাতের

কোতো ব্রিজটার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নাড়লো।

"বিয়ের অনুষ্ঠানে তুমি কোতো বাজানোর আগে থেকেই একটা কোতো ব্রিজ উধাও হয়ে গিয়েছিল, কি ঠিক না?" কোসুকে জিজ্ঞেস করলো। "তুমি কি বলতে পারবে কখন থেকে ব্রিজটা পাওয়া যাচ্ছিল না?"

"আমি ঠিক করে বলতে পারব না। আমি কোতোটা বের করার পর থেকেই ওরকম দেখেছি।"

"তাহলে কোতোটা তুমি কবে বের করেছিলে?"

"যেদিন কনেপক্ষ বাড়িতে এসেছিল, সেদিন। সেদিন সকালে আমি স্টোরহাউজ থেকে কোতোটা বের করেছিলাম। যখন দেখলাম সেটাতে একটা কোতো ব্রিজ নেই, তখন আমার ব্যবহৃত কোতো থেকে একটা ব্রিজ খুলে সেটাতে লাগিয়ে দিয়েছিলাম।"

"তার মানে কোতোটা স্টোরহাউজে রাখা হয়েছিল। আচ্ছা, যে কেউ চাইলেই কি যখন তখন সেটাতে ঢুকতে পারে?"

"না। সাধারণত ওটা বন্ধ করাই থাকে। কিন্তু সেদিন কনেপক্ষ আসবে দেখে অনেক কিছু বের করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই সেটা খোলা রাখা হয়েছিল।"

"আচ্ছা। তারমানে সেদিন অনেক লোকজন সেটার ভেতর আসা-যাওয়া করছিল?"

"হ্যাঁ। অনেকেই ভেতরে আসা-যাওয়া করছিল। দরকার ছিল অনুষ্ঠানের জন্য প্লেট, বসার জন্য জাবুটন কুশন আর ফোল্ডিং পর্দার। আর সেগুলো সবই স্টোরহাউজে থাকায় তাদের ভেতরে ঢোকা দরকার হয়ে পড়েছিল।"

"ধন্যবাদ তোমায়। তুমি অনেক বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে, তাই না সুজু-চান? আরেকটা কথা—"

কোসুকে নরমভাবে তার কাঁধে হাত রেখে তার বাচ্চাটে গড়নের মুখের দিকে তাকালো।

"সুজু-চান, তুমি তোমার মৃত বিড়ালটার জন্য এত চিন্তিত কেন?"

পরে কোসুকে কিনদাইচি জানিয়েছিল, তার জানা ছিল না এই প্রশ্নটা যে কেসের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। সে শুধু জানতে চেয়েছিল, ছোট্ট মেয়েটা কেন বাববার রাতের অন্ধকারে তার মৃত বিড়ালটার কবরের কাছে ছুটে যাচ্ছে? তার মনে কীসের এত অস্থিরতা?

তবে প্রশ্নটা সুজুকো'কে ঘাবড়ে দিলো। তার মুখভঙ্গিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সে প্রশ্নটার উত্তর দিতে ভয় পাচ্ছে।

"তামা?.."

"হ্যাঁ, তামা। তুমি কি তামা'র সাথে খারাপ কিছু করেছিলে?"

"না, না। অবশ্যই না।"

"তাহলে তুমি এত চিন্তিত কেন?...সুজু-চান, তামা কবে মারা গিয়েছিল?"

"বিয়ের আগের দিন। একদম ভোরবেলায় সে মারা গিয়েছিল।"

"আচ্ছা। আর পরের দিন সকালবেলা তুমি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করলে। ঠিক?"

সুজুকো জবাব দিলো না। অকস্মাৎ সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। কোসুকে ও গিনজো একে অপরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোসুকের যেন কিছু একটা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ার সাথে সাথে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেল।

"সুজু-চান, আচ্ছা সত্যি করে বলো তো, তুমি কি সত্যিই তামা'কে কবর দিয়েছিলে? নাকি তুমি সবাইকে মিথ্যা বলছো?"

সুজুকোর কান্নার গতি আরও বেড়ে গেল।

"আমাকে মাফ করে দাও, মাফ করে দাও। কিন্তু তামা'র জন্য আমার প্রচণ্ড খারাপ লাগছিল। সে একলা ঐ কবরে থাকবে। বেচারা তামা। তাই আমি তাকে বাক্সে ঢুকিয়ে ফ্রিজিটের ভেতর তাকে রেখে দিয়েছিলাম...তারপর...তারপর...আমার ভাইকে হত্যা করা হলো।"

"হুম। তারপর?"

"আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ সাবু-চান আমাকে বলেছিল যে, কেউ এভাবে বিড়ালকে কবর না দিয়ে ফেলে রাখলে সে ভূত হয়ে যায়। সে আমাকে ভয় দেখিয়েছিল যে, এর ফলে খারাপ কিছু হতে পারে। তাই আমি তার কথায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সেজন্য সবাই যখন কেঞ্জোর জন্য শোক পালন করছিল, আমি তখন চুপিচুপি গিয়ে তামাকে কবর দিয়ে এসেছিলাম।"

এটাই ছিল সুজুকোর গোপন কথা। এই জিনিসটাই তাকে এতটা ভুগিয়েছিল যে, সে স্লিপওয়াকিং করা শুরু করেছিল।

"তার মানে সুজু-চান তুমি বলতে চাইছো যে, বিয়ের অনুষ্ঠান ও তোমার ভাইয়ের সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার মধ্যেও বিড়ালের কফিনটা তোমার ঘরেই ছিল?"

"মাফ করে দাও, আমাকে মাফ করে দাও। যদি আমার মাকে এসব বলতে যেতাম, তবে তিনি প্রচণ্ড রেগে যেতেন।"

"চাচা!"

কোসুকে একদম লাফিয়ে উঠলো। তারপর সুজুকো থেকে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। মনে হচ্ছে, সে কিছু একটা বুঝতে পেরেছে।

"ওসব নিয়ে আর ভেবো না সুজু-চান," গিনজো নরম গলায় বলল। "সব ঠিক আছে। তুমি সত্যটা আমাদের জানিয়েছ, এখন তোমাকে আর সেটা নিয়ে ভাবতে হবে

না। আসো, চোখটা মুছে চল অন্যদের কাছে যাই। কিয়ো-সান কিন্তু তোমাকে এতক্ষণ ধরে খুঁজছে।"

চোখ মুছে সুজুকো দ্রুতবেগে এনগাওয়া দিয়ে বের হয়ে গেল। কোসুকে কয়েক সেকেন্ড ধরে তার পদধ্বনি শুনলো, তারপর শক্ত করে গিনজোর হাতটা আঁকড়ে ধরলো।

"চাচা, চলুন। আমাদেরকে এখন বিড়ালের কবরটা দেখে আসতে হবে।"

"কো-সান, তোমার আবার—"

কিন্তু কোসুকে তার কথা শুনছিল না। তার জীর্ণ হয়ে যাওয়া হাকামার কোণা শক্ত করে সে ঝড়ের বেগে দরজার দিকে ছুটলো। অগত্যা গিনজো'কে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রায় দৌড়াতেই হলো।

তারা সোজা বাগানের একদম শেষ মাথায়, মানে যেখানে বিড়ালের কবরটা দেওয়া হয়েছিল, সেখানে চলে গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে আগের দিন কবরটা খোঁড়ার সময় যে শাবল ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটা কবরের পাশেই পরে রয়েছে। কোসুকে সেটা তুলে নিয়ে কবরটা খোঁড়া শুরু করলো।

"কো-সান, এ কি করছো—"

"ঐ মেয়েটাকে এমন সহজ গলায় মিথ্যা বলতে দেখে আমি একদম বোকা বনে গেছি। হত্যাকাণ্ডের সময় বিড়ালের কফিনটা সুজুকোর ঘরে ছিল।"

"তুমি বলতে চাইছো যে, খুনি ওটার ভেতর কিছু লুকিয়েছে? কিন্তু আমরা তো গতকালকেই সেটা খুঁড়ে দেখলাম।"

"তা-তা ঠিক। কিন্তু খোঁড়ার পরের সময়টাই কিন্তু এর ভেতর কিছু লুকিয়ে রাখার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।"

মাটি খুঁড়ে কাঠের বাক্সটা বের করতে খুব একটা দেরি হলো না। ওটার ঢাকনাটা আগের দিনই খোলা হয়েছে, তাই পেরেকগুলো এখনো আলগা হয়ে রয়েছে। তাই খুলতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। ভেতরটা ঠিক আগের মতোই আছে। দুর্বল হৃদয়ের সুজুকোর প্রিয় বিড়ালটাকে একটা সুতির চাদর দিয়ে মুড়ে রেখেছিল।

কোসুকে একটা কাঠি দিয়ে চাদরটা খুঁচিয়ে তুলে ফেলল। তারপর সেটার নিচ থেকে এক আঙুল ও মধ্যাঙ্গুলি ব্যবহার করে কী যেন বের করে আনলো। অয়েলপেপারে মোড়ানো, সুতো দিয়ে বাঁধা একটা পার্সেল। আকারে বিড়ালটারই সমান হবে।

গিনজো চমৎকৃত হলেন। আগের দিন খোঁড়াখুঁড়ির সময় বাক্সের ভেতর এই পার্সেলটা ছিল না।

কোসুকে অয়েলপেপারে মোড়ানো পার্সেলটার কোণা ছিঁড়ে ভেতরে উঁকি দিলো। তারপর সে তার চাচার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিলো দেখার জন্য।

"দে-দে-দেখুন, চাচা। ওটা এখানেই ছি-ছিল।"

গিনজো পার্সেলটার ভেতর তাকালেন। সাথে সাথে তার মনে হতে লাগলো, তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গিয়েছে। পৃথিবীতে তিনি এত বছর পার করে ফেলেছেন, অথচ আগে কখনো এরকম ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়নি। এই কেসে সামনে আরও অনেক কিছুই ঘটা বাকি রয়েছে, কিন্তু এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করলে ওগুলোকে নস্যি মনে হবে।

।। অধ্যায় ১৩ ।।

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়ার কল্পমান অবস্থা...

"আপনারা দুজন আবার কোথায় গিয়েছিলেন?"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া মূল বাসভবনের বারান্দায় বসেছিলেন। গিনজো ও কোসুকে তখন বিড়ালের কবর থেকে হেঁটে হেঁটে ফিরে আসছিল।

"এই তো, একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।"

"হাঁটতে? বাগানের ওদিকে?"

"জি, ঠিক ধরেছেন।"

ইসোকাওয়া দুজনকে আপাদমস্তক পরীক্ষা করলেন। গিনজোর ফ্যাকাশে মুখটা তার চোখ এড়ালো না।

"কী হয়েছে? কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে।"

"না, এরকম ভাবছেন কেন? আমরা ঠিক আছি।"

"তা তো মনে হচ্ছে না। আপনাদের হাতে ওটা কী?"

"ওহ, এটা?"

কোসুকের হাতে বড়োসড় সাইজের রুমালে মোড়ানো একটা জিনিস ছিল। সে নির্বিকারভাবে ওটা দোলালো।

"একটা স্যুভনিয়র," সে মুচকি হেসে ঘোষণা করলো।

"স্যুভনিয়র?"

"জি। কিন্তু ইনস্পেকটর, এত প্রশ্ন করলে তো চলবে না। এখন কয়েকটা উত্তরই নাহয় দিন? সাবুরোর সাথে কী হয়েছিল?"

"হুম, আসলে...আমার মনে হয় আপনাদের বসা উচিত। কুবো-সান, আপনার কি শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছে? মুখ-চোখ খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে..."

"কী? ওহ, আচ্ছা। আমি আসলে কাতসুকোর হত্যাকাণ্ড নিয়ে তার সাথে আলোচনা করছিলাম। তাই তার মনটা খুব একটা ভালো লাগছে না। আচ্ছা, এখন বলুন, সাবুরো আপনাকে কী বলল?"

"সে অসংলগ্ন ভাষায় অনেক কিছুই বকলো। তবে আমার ধারণা, এই ঘটনার

জন্য আপনিও একদিক থেকে দায়ী, কিনদাইচি-সান।"

"মজা করছেন নাকি! আমি কীভাবে—"

"গতকাল আমরা সাবুরোর সাথে ডিটেকটিভ উপন্যাস নিয়ে উত্তপ্ত এক আলোচনায় বসেছিলাম, মনে আছে? সেখান থেকে সে প্ররোচিত হয়েছিল। আপনি বদ্ধঘর রহস্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন, ঠিক না? সাবুরো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে একা একাই এই রহস্যটার সমাধান করবে। তাই সে গতরাতে চুপিচুপি অ্যানেক্সের ঘরে ঢুকেছিল।"

"আচ্ছা। সে কারণেই—এরপর?"

"যাই হোক, সে ভেতর থেকে সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সোজা কথায়, হত্যাকাণ্ডের মতো একই অবস্থা সে তৈরি করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে তার মনে হতে লাগলো, কেউ যেন তোকোনোমার তাকের পেছনের ক্লজিটে লুকিয়ে রয়েছে। নাহ, কোনো শব্দ আসছিল না, বরং তার মনে হচ্ছিল কেউ যেন সেটার ভেতর শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে। তাই নিজের কৌতূহলকে দমাতে না পেরে সে সেখানে গিয়ে ক্লজিটটা খুলে দেখার চেষ্টা করেছিল। এরপর..."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরপর?"

"তো সাবুরো ক্লজিটটা খোলার সাথে সাথে একটা লোক তলোয়ার হাতে লাফিয়ে বের বের হলো। অবশ্য সেটা দেখে সাবুরো চিৎকার করে পালাতে গিয়েছিল, কিন্তু টাটামি ঘর পর্যন্ত যাওয়ার আগেই তার পিঠ এবং বিয়োবু পর্দা তলোয়ারের কোপে কেটে গিয়েছিল। এরপরের ঘটনা তার কাছে অস্পষ্ট, সে নাকি ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। সে কীভাবে ওখান থেকে গেনকান পর্যন্ত গিয়েছিল, সেটাও তার মনে নেই।

"আচ্ছা। এই আক্রমণকারী দেখতে কী রকম ছিল?"

"সে নাকি অন্ধকারের মধ্যে তাকে কেবল একঝলক দেখতে পেরেছিল। তাছাড়া সে নাকি চমকে গিয়েছিল। ওরকম পরিস্থিতিতে আসলে সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। এজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে সে বলেছে, লোকটা নাকি একটা বড়ো সাইজের সার্জিক্যাল মাস্ক পরেছিল...ব্যস এটুকুই।"

"তার মানে সে মানুষটার আঙুলের দিকেও তাকায়নি, ঠিক?"

"অবশ্যই। তার ওসব পরীক্ষা করে দেখার সুযোগই মেলেনি। তবে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে, তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় ওটা তিন আঙুলে মানুষটাই ছিল।"

গিনজো ও কোসুকে চোখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

"তারপর?...সাবুরো কি শুধু এটুকুই বলেছে?"

"হ্যাঁ। এটুকুই। আমার আরও কিছু জানার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা মাঠে মারা গেল। কিনদাইচি-সান, কেসটা আমার ওপর খুব চাপ ফেলে দিয়েছে, বুঝতে পারছেন?

এর পাশাপাশি আমাকে ঐ তায়া'র ব্যাপারেও খোঁজখবর নিতে হচ্ছে। এখন আমি বুঝতেও পারছি না, তার সাথে ঐ তিন আঙুলে মানুষটার আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। এতকিছু ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ব্যথা করতে শুরু করেছে।"

"আহা, এত চাপ নেবেন না। দেখবেন, খুব শীঘ্রই ভালো কোনো সংবাদ আপনি পেতে যাচ্ছেন।" কোসুকে উঠে দাঁড়ালো। "এহ হে, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি এখানে থাকা দুজন ডিটেকটিভকে হ—গ্রামে পাঠিয়ে ছিলাম।"

"কিমুরার কথা বলছেন? ওকে হ—গ্রামে পাঠিয়ে ছিলেন কেন?"

"ওখানে গিয়ে আমার হয়ে একটা অনুসন্ধান করে আসার জন্য পাঠিয়ে ছিলাম। যাকগে, চাচা, চলুন উঠি?"

"আপনারা দুজন কোথায় যাচ্ছেন?"

মনে হচ্ছে প্রশ্নটায় প্রচ্ছন্নভাবে আপত্তি মিশে আছে।

"ওহ, একটু হাঁটবো। আমরা ওদিকে যাচ্ছি। ইনস্পেকটর, আপনি এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকবেন, তাই না?"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া কোসুকের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন।

"যদি থাকেন," কোসুকে খুশি মনে বলতে লাগলো, "আপনি কি আমার হয়ে রিউজি-সানকে একটা প্রশ্ন করতে পারবেন? তিনি দাবী করছেন যে, খুন হওয়ার পরের দিন ভোরবেলায় এখানে এসে পৌঁছন তিনি। কিন্তু আগের দিন দুপুরবেলায়, মানে ২৫ তারিখ তাকে ন—স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতে দেখা গিয়েছে। আর সাক্ষী যে সত্য বলছে, তাতে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আপনি শুধু তাকে জিজ্ঞেস করবেন, সে কেন আমাদের কাছে মিথ্যা বলেছে?"

"ক-কী বললেন?" ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া তোতলাতে শুরু করলেন।

"আহা শান্ত হোন ইনস্পেকটর। আমাকে এভাবে নকল করলে তো চলবে না। চাচা, চলুন।"

এটুকু বলেই কোসুকে ও গিনজো হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকা ইনস্পেকটরকে পেছনে ফেলে চলে গেলেন। দুজনে মিলে বাড়ি ঘুরে পেছনের গেটে চলে গেলেন।

পেছনের এই গেটটা পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। আর এদিক দিয়েই সেই রহস্যময় তিন আঙুলে মানুষটা বিয়ের অনুষ্ঠানের রাতে ভেতরে প্রবেশ করেছিল। দুজনে মিলে সেটার ভেতর ঢুকে পড়লেন। বাড়ির পশ্চিম দিক দিয়ে যে নদী চলে গিয়েছে, তারা সেটার সামনের এক পথে নিজেদেরকে আবিষ্কার করলেন। দুজন মিলে নদীর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথ ধরে উত্তর দিকে আগাতে শুরু করলেন।

"কো-সান, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?"

"নিশ্চিত নই। কিন্তু 'যে কুকুর সারাক্ষণ ঘোরাফেরা করে, সেই কিন্তু হাড্ডির

সন্ধান পায়'—জানেন নিশ্চয়ই? চলুন আমরাও তাই করি।"

কোসুকের হাতের রুমালটা সে এখনো দুলিয়েই যাচ্ছে।

দুজনে মিলে উত্তরদিক ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় ওয়াটারহুইল সংযুক্ত থাকা চালের মিলের সামনে উপস্থিত হলেন। এখন অবশ্য হুইলটা বন্ধ রয়েছে।

মিলের পাশের ব্রিজটা পার হতেই পথটা অনেক সংকীর্ণ হয়ে গেল। সেটা পূর্বদিকে তীক্ষ্ণভাবে মোড় নিয়ে টিলার ওপর ওঠা শুরু করলো। কোসুকে ও গিনজো দুজনে সেই মোড়ের কাছাকাছি যেতেই একটা প্রমাণ সাইজের পুকুর দেখতে পেলেন।

ওকাইয়ামা প্রিফেকচারের এই অংশটা ধান উৎপাদনের জন্য অনেক বিখ্যাত ছিল। তাই সেচকাজের সুবিধার জন্য অনেকগুলো পুকুর খনন করা হয়েছিল। তাই এরকম পুকুর এসব এলাকায় অস্বাভাবিক কোনো দৃশ্য নয়। তবে এই পুকুরটাকে দেখে কোসুকে থেমে গেল। সে কিছুক্ষণ পুকুরের গভীর দিকটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন মজুরকে জিজ্ঞেস করলো, "মাফ করবেন, আপনারা কি প্রতি বছর এই পুকুরটা শুকিয়ে ফেলেন?"

"হ্যাঁ।"

"এ বছরে কি তা করা হয়ে গিয়েছে?"

"না, এখনো করা হয়নি...প্রতিবছর ২৫ নভেম্বরের দিকে সাধারণত পুকুরটা শুকিয়ে ফেলা হয়, কিন্তু এ বছর—আসলে সবাই ইচিইয়ানাগিদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল বলে...বুঝতেই পারছেন...সেটাকে পিছিয়ে পরের মাসের ৫ তারিখে নেওয়া হয়েছে।"

কোসুকের মুখ দেখে মনে হলো, উত্তর শুনে সে অসন্তুষ্ট হয়েছে।

"আচ্ছা। বুঝতে পেরেছি। আর এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ইচিইয়ানাগিদের জানা রয়েছে?"

"অবশ্যই। ঐ বাড়ির পুরোনো কর্তাই তো এই পুকুরটা খনন করিয়েছেন। তাই পুকুরটা শুকিয়ে ফেলার আগে আমরা গিয়ে ইচিইয়ানাগিদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসি। এর পেছনে আলাদা কোনো কারণ নেই। আসলে ব্যাপারটা একটা প্রথায় পরিণত হয়েছে, এই যা।"

"বুঝতে পেরেছি। আপনাকে ধন্যবাদ।"

মজুরকে পেছনে ফেলে তারা দুজন আবার হাঁটতে শুরু করলেন। গিনজো তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তবে এটা পরিষ্কার ছিল যে, কোসুকে নির্দিষ্ট কিছু একটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। তাই তিনি চুপচাপ তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তারা সামনে টিলা প্রান্তের রাস্তায় একটা বাঁক দেখতে পেলেন।

"আহ, অবশেষে পেয়েছি," কোসুকে বলে উঠলো। বাঁকের কাছাকাছি পৌঁছেই

তারা সামনে একটা সমতল, সংকীর্ণ ভূমি দেখতে পেলেন। সেখানে একটা মাটির ছোটো সাইজের সেমি-সিলিন্ডার আকৃতির একটা গঠনকে দেখা যাচ্ছে। আকারে কেবল বিশ বর্গ ফুটের মতো হবে। ওটা ছিল একটা কয়লার ভাটা।

গ্রামের দিকে কয়লা বানাতে দক্ষ কাউকে সাধারণত কদাচিৎ খুঁজে পাওয়া যায়। স্থানীয়রা বেশ মিতব্যয়ী, তাই তারা নিজেদের কাজে ব্যবহৃত কয়লাগুলো নিজেরাই বানিয়ে নেয়। কৃষকরা সাধারণত ইট আর মাটি দিয়ে এরকম ভাটা তৈরি করে। সাধারণত আকারে ছোটো করেই এসব বানানো হয়, একেক বারে সর্বোচ্চ ছয় কী সাত ব্যাগ অথবা সর্বোচ্চ ১২ ব্যাগ কয়লা প্রস্তুত করা যায়। মোটামুটি সবগুলোর আকার এর মতোই হয়ে থাকে, উচ্চতায় সেটা সর্বোচ্চ মানুষের বুক পর্যন্ত পৌঁছাবে।

কোসুকে ও গিনজো ওরকমই একটা কয়লার ভাটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভেতর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকায় অনুমান করা যাচ্ছে, একটু আগেই কেউ এখানে এক ব্যাচ কয়লা বানিয়েছে। কোসুকে দৌড়ে গিয়ে সেটার সরু খোলা অংশটাতে উঁকি দিলো। ভেতরে একজন মানুষ মাথায় রুমাল বেঁধে হাঁটুগেড়ে কয়লার টুকরাগুলো তুলে নিচ্ছে। আশপাশ দেখে বোঝা যাচ্ছে, তার কাজ প্রায় শেষের পথে।

"এই যে, শুনছেন!"

কোসুকের গলার আওয়াজ শুনে লোকটা কাজ থামিয়ে পেছনে ফিরে তাকালো।

"আপনার কাছে কয়েকটা প্রশ্ন রয়েছে। একটু বাইরে বের হবেন?"

লোকটা তারপরেও কিছুক্ষণ কয়লা পরিষ্কার করায় ব্যস্ত থাকলো। অবশেষে কাজ শেষ করে দুটো বাঁশের ঝুড়িভর্তি কয়লা নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। লোকটার হাতমুখ সব ছাইয়ে মাখামাখি হয়ে গিয়েছে; এর মধ্যে তার জ্বলজ্বলে চোখ দুটোই কেবল দেখা যাচ্ছে।

"কী চাই?"

"আপনি এই ব্যাচ কয়লা বানানোর জন্য কখন আগুন ধরিয়েছেন? খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা, তাই সত্যিটাই বলবেন।"

যখন গ্রামের দিকে কোনো অস্বাভাবিক কিছু ঘটে, সেটার খবর খুব দ্রুত সবার কাছে পৌঁছে যায়। তাই আগের দিনই সবাই জেনে ফেলেছিল যে, শহর থেকে গ্রামে জীর্ণ পোশাক পরা এই অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণের প্রবেশ ঘটেছে। কৃষক তাকে তার কয়লার ভাটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সে আঙুলের গাঁট গুনে হিসাব করা শুরু করলো।

"দাঁড়ান গুনে দেখি। আমি বোধহয় ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় ফার্নেসে আগুন ধরিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। সেদিনই তো ইচিইয়ানাগিদের বাসায় বিয়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল।"

"আর আগুন জ্বালাতে ব্যবহৃত জ্বালানী কাঠগুলো? সেগুলো কখন ঢুকিয়ে ছিলেন?"

"হুম, জ্বালানী কাঠগুলো আগের দিন, তারমানে ২৪ তারিখ ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু রাত হয়ে যাওয়ায় কেবল অর্ধেক পরিমাণ কাঠ ভেতরে ঢুকিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। সেদিন বাড়ি চলে গিয়ে পরের দিন সন্ধ্যায় ফিরে এসে বাকি ডালপালা-গুলো ভেতরে গুঁজে দিয়ে ফার্নেসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম।"

"এই দুটো সময়ের মধ্যে এদের কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছেন? এমন কিছু, যা আপনার কাছে অদ্ভুত লেগেছে?"

"যখন কথাটা তুলেছেনই, তখন বলেই ফেলি—২৫ তারিখ সন্ধ্যায় আগুন ধরানোর পর আমি রাতের বেলা একটু পর পর এসে সেটা দেখে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, ওটা ২৫ তারিখই ছিল, আমি একদম নিশ্চিত—সেদিন প্রচণ্ড বরফপাত হচ্ছিলো। যাই হোক, হঠাৎ মনে হলো ভাটার ভেতর থেকে কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ বের হচ্ছে। অনেকটা পোড়া চামড়ার মতো গন্ধ। আমি ভেবেছিলাম যে, ভেতরে বোধহয় কোনো মড়া বেড়াল বা কিছু কাঠের সাথে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু না, কেউ আমার সাথে মজা নিচ্ছিল। ভাটার চিমনির ভেতরে কে জানি পুরোনো নোংরা কাপড় আর একজোড়া জুতো ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ঐ যে দেখুন, আমি সেটা বের করে রেখেছি।"

বলে সে একটা স্তূপের দিকে ইঙ্গিত করলো। সেটা এমনভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে, সেটাকে আর কাপড় বলে চেনাই যাচ্ছিলো না। কিন্তু জুতোগুলো পুড়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের আকার ঠিকই বজায় রেখেছিল। কোসুকে সেগুলো কাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে দেখলো।

"আমি কি ভাটার ভেতরটা দেখতে পারি?"

"পারেন। কিন্তু ভেতরে তো কিছুই নেই।"

তার পরনে *হাকামা* মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে নোংরা হয়ে যাচ্ছে, সেটা জেনেই কোসুকে ভেতরে প্রবেশ করলো। ভেতরের অন্ধকার থেকে বেশ কিছুক্ষণ গুঁতাগুঁতির শব্দ কানে এলো। তারপরই একটা ভীষণ চিৎকার ভেতর থেকে ভেসে এলো।

"জ-জলদি! এ-এখানে আসুন!"

"জ-জি?" কয়লা প্রস্তুতকারক থতমত খেয়ে ভাটার প্রবেশপথের কাছে ছুটে এলো।

"হাহা! আজকে সবাই দেখি আমাকে ভ্যাংগাচ্ছে...দয়া করে আপনি কি একটা কাজ করতে পারবেন? ইচিইয়ানাগিদের বাড়িতে ছুটে গিয়ে সেখানে অবস্থানকারী পুলিশ অফিসারকে এখানে ডেকে আনতে পারবেন? আর হ্যাঁ, তাদেরকে কয়েকটা শাবল সাথে করে আনতে বলে দেবেন।"

"তাদেরকে আমি কী বলব—"

"তারা ব্যাপারটা বুঝতে পাবে। তাই আপনি ঝটপট দৌড় লাগান!"

লোকটা পিচের মতো ঘুটঘুটে অন্ধকারে টিলার প্রান্ত থেকে ছুঁড়ে মারা পাথরের মতো গতিতে ছুটে যাওয়ার পর কোসুকে ভেতর থেকে বের হয়ে এলো। তার নাকে ছাই মেখে গিয়েছে।

"কো-সান, ভেতরে কী?..."

কোসুকে মাথা নাড়লো। গিনজোর সন্দেহটা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। তিনি ঢোঁক গিললেন, আর কথা বাড়ালেন না। কোসুকে নিজেও চুপ করে থাকলো। মাথার ওপরে শরতের শেষদিকের আকাশটায় কেবল পাখিদের কলরব শোনা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া তার জুনিয়র ডিটেকটিভদের একজন ও একজন স্থানীয় পুলিশ কনস্টেবল নিয়ে হাজির হলেন। শেষের দুজনের হাতে দুটা শাবল দেখা যাচ্ছিল। সবাই জোরে হাঁটার কারণে হাঁপাচ্ছে। কিন্তু তাদের চোখের কৌতূহলী দৃষ্টিটা এখনো মলিন হয়নি।

"কিনদাইচি-সান, কী ব্যাপার বলুন তো?"

"ইনস্পেকটর, দয়া করে এই ভাটার নিচের মাটিটা খোঁড়া শুরু করুন তো। এটার নিচে একটা লাশ পুঁতে রাখা হয়েছে।"

"লা-লাশ!" কয়লা প্রস্তুতকারক একদম আহত ছাগলের মতো ম্যা ম্যা করে উঠলো।

পুলিস কনস্টেবল ও ডিটেকটিভ তাকে অগ্রাহ্য করে ভাটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো। কিন্তু গিনজো তাদের থামালেন।

"এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমার মনে হয় না ওভাবে এটার নিচে খোঁড়া সম্ভব।"

তিনি এবার কয়লা প্রস্তুতকারকের দিকে তাকালেন।

"এটা তো আপনারই ভাটা, তাই না?"

"ইয়ে মানে...হ্যাঁ।"

"এটা খোঁড়ার জন্য বাইরের দিকটা ভেঙে ফেলতে হবে, তবে এর জন্য আপনাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।"

বাইরের দিক, মানে ভাটার ছাদের মতো অংশটা।

"আচ্ছা...ঠিক আছে, আমার সমস্যা নেই। কিন্তু একটা লাশ? ওটার ভেতর একটা লাশ রয়েছে? এ তো ভয়াবহ ব্যাপার।"

কয়লা প্রস্তুতকারককে দেখে মনে হলো সে আরেকটু হলেই কেঁদে ফেলবে। ওদিকে কনস্টেবল আর জুনিয়র ডিটেকটিভ মিলে শাবল দিয়ে ভাটার ছাদটা ভাঙতে শুরু করেছে। খুবই সাধারণ গঠন ছিল ওটার, তারওপর মাটির তৈরি, তাই ভেঙে

ফেলতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। ভেতরে আলোবাতাস ঢোকার মতো বড়ো গর্ত করে দুজনে ভেতরে লাফিয়ে ঢুকল, তারপর খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ করলো। ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া, কোসুকে ও গিনজো তাদের কাজ দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরেই একটা মানুষের পা দৃশ্যমান হলো। ততক্ষণে সে বীভৎস রং ধারণ করেছে।

"ইয়াক! লাশটা ন্যাংটো দেখছি," ঘেন্নায় জুনিয়র ডিটেকটিভ মুখ বাঁকিয়ে ফেলল।

"কিনদাইচি-সান! এ কে? আমাদের কেসের সাথে এ কি কোনোভাবে জড়িত?" ইসোকাওয়া জিজ্ঞেস করলো।

"হুম। আপাতত সেটা নিয়ে ভাবা বাদ দিন। একটু পরেই সবকিছু বুঝতে পারবেন।"

লাশটাকে মাটির দিকে পিঠ রেখে সোজা করে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। জুনিয়র ডিটেকটিভ লাশটার ক্ষীণকায় পেট থেকে মাটি সরিয়ে ধীরে ধীরে বুকের দিকে আগাচ্ছিলেন। এরকম মুহূর্তে সে আরেকটা চিৎকার করলো।

"উফ! তাকে যে খুন করা হয়েছে, সেটা পরিষ্কার। বুকের দিকে দেখুন। ধারালো কিছু দিয়ে বুকে বিশাল সাইজের ক্ষত তৈরি করা হয়েছে।"

"ক-কী?"

এবার কোসুকে চমকে গেল। সে উত্তেজনায় বাতাসে লাফ দিলো।

"কো-সান," ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া জিজ্ঞেস করলেন। "এই মানুষটাকে যে খুন করা হয়েছে, তাতে নিশ্চয়ই আপনি অবাক হননি?"

"আ—আমি...না, কিন্তু..."

"তোমরা দুজন ঝটপট কাজটা শেষ করো! মুখটা খুঁড়ে বের কর জলদি।"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়ার নির্দেশে পুলিশ দুজন লাশের মাথার দিকে খোঁড়া শুরু করলেন। কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই ডিটেকটিভের তৃতীয় চিৎকার শোনা গেল।

"ইনস্পেকটর, এ হচ্ছে ঐ লোকটা। এই যে, দেখুন, তার মুখের বিশাল ক্ষতদাগটা। এটাই সেই তিন-আঙুলে মানুষ!"

"এসব কী বলছো?"

ইসোকাওয়া এবার নিজেই উঁকি মেরে লাশটার মুখটা দেখলেন। দেখার সাথে সাথে মনে হলো, তার চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে। কোনো ভুল নেই—মাটিতে যে লাশটা দেখা যাচ্ছে, সেই হচ্ছে সেই বহুল বর্ণিত তিন আঙুলে মানুষ; যার মুখের ক্ষতদাগটা ঠোঁটের ডানদিক থেকে গাল পর্যন্ত চলে গিয়েছে, মনে হচ্ছে যেন মুখটাই চিরে ফেলা হয়েছে।

"কিনদাইচি-সান, এ তো...এ হতে পারে না—অ্যাই, তোমরা দুজন! ঝটপট মাটি

খুঁড়ে তার ডানহাতটা বের কর।"

এবার মাটি খুঁড়তেই একসাথে তিনজন চিৎকার করে উঠলেন—কনস্টেবল, জুনিয়র ডিটেকটিভ আর ইসোকাওয়া নিজে। লাশটার কোনো ডান হাত ছিল না। কব্জির দিকটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল।

"কিনদাইচি-সান!"

"চিন্তা করবেন না, ইনস্পেকটর। সবই মিলে যাচ্ছে। এই যে, আপনার জন্য স্যুভনিয়র।"

ইসোকাওয়া টকটকে লাল চোখ দিয়ে তীব্রদৃষ্টিতে কোসুকের দিকে এমনভাবে তাকালেন যে, আরেকটু হলেই কোসুকে ভস্ম হয়ে যেত। কিছুক্ষণ পর তার চোখের দৃষ্টি কোসুকের হাতের রুমালের দিকে গেল। কোসুকে তার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

"খুলে দেখুন। এটা আমরা বিড়ালের কবরটার ভেতর থেকে খুঁজে পেয়েছি।"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া অবশ্য ইতোমধ্যে বুঝে গিয়েছেন, রুমালের ভেতর কী থাকতে পারে। তিনি জোরে একটা শ্বাস টেনে নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে রুমালটা খুললেন, ভেতরের অয়েলপেপারের পার্সেলটা খুলে ভেতরে তাকালেন। পার্সেলের ভেতরে একটা একটা মানুষের ডান হাত দেখা যাচ্ছিল। সেটা কব্জি থেকে শুরু হয়েছিল। হাতে কেবল তিনটা আঙুল ছিল : বৃদ্ধাঙুল, তর্জনী ও মধ্যমা।

'ইনস্পেকটর, এটা ব্যবহার করেই ঐ রক্তাক্ত হাতের ছাপগুলো তৈরি করা হয়েছে।"

।। অধ্যায় চৌদ্দ ।।

কোসুকে'র পর্যবেক্ষণ...

সেদিন সন্ধ্যায় কোসুকে কিনদাইচি একটা মুগ্ধকর এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে এই বিদঘুটে কেসটার সমাধান করলেন।

কোসুকে সাহায্য প্রার্থনা করে ডাক্তার *ফ*—কে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার সেদিন সন্ধ্যার খুঁটিনাটি নোট করে রেখেছিলেন। তাই আমি গল্প বলার সুবিধার জন্য সেসবের সাহায্য নেব। এসব নোটের অংশবিশেষ পড়ে বুঝতে পেরেছিলাম, ডাক্তার *ফ*— তার কাজে বেশ দক্ষ, শান্তশিষ্ট একটা মানুষ, কোনোকিছুতেই তিনি খুব একটা বিচলিত হন না। কিন্তু তার নোটগুলো পড়ে বোঝা যায়, এই কেসটার প্রতিটা জিনিস তাকে বিস্মিত করেছে। আমি লেখায় তার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াগুলো ছেটে দেওয়ার চেষ্টা করবো, আর সব তথ্য নিখুঁতভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার ধারণা, কেসটা ভালোভাবে বোঝার জন্য সেটা বেশ কাজে দেবে। আর তাই অযথা কথা না বাড়িয়ে আপনাদের সামনে ডাক্তার *ফ*—কে হাজির করছি। তার গলাতেই বাকিটা শুনুন—

(ডাক্তার ফ—এর নোট থেকে সংগৃহীত)

আমি সেই কৌতূহলী তরুণ, কোসুকে কিনদাইচির কাছ থেকে খবর পেলাম : সে নাকি সেই রাতে ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখানোর পরিকল্পনা করছে। তিন আঙুলে মানুষটার সেই ভয়ঙ্কর বিকৃত লাশটা খুঁড়ে বের করার অল্প সময় পরের ঘটনা এটি।

আমি লাশটা পেয়ে সাথে সাথে অটোপসি শুরু করে দিয়েছিলাম। অটোপসি শেষে কিনদাইচি-সান আমাকে অদ্ভুত একটা অনুরোধ করলো।

"অটোপসি থেকে আপনি যা যা জানতে পারবেন, সেটা যতই অদ্ভুত হোক না কেন, আমার ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট শেষ হওয়া পর্যন্ত সেটা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে পারবেন?"

আমি তার অনুরোধে বিস্মিত হয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমি আসলেই অটোপসি থেকে

একটা অস্বাভাবিক জিনিস খুঁজে পেয়েছি। তবে তখন আমি জানতাম না, সে কেন আমাকে সেসব চেপে রাখতে বলেছিল। তবে সে রাতেই অনুরোধের পেছনের অভিপ্রায়টা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

তা সত্ত্বেও আমি মনের অজান্তেই এই রহস্যময়, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সবকিছু দেখার অভ্যাস ও অসাধারণ মাত্রার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী তরুণ যুবকটাকে প্রশংসার চোখে দেখা শুরু করলাম। যতদূর শুনেছি তাতে বুঝতে পেরেছিলাম যে, পুলিশ আপনাআপনি এই লাশটা খুঁজে পায়নি; কিনদাইচি-সান তাদেরকে সে জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বোধহয় আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে, ঐ তিন আঙুলে মানুষটার মৃত্যু ঘটেছে। তাকে কোথায় মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে, সেটাও তিনি বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সাথে তিনি এটা আগে থেকেই জানতেন যে, আমার অটোপসির মাধ্যমে অদ্ভুত কোনো সত্য উদ্ঘাটিত হবে। মনে হলো, এই উশকোখুশকো চুল, রুক্ষ চেহারার মানুষটার মধ্যে আমি একজন অসাধারণ প্রতিভাবান এক মানুষের সন্ধান পেয়েছি। তার অনুরোধটা রক্ষা করতে আমার এতটুকু পর্যন্ত দ্বিধা হলো না। আমি অধীর আগ্রহে সে রাতের এক্সপেরিমেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাতটা যেভাবে শুরু হলো :

আগে থেকে ঠিক করে রাখা সময় অনুযায়ী আমি ইচিইয়ানাগিদের বাসভবনের সামনে উপস্থিত হলাম রাত ন'টা নাগাদ। আমাকে অ্যানেক্স বাড়িটায় নিয়ে যাওয়া হলো। বাগানের গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে সেই সময় ডিউটি দিচ্ছিলেন ডিটেকটিভ সার্জেন্ট কিমুরা। আমাকে দেখে তিনি তার পোস্ট ছেড়ে আমাকে মূল প্রবেশদ্বারের কাছে নিয়ে গেলেন। অ্যানেক্সের আমাদো শাটারগুলো সব বন্ধ করা ছিল। তবে সেই কুখ্যাত বড়ো টাটামি ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম, ভেতরে ইতোমধ্যে চারজন মানুষ জমায়েত হয়েছে। একটা কয়লার হিটারকে ঘিরে চারজন বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে। সেই চারজন ছিল কোসুকে কিনদাইচি, ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া, গিনজো কুবো ও ইচিইয়ানাগি বাড়ির পক্ষ থেকে রিউজি ইচিইয়ানাগি। সবার ফ্যাকাশে ও অস্থির মুখ দেখে মনে হলো যে কোনো নাটকের একদম শেষ মুহূর্তে এসে হাজির হয়েছি।

আমাকে আসতে দেখে কিনদাই-সান অতিদ্রুত সিগারেটের বাট হিটারের ভেতর ফেলে দিলেন।

"যাক, অবশেষে সবাই এসে হাজির হয়েছেন। এখন তাহলে এক্সপেরিমেন্টটা শুরু করা যাক।"

সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো।

"এখন আমরা জানি যে, হত্যাকাণ্ডটা ভোর চারটার দিকে সংঘটিত হয়েছিল। তাই এক্সপেরিমেন্টটা খুব বেশি আগে করা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সবাইকে এভাবে অপেক্ষা

করানোর কোনো মানে হয় না। তাই কাজটা শুরু করা যাক। যেহেতু ভিন্ন সময়ে এক্সপেরিমেন্টটা শুরু করতে যাচ্ছি, সেহেতু আমাদের কয়েকটা কৃত্রিম জিনিসের সাহায্য নিতে হবে। এজন্য আমি দুঃখিত, তাই সবার কাছে আগে থেকেই দুঃখ প্রকাশ করছি।"

তিনি মুখে দুটো আঙুল পুরে শিস বাজিয়ে উঠলেন। সাথে সাথে পদধ্বনি শোনা গেল—কেউ অ্যানেক্সের পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ছুটে যাচ্ছে। এতে করে আমরা সবাই চমকে উঠেছিলাম, কিন্তু কিনদাইচি-সান শুধু হাসলেন।

"কী হলো? ওটা সার্জেন্ট কিমুরা ছিল। একটু আগে যে কৃত্রিম জিনিসের সাহায্য নিতে হবে বলে বলছিলাম, তিনিই ওটার দেখভাল করছেন।"

কিনদাইচি-সান এবার বিয়োবু পর্দাটার কাছে গেলেন। পর্দাটাকে সরিয়ে তোকোনোমা তাকের পাশে রাখা হয়েছিল। তিনি সেটাকে একটু পাশে সরিয়ে রাখলেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন, পর্দার পেছনে একটা মানুষের আকারের খড়ের পুতুল রাখা ছিল।

"আমি গেনশিচিকে দিয়ে এটা বানিয়ে নিয়েছি। হত্যাকাণ্ডের সময় এ ঘরটাতে দুজন মানুষ ছিলেন। তবে এক্সপেরিমেন্টের স্বার্থে আমরা একটা দিয়েই কাজ চালাতে পারব। তবে আপনারা যদি ঘরটার আশেপাশে তাকান, তবে লক্ষ করবেন সবকিছু ঠিক আগের মতো অবস্থানেই রাখা হয়েছে। যেমন পশ্চিম দিকের শোজি দরজাগুলো যতটুকু ফাঁক করে রাখা হয়েছিল, সেটুকুই রাখা হয়েছে...আর এই পর্দাটা, এটা কি ঠিক জায়গায় রাখলাম? মৃতদেহগুলোকে তো এ পাশে পাওয়া গিয়েছে, ঠিক না?"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়ার সাহায্য নিয়ে কিনদাইচি-সান সে রাতে পর্দাটা যেদিকে রাখা হয়েছিল, সেখানে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাদেরকে চুপ করতে বললেন। প্রথম প্রথম সেটার পেছনের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম না। তবে গোটা ঘরটা নিস্তব্ধ হওয়ার পর ওয়াটারহুইল ঘোরার ক্ষীণ ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ কানে প্রবেশ করলো। আমরা একে অপরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করলাম।

"সার্জেন্ট কিমুরা আমাদের জন্য পানির চ্যানেলটা খুলে দিয়েছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ওয়াটারহুইল সারাক্ষণ ঘুরতে থাকে না। পানির চ্যানেলটা সাধারণত বন্ধ করে রাখা হয়। যখন দরকার পড়ে, তখন চ্যানেলটা খুলে দিয়ে ওয়াটারহুইল চালু করে দেওয়া হয়।। কিন্তু শুকিচি, মানে চালের মিলের দায়িত্বে থাকা কর্মচারি সম্প্রতি সকালবেলা ক্ষেতের অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় ভোর চারটায় এসে মিল চালু করে। সোজা কথায়, প্রতিদিন ভোর চারটার সময় ওয়াটারহুইল চলতে শুরু করে।"

কিনদাইচি-সান এসব তথ্য একদম ঝটপট আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিতে থাকলেন।

এর মধ্যে তিনি ঝট করে এনগাওয়া করিডরে ছুটে গেলেন। একটা হাতে একটা খোলা কাতানা, আরেক হাতে একধরনের তার নিয়ে ফিরে এলেন। তারের পেছনের দিকটা কেনদাইচি-সানের শরীরের কারণে দেখা যাচ্ছিল না।

"এই কাতানাটা তোকোনোমা তাকের পেছনের ক্লজিটে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আর এই যে, তারটা দেখতে পাচ্ছেন?...এটা কোতো বাদ্যযন্ত্রে ব্যবহৃত তার।"

প্রথমে মনে হচ্ছিল তার বোধহয় দুটো। তার দুটো এনগাওয়া করিডর থেকে বিয়োবু পর্দার ওপর উঠিয়ে টাটামি ঘরের মাঝখানে আনা হয়েছে। কিন্তু ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম তার মূলত একটাই, লুপ আকারে পেঁচিয়ে রাখায় দুটা মনে হচ্ছে। কিনদাইচি-সান তারটা কাতানার বাটে শক্ত করে বাঁধলেন।

"ইনস্পেকটর, যদি কিছু মনে না করেন...পুতুলটা..."

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া খড়ের পুতুলটা কিনদাইচি-সানের দিকে এগিয়ে দিলেন। তিনি তখন বিয়োবু পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা অবাক হয়ে তার কার্যকলাপ দেখতে লাগলাম। কাতানাটা এখনো তার ডান হাতেই রয়েছে। এরকম অবস্থায় তিনি পুতুলটাকে তার বামপাশে নিলেন।

এক্সপেরিমেন্ট শুরুর দিকে কোতোর তার ঢিলেঢালা ছিল, বিয়োবু পর্দার ওপর সেটা আলগাভাবে ঝুলছিল। কিন্তু আমরা লক্ষ করলাম, তারটা যেন কেউ টানছে। মনে হচ্ছে, বিয়োবু পর্দার পেছনে বসে কেউ ধীরে ধীরে সেটা নিজের কাছে টেনে নিচ্ছে। গিনজো-সানের চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেল।

"ওহ—ওয়াটারহুইল সেটাকে টানছে!"

ঠিক ঐ মুহূর্তে কোতো সুতাটা টান টান হয়ে গেল। কাতানাটা ততক্ষণে বিয়োবু পর্দার ওপরে উঠে গেছে। ঝট করে কিনদাইচি-সান জোরে চাপ দিয়ে পুতুলটার বুক কাতানার ধারালো ডগায় ঢুকিয়ে দিলেন।

"আচ্ছা!"

ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া, গিনজো-সান, রিউজি সবাই চোখ বড়োবড়ো করে এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডকে পুনরায় নিজের চোখে দেখতে থাকলেন।

একদম সঠিক সময়ে কিনদাইচি-সান তলোয়ারটাকে আর খড়ের পুতুলটাকে ছেড়ে দিলেন। পুতুলটা মাটিতে পড়লো, কিন্তু তলোয়ারটা কিছুক্ষণ ওভাবেই পর্দার ওপর ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে একসময় নিচে পড়ে গেল। পরের মুহূর্তে তলোয়ারের সাথে শাটারের সংঘর্ষে ঝনঝন শব্দ শোনা গেল।

আমরা সবাই পশ্চিম দিকের এনগাওয়া করিডরে ছুটে গেলাম। কোতো তারটা তখন রানমা আড়কাঠের ভেতর দিয়ে বাইরে চলে গিয়েছে। ওয়াটারহুইলের প্রতিটা ঘূর্ণনে সেটা ঐ নকশাদার কাঠের ও চৌকাঠের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

কাতানাটাও তারের টানে ওপরে উঠতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ আড়কাঠে আটকে থাকার পর সুতার কয়েকটা শক্ত টানের পর অবশেষে বাটের অংশটা চৌকাঠের সেই ফাঁকের ভেতর ঢুকে গেল। কাতানাটাও সেটাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে আড়কাঠ থেকে কী যেন একটা জিনিস থপ করে পড়ে গেল। কিনদাইচি-সান সেটা তুলে গিনজো-সানকে দেখালেন।

"এই যে দেখুন। আপনি সেদিন রাতে যখন ভেতরে ঢুকেছিলেন, ঠিক এরকম দেখতে একটা তোয়ালে আপনি মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। ওটা আড়কাঠের ভেতর আলগাভাবে রেখে দেওয়া হয়েছিল, যাতে কাতানার ধারালো অংশের আঘাতে আড়কাঠে কোনো দাগ পড়ে না যায়।"

কিনদাইচি-সান এবার শাটারগুলো খুলে দিলেন। আমরা সবাই দৌড়ে বাগানে গেলাম। এই শীতের মধ্যে কারো জুতো পরার কথা মনেই ছিল না। উত্তেজনার চোটে আমরা যেন সবকিছু ভুলে বসেছিলাম।

আকাশে চাঁদের উদয় হওয়ায় বাগানটা সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল না। তলোয়ারটা আমাদের সামনেই বাতাসে ঝুলেছিল। বাটে লাগানো জোড়া তার এখন দুদিকে চলে গিয়েছিল—একটা চলে গিয়েছিল পূর্বদিকে, পাথরের লণ্ঠনটার ওপরের দিকের ভেতর দিয়ে সেটা উত্তর-পশ্চিমদিকে হারিয়ে গিয়েছিল; আরেকটা চলে গিয়েছিল অ্যানেক্সের ছাদের দিকে। কিনদাইচি-সান ওদিকে ফ্ল্যাশলাইট তাক করলেন। ইনস্পেকটর ইসোকাওয়ার মুখ থেকে তার অজান্তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে গেল।

"আহ! কোতো ব্রিজটা!"

টয়লেটের ওপরের দিকে প্রসারিত ছাদের কে জানি একটা কোতো ব্রিজ শক্ত করে লাগিয়ে দিয়েছে। সেটা কোতোর তারটার ভার বহন করছে। ওয়াটারহুইল প্রত্যেকটা ঘূর্ণনে সুতাটাকে ধীরে ধীরে টেনে নিচ্ছিল। এমন একটা সময় এলো, যখন কোতো ব্রিজ ও পাথরের লণ্ঠনের মধ্যেকার তার টানটান হয়ে গেল। আর সেটার মাঝখানে তলোয়ারটা ঝুলতে থাকলো—

"এটাই হচ্ছে ওয়াটারহুইল আর লণ্ঠন ও কোতো ব্রিজের কাজ," কোসুকে ব্যাখ্যা করলেন। "এ তিনটা পয়েন্টের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল দিকটাই কিন্তু অবশেষে হার মানবে।"

ওয়াটারহুইলের দিক থেকে একটা খড়খড় শব্দ ভেসে এলো। ওদিকে কোতোর তার তখন টানটান হতে হতে একদম সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গিয়েছে। অকস্মাৎ পপ শব্দ করে কোতো ব্রিজটা ছিটকে ছাদ থেকে উড়ে গেল। তারটা আবার ঢিলে হয়ে গিয়েছে।

"ইনস্পেকটর, ব্রিজটা খুঁজে দেখুন। আমার ধারণা সেটাকে আপনি ঐ ঝরা পাতার স্তূপেই পাবেন।"

ইনস্পেকটর সাথে সাথে সেটাকে পাতার স্তূপের পাশেই খুঁজে পেলেন।

এরই মধ্যে ঢিলে হয়ে যাওয়া তারটা আবার টানটান হতে শুরু করেছে। এবার কিনদাইচি-সান ফ্ল্যাশলাইটটা কর্পূর গাছের দিকে তাক করলেন।

"কাস্তেটা..."

নিশ্চিতভাবেই গাছের পাতার আড়ালে কাস্তেটা শক্তভাবে আটকে রাখা হয়েছিল। কোতো তারটা এখন কাস্তের ধারালো অংশ ও গাছের গুঁড়ির মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। কিনদাইচি-সান এবার কর্পূর গাছের অপর পাশে আলো ফেললেন।

"এবার সবাই ঐ পাশে চলে যাওয়া তারের দিকে লক্ষ করুন," তিনি বললেন।

তারটা কাস্তের ভেতর দিয়ে বের হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গেছে। সেটা যতই টানটান হতে লাগলো, টিলার পাশে নুয়ে থাকা বাঁশগাছগুলো আরও নোয়াতে শুরু করলো। একসময় কাস্তের ভেতর ও লণ্ঠনের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া তার একেবারে টানটান হয়ে সোজা একটা লাইনের মতো হয়ে গেল। এর মাঝে তলোয়ারটা তারের টানে আবার ঝুলতে শুরু করেছে। তবে এবার তলোয়ারটা লণ্ঠনের আরও কাছাকাছি অবস্থান করছে।

"এবার আমরা যে শুধু ওয়াটারহুইলের ক্ষমতার সাথে পাথরের লণ্ঠন ও কাস্তের স্থায়িত্ব পরীক্ষা করে দেখব তা নয়, এর সাথে আমরা আরও একটা জিনিস যোগ করতে যাচ্ছি : তারের ক্ষমতা। এই চারটা জিনিসের মধ্যে কোনটার জয় হবে, বলতে পারবেন?"

আর ঠিক তখনই ব্যাপারটা ঘটলো। কোসুকে-সানের প্রত্যুত্তরে যেন বাঁশগাছগুলো জীবন্ত হয়ে তাদের নোয়ানো মাথাটা স্প্রিংয়ের মতো পেছনে ফিরিয়ে নিলো। বিকট টোয়াং জোয়াং জোয়াং শব্দ চারদিক প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। ওদিকে তলোয়ারটা ওপরের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়ে কিছুক্ষণ পাক খাওয়ার পর সেটা পাথরের লণ্ঠনটার পাশের মাটিতে গেঁথে গেল।

"কী চাচা? সে রাতে আপনি তলোয়ারটাকে ওখানেই গেঁথে থাকতে দেখেছিলেন না?"

কেউ উত্তর দিলো না। অন্ধকারে মধ্যে কেবল সবার জোরে জোরে শ্বাস টানার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সবাইই তলোয়ারটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওটা মাটিতে গেঁথে যাওয়ার পরেও কাঁপছে।

"আচ্ছা, এবার চলুন তারটা কোথায় গিয়েছে, সেটা খুঁজে বের করা যাক।"

আমরা তলোয়ারটা থেকে চোখ সরিয়ে কিনদাইচি-সানের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, তিনি আমাদের সাথেই কথা বলছেন। তারপর আমরা একে একে তলোয়ারটাকে পেছনে ফেলে বাগানের ভেতর ঢুকে পড়লাম। ছেঁড়া তারের দুটো মাথা

আমরা অনুসরণ করা শুরু করলাম। তার দুটো এখনো গাছের ডালের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে টেনে নেওয়া হচ্ছে। অবশেষে তার দুটো একটা বিশাল পাইন গাছের সামনে পৌঁছে গেল। পাইন গাছের নিচের ডালের ভার বহন করার জন্য বাঁশের ক্রাচ দেওয়া হয়েছিল। তার দুটো ক্রাচদুটোর একটার ভেতর হারিয়ে গেল।

"আমার মনে হয় এটুকু যাওয়াই যথেষ্ঠ। এরপর তার দুটো ফাঁপা বাঁশের ভেতর দিয়ে বের হয়ে গিয়ে ওয়াটারহুইলের অ্যাক্সেলে পেঁচিয়ে যাবে। আর যেখানে ওটা বাঁধা, সেটা অনেকগুলো মোটা তারের মধ্যে হারিয়ে যাবে। ফলে কেউ হয়তো টেরও পাবে না যে, ওখানে একটা কোতো তার বেঁধে রাখা হয়েছিল।

গিনজো-সান জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ইনস্পেকটর জিহ্বার টাকরায় শব্দ করে নিচু গলায় একটা গালি দিলেন। তারপর আমরা সবাই মিলে অ্যানেক্সের দিকে ফেরা শুরু করলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতেই রিউজি হঠাৎ থেমে গেল। ওপরে তাকিয়ে সে বিড়বিড় করে বলল, "কিন্তু কোতো ব্রিজটা...সেটার উদ্দেশ্য কী ছিল?"

"আহ, সেটা রাখা হয়েছিল যাতে তলোয়ারটা মাটির ওপর দিয়ে ঘষতে ঘষতে না যায়। ভালো করে দেখুন—কর্পূর গাছ থেকে এই আড়কাঠের দূরত্ব অনেক। তাই খুনি এমন একটা জিনিসের সাহায্য নিয়েছে যেটা ওটার ভার বহন করতে পারবে। সেই সাথে যাতে সেটা টেনে নেওয়ার সময় বরফে কোনো দাগ না ফেলে, সেদিকটাও মাথায় রেখেছে। খুনির মূল উদ্দেশ্য ছিল এটাই—যাতে কোনোভাবে বরফে দাগ না পড়ে। আর শুধু কোতো ব্রিজই নয়, বিয়োবু পর্দা, বাঁশের ক্রাচ—সবকিছু এমন চাতুর্যের সাথে তারের ভার বহন করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল যে, টাটামি ম্যাট কিংবা মাটিতে কোনো দাগ যাতে খুঁজে না পাওয়া যায়। আর এগুলো সবই, মানে পর্দা, কাস্তে, পাথরের লণ্ঠন, বাঁশ সবকিছু হাতের পাশেই ছিল। এসবকে ঘটনাস্থলে মোটেই বেমানান মনে হবে না। এর মধ্যে কিন্তু আমরা এর পরিকল্পকের দুর্দান্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাই, কি, ঠিক না? এগুলোর মধ্যে একমাত্র অস্বাভাবিক জিনিস ছিল এই কোতো ব্রিজ। কিন্তু না, সেটা পুরো কেসটাকে আরও রহস্যময় করে তুলেছিল। সাধারণ কোনো মানুষের কাজ নয় এটা।"

এক্সপেরিমেন্টের এখানেই সমাপ্তি ঘটলো। আমরা সবাই আট-টাটামি ঘরে ফিরে এলাম। আলোর মধ্যে দেখা গেল, কেনদাইচি-সান বাদে সবার মুখ থেকে যেন রক্ত সরে গিয়েছে।

।। অধ্যায় ১৫ ।।

হোনজিন ট্র্যাজেডি...

"তাহলে?..."

আমরা সবাই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ বাদে সাহস করে গিনজো কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন। তার গলার কাঁপাকাঁপা আওয়াজ শুনে খালি কুয়োয় ফেলে দেওয়া পাথরের শব্দের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

"তাহলে?..." কিনদাইচি-সান তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তার মুখ থেকে এখনো হাসি মুছেনি।

ইনস্পেকটর তার মাথা সামনের দিকে নোয়ালেন।

"এর মানে কেঞ্জো-সান আত্মহত্যা করেছেন?"

"ঠিক ধরেছেন।"

"তিনি কাতসুকো'কে হত্যা করার পর আত্মহত্যা করেছেন।"

গিনজোর কণ্ঠস্বর বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

রিউজি মাথা নামিয়ে ফেললেন।

"হ্যাঁ, ঠিক এটাই ঘটেছিল সেদিন," কিনদাইচি-সান বললেন। "সেজন্যই আমি ডাক্তার ক—কে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। ডাক্তার সাহেব, আপনিই সবার আগে লাশ দুটোকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। আমাকে কেঞ্জোর দেহের ক্ষত ও তার শরীরের অবস্থান সম্পর্কে যা যা ধরতে পেরেছেন, তা খুলে বলুন। আমরা এক্সপেরিমেন্টে যা যা করে দেখালাম, তার সাথে কি আপনার পরীক্ষার মিল খুঁজে পেয়েছেন?"

"আপনি যদি জিজ্ঞেস করে থাকেন যে, নিজের হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দেওয়ার আগে তার পক্ষে ওভাবে নিজের শরীরের বিভিন্ন স্থান ক্ষতবিক্ষত করা সম্ভব কিনা," আমি জবাব দিলাম, "হ্যাঁ, যদি আমাদের সামনে দেখা পদ্ধতিটা সে ব্যবহার করে থাকে, তবে সেটা অবশ্যই সম্ভব।"

"তার মানে তাতে কোনো ধরনের খুঁত নেই?"

"না, আমার মনে হয় না। কিন্তু এখন প্রশ্নটা হচ্ছে : কেন?"

"তিনি ঠিকই বলছেন কিনদাই-সান," ইনস্পেকটর ইসোকাওয়া বলে উঠলেন। "আমারো এখন একই প্রশ্ন, কেঞ্জো-সান কেন এরকম করতে গেল? নিজের বাসর রাতে নিজের নববধূকে হত্যা করে আত্মহত্যা করা? অসম্ভব লাগছে। সে কেন ওরকম করতে যাবে?"

"ইনস্পেকটর, আমার ধারণা সেদিন সকালে শিজুকো শিরাকি'র কথাবার্তা থেকে আপনি কারণটা কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারছেন। আমার বিশ্বাস, কাতসুকো কুমারি ছিল না বলেই এ ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডটা সংঘটিত হয়েছে।"

ইনস্পেকটর এবার তীব্রদৃষ্টিতে কিনদাইচির দিকে তাকালেন।

"কিন্তু—কিন্তু, তুচ্ছ একটা ব্যাপার থেকে...শুধুমাত্র সে কুমারি নয় বলে—যদি এটা তার কাছে সমস্যা মনে হয়েই থাকে, তবে সে বাগদানটা ভেঙে দিলেই পারতো!"

"তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, সেটা করে আত্মীয়স্বজনদের সামনে বোকার পাত্র হতে তার একটুও বাঁধত না? হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলছেন। সাধারণ কোনো মানুষ হয়তো সহ্য করতে পারতো, কিন্তু কেঞ্জোর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। আর সে কারণেই এ ট্র্যাজেডিটা ঘটেছিল।"

কিনদাইচি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকলেন।

"ইনস্পেকটর," তিনি ধীর গলায় কথা বলে যোগ করলেন, "এই যে, আপনাদের সামনে যে ট্রিকটা খাটালাম, সেটা কিন্তু আদতে কিছুই না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যখনই নতুন কোনো ট্রিক শিখবেন, মনে মনে আপনি অবশ্যই বলবেন—'ও, তাই নাকি?' ব্যাপারটা আপনার কাছে হতাশাজনক লাগে; সামান্য ছেলেখেলা বলে মনে হয়। তাই আপনার জ্ঞাতার্থে বলবো, এই কেসটার সবচেয়ে বীভৎস দিক—হত্যাকাণ্ডটি কীভাবে ঘটেছে সেটা নয়, বরং কেন ঘটেছে সেটা। আর তা বুঝতে হলে আমাদেরকে বুঝতে হবে মানুষ হিসাবে কেঞ্জো কেমন ছিলেন। সেই সাথে ইচিইয়ানাগি পরিবারের যে পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছিল, সেটাও জানতে হবে।"

তিনি এবার রিউজি-সানের দিকে তাকালেন।

"আমাদের সাথে রিউজি রয়েছেন, যিনি কিনা কেঞ্জোকে সবচেয়ে ভালোভাবে চিনতেন। আশা করি, আমার বলাতে কোনো ধরনের ভুল হলে তা তিনি ধরিয়ে দেবেন। গতরাতে আমি কেঞ্জোর লেখা সব ডায়ারি পড়েছি। প্রতিটা ডায়ারির বিষয়বস্তুর চেয়ে বরং সেগুলোকে কীভাবে যত্ন করা হয়েছে, সেটাই আমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে। সাধারণত ডায়ারি জিনিসটা প্রত্যেকদিন অন্তত একবার হলেও খুলতে হয়। তারমানে বছরের ৩৬৫টা দিন ডায়ারিটা খোলা হয়। আর একজন মানুষ যতই যত্নবান হোক না কেন, প্রতিদিন ব্যবহার করলে একটা ডায়ারির বাইন্ডিং অবশ্যই খানিকটা আলগা হয়ে যাবে, সেই সাথে কাগজের কোণাগুলোও ভোঁতা হয়ে যাবে। কালির দাগ কিংবা

ডায়ারির এখানে-ওখানে আঙুলের ছাপও সেখানে থাকার কথা। কিন্তু কেঞ্জোর লেখা ডায়ারিগুলোতে সেসবের কিছুই ছিল না। বরং একদম নিখুঁত, পরিপাটি ছিল সেগুলো। দেখলেই আপনার মনে হবে, ডায়ারিগুলো বোধহয় সদ্য দোকান থেকে কিনে আনা হয়েছে। যদি আপনার মনে হয়ে থাকে যে, তিনি হয়তো ডায়ারিগুলোতে তেমন একটা লেখালেখি করতেন না—তবে আপনার ধারণা ভুল। বরং তিনি প্রচুর লেখালেখি করতেন। তার হাতের লেখা—প্রতিটা অক্ষর, লেখার টান সবকিছু ছিল একদম নিখুঁত। তার ক্যালিগ্রাফির মতো নিখুঁত, অসাধারণ লেখা দেখে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এ থেকেই কেঞ্জোর সংবেদনশীল, খুঁতখুঁতে চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। আমি বাড়ির চাকরানি কিয়োকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে আমাকে তার খুঁতখুঁতে চরিত্রের একটা উদাহরণ দিয়েছে : কোনো এক শীতের রাতে তাদের বাড়িতে একজন বেড়াতে এসেছিল। সেজন্য কিয়ো কয়লা চালিত হিটারটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। অতিথি ভুল করে হিটারটাকে স্পর্শ করে ফেলেছিল। সে চলে যাওয়ার পর কেঞ্জো হিটারটার ঐ জায়গা অ্যালকোহল দিয়ে ঘষাঘষি শুরু করে। পরিষ্কার না করা পর্যন্ত শান্ত হতে পারছিলেন না। আমি এ আচরণটাকে অস্বাভাবিক মাত্রার শুচিবায়িতা বলেই ধরে নেব। আমি সাহস করে এটাও যোগ করতে পারি যে, কেঞ্জো নিজেকে ব্যতীত বাকি সব মানুষকে অশুচি হিসাবে ধরে নিতেন।

তার ডায়ারিগুলো পড়ে তার চরিত্রের আরও একটা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায় : তাকে জীবনে অত্যন্ত বাজে ধরনের মানসিক চড়াই-উতরাই পার করতে হয়েছে; সোজা কথায় তাকে নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়গুলোতে প্রচণ্ড ওঠানামার মধ্যে থাকতে হয়েছে। তার ভালোবাসা ও ঘৃণার সংজ্ঞা স্বাভাবিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কেঞ্জোর দিক থেকে ভাবলে সবকিছুই বাড়াবাড়ি মাত্রার ছিল। তার এই মানসিক দিকটা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, কোনো শব্দ দিয়ে সেটা প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। যখন সে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে ডায়ারিতে 'চিরশত্রু' উপাধির মতো শব্দ ব্যবহার করেছিল, তখনই আমি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলাম।

মানুষটার চরিত্রে আরেকটা অস্বাভাবিক দিক ছিল। তার মনে ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা ছিল অত্যন্ত কঠোর। সাধারণত এরকম বৈশিষ্ট্যকে মানুষ সদগুণ বলেই ধরে নেয়, কিন্তু কেঞ্জোর ক্ষেত্রে তা ছিল তার চরিত্রের অন্যতম ত্রুটির একটি। তার ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা ছিল একদম নির্মম, যার মধ্যে নমনীয়তা বলতে কিছুই ছিল না। অসততা ও প্রতারণার ক্ষেত্রে নিজে যেরকম ছিলেন, অন্যদেরকেও সেভাবেই যাচাই করতেন। আর এরকম মানুষটাকেই সম্ভ্রান্ত, ক্ষমতাধর ও গোটা সমাজের ওপর প্রভাবশালী এক পরিবারের কর্তার আসন গ্রহণ করতে হয়েছিল। আরও একটা কথা—মনের গভীর থেকেই এসব সামন্ততান্ত্রিক আদর্শ ও তার আচার-প্রথার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। অপছন্দ করতেন

ব্যাপারগুলোকে। আর যে জিনিসটা ছিল তার অপছন্দের, তাকেই কিনা কর্তার আসনে বসানো হলো সেটার, যা ছিল তার মনের ন্যায়বিচারবোধের সংজ্ঞার সম্পূর্ণ বিরোধী।

কিন্তু হাস্যকর ব্যাপারটা কি জানেন? এসব আচার-প্রথা অপছন্দ করার পরেও তিনি কিন্তু ইচিইয়ানাগিদের একজন অন্যতম অহংকারী অভিজাত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। প্রভাবশালী এক গোত্রের প্রধান হওয়া, হোনজিনের বংশধর ও ধনী ভূস্বামী হওয়ার ফলাফল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেউ যদি তাকে সম্মান না দেখাতো, তবে তিনি প্রচণ্ড মনঃক্ষুণ্ণ হতেন। এ থেকেই বোঝা যায়, কেঞ্জো নানা ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ চরিত্রের এক মানুষ ছিলেন।"

রিউজি-সান সম্পূর্ণ চুপচাপ থেকে মাথা নিচু করে কিনদাইচি-সানের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তার কাছ থেকে কোনো ধরনের প্রতিবাদ না আসায় কিনদাইচির প্রত্যেকটা কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তা প্রমাণিত হচ্ছিল। কেঞ্জোর ডাক্তার হওয়ায় আমি নিজেও তাকে ভালোভাবে চিনতাম। আমার কাছে মনে হলো, কিনদাইচি-সান যেন কথার মাধ্যমে মানুষটার একটা নিখুঁত ছবি আঁকছেন।

কিনদাইচি-সান আবার গল্পে ফিরে গেলেন।

"এরকম চরিত্রের একটা মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই নিঃসঙ্গ থাকতে হয়েছে। সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারতো না। প্রতিটি মানুষকে নিজের শত্রু বলে বিবেচনা করতো বললেও খুব একটা ভুল কিছু বলা হবে না। আর এ মনোভাবটা তার কাছের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি বেশ প্রকটভাবে প্রকাশ পেত। তার একদম কাছের আত্মীয়স্বজন, মানে যাদের সাথে কেঞ্জোর দৈনন্দিন যোগাযোগ হতো, তাদের মধ্যে প্রথমে ছিল তার মা। এরপর ছিল তার চাচাতো ভাই রিয়োসুকে, ছোটো ভাই সাবুরো, আর সর্বশেষে তার ছোটো বোন সুজুকো। শেষের দুজন তার চোখে একদম বাচ্চা ছিল, তাই আমরা ধরে নিতে পারি যে, তার মা ও রিয়োসুকে-সানের সাথেই তার বেশি ঝামেলা হতো।

এই রিয়োসুকে-সান মানুষটাও কিন্তু বেশ আকর্ষণীয় বা কৌতূহল জাগানিয়া চরিত্র। প্রথম দেখায় তাকে কেঞ্জোর চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হবে—বাহ্যত একজন নম্র, হাসিখুশি ও দিলোখোলা মানুষ, যিনি কিনা সবার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে সে যে কেঞ্জো থেকে কোনোদিক দিয়েই আলাদা নয়, তা পরিষ্কার বোঝা যাবে। সে কিন্তু প্রচণ্ড বদমেজাজি গোছের একটা মানুষ। ইতোকো ও রিয়োসুকে দুজনে মিলে যে কেঞ্জোকে কতটা মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে, তার সবই তার ডায়ারির লেখাগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। এতকিছুর পরও কেঞ্জো সব সহ্য করে নিতেন। কারণ, উচ্চতর পড়াশোনার ফলে তার মধ্যে একটা আত্মসংযমী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। সেটা নিয়ে কেঞ্জোর মধ্যে খানিকটা গর্ববোধও

ছিল। রিয়োসুকে'র ব্যাপারটা জানা ছিল। তাই সে নিষ্পাপের ভান করে কেঞ্জোকে নানাভাবে খোঁচা দিয়ে যেতেন।

আর এরকম পরিস্থিতির মধ্যেই কাতসুকোর প্রবেশ ঘটলো। আর কেঞ্জো ও কাতসুকোর বাগদানের সময় ইচিইয়ানাগি পরিবারে কতটা প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা আশা করছি আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। কেঞ্জো তাদের একসময় তাতে অনুমতি দিতে বাধ্য করেছিলেন, একসময় তাদের বিয়েটাও সম্পন্ন হয়ে গেল। তবে বিয়ের ক'দিন আগে কাতসুকো কেঞ্জোর কাছে প্রকাশ করলো, সে কুমারী নয়। তার একসময় একজন প্রেমিক ছিল। শুধু তাই নয়, সে আরও স্বীকার করলো, ক'দিন আগেই তার কাকতালীয়ভাবে সেই প্রেমিকের তার দেখা হয়েছে। এ খবরে কেঞ্জো কীরকম বোধ করেছিল, তা কি কেউ আন্দাজ করতে পারবেন?"

প্রশ্নটা করে কিনদাইচি-সান কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলেন। কিন্তু কেউ তার করা প্রশ্নটির কোনো উত্তর দিলো না। সবাই গম্ভীরমুখে বসে রইলো।

"আমার ধারণা, কেঞ্জো আসলে কাতসুকোর বুদ্ধিমত্তা এবং তার প্রাণোচ্ছল চরিত্রের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। আর হ্যাঁ, কাতসুকোর দ্যুতিময় চরিত্রের মধ্যে একটা শান্ত ভাবও ছিল। সেই সাথে তার আচার-ব্যবহারে একটা দক্ষ, ব্যবসায়ী মেজাজের পরিচয় পাওয়া যেত। এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই কেঞ্জো তার প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তার চরিত্রের মধ্যে যে বিশুদ্ধ, পবিত্র ভাবটা ছিল, সেটাই কেঞ্জোকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। কেঞ্জোর কাছে এই 'পবিত্রতা'র মূল্য ছিল অনেক। আর ঠিক বিয়ের ক'দিন আগে সে জানতে পারলো যে, সে আরেক পুরুষের সাথে বিছানায় গিয়েছে। তার মনে হতে লাগলো, ঐ মানুষটার রক্ত এখন কাতসুকোর শরীরের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। আমি তো একটু আগেই আপনাদের সেই অ্যালকোহল দিয়ে হিটার ঘষাঘষি করে পরিষ্কার করার গল্পটা শুনিয়েছি। আর এখন এই ঘটনা! কীভাবে বলা যায়...আরেকটা মানুষের...যদিও কেঞ্জোর কাছে প্রতিটা মানুষই অপবিত্র...যে মেয়েটাকে তিনি হৃদয়ের ভেতর আশ্রয় দিয়েছিলেন, যে মেয়েটাকে তিনি জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলেন, বিছানায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন...কেঞ্জোর মতো মানুষের পক্ষে ওসব শুধু চিন্তা করতে গেলেই তার শরীর শিরশির করে ওঠার কথা। তাকে বাগদান ভেঙে দিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

"তার কাছে তার অধীনে থাকা আত্মীয়স্বজনদের সামনে এভাবে বাগদান ভেঙে পিছিয়ে যাওয়া মানে অনেকটা হেলমেট খুলে শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করার মতো। সে কাতসুকো'কে শুধু নামেই স্ত্রী হিসাবে মেনে নিতে পারতেন, পরিবারের মানুষজনের চোখ ধূলা দেওয়াও অসম্ভব কোনো কিছু ছিল না। কিন্তু তার পক্ষে সে দুটোর একটাও করা সম্ভব ছিল না। কারণ, বিয়ের ক'দিন আগেই কাতসুকো'র সাথে

সেই তায়া নামক যুবকটার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তায়া মানুষটা কেমন ছিল, তা আমরা খুব একটা জানি না। কেঞ্জোর পক্ষে তা জানা আরও অসম্ভব ছিল। কিন্তু তায়া হয়তো এমন টাইপের মানুষও হতে পারে যে কিনা বিয়ের পর কেঞ্জো'কে জিম্মি করে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারে। তাকে টাকা না দেওয়া হলে সে কাতসুকোর সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারটা সবার কাছে ফাঁস করে দেবে—হয়তো এসব চিন্তাই তার মাথায় ঘোরাফেরা করছিল। এসব যে ঘটবে না, তার কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। তর্কের খাতিরে ধরা যাক, সে কাতসুকো'কে নামেই তার স্ত্রী হিসাবে মেনে নিলো, তারপর হঠাৎ করে একদিন তায়া এসে তাদের সামনে হাজির হলো। ব্যাপারটা তখন কেঞ্জোর জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক হবে। এসব ভেবেই কেঞ্জো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে এসব ঝুঁকি নেবে না।

"তারপরেও এরকম বীভৎস উপায়ে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় না। আমার ধারণা, হত্যাকাণ্ডের মোটিভ খুঁজতে হলে কেঞ্জোর মনের অনেক ভেতরে আমাদের ঢুকতে হবে। কাতসুকো তাকে এরকম অসহায় অবস্থায় ফেলে দেওয়ার কারণে সে হয়তো মনেপ্রাণে তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করা শুরু করেছিল। এই অশুচি দেহের মেয়েটা তার স্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করছে। এই চিন্তাটা তার মনে অবর্ণনীয় ক্রোধের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কেঞ্জো কোনোভাবেই এই ব্যাপারটা তাকে বুঝতে দেয়নি। বরং বহুদিন আগে তার বাবা ও চাচা যে ভয়ঙ্কর এক দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিলেন, সেটা তার হৃদয় কুড়ে কুড়ে খেতে লাগলো। অবশেষে এই অশুভ পরিকল্পনাটা তার মাথায় এসেছিল। হ্যাঁ, এভাবে হত্যা করে পরে আত্মহত্যা করার পরিকল্পনা কখনোই কোনো সাধারণ মানুষের মাথায় আসবে না। কিন্তু কেঞ্জোর ক্ষেত্রে, তার পরিবারের চোখে, হোনজিনের বংশধরদের কাছে এটা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও যৌক্তিক একটা পরিকল্পনা। আমি এটা বলার দুঃসাহসও দেখাতে পারি যে, এই হত্যাকাণ্ডটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। কেঞ্জোকে তার সহধর্মিণী কাতসুকোকে হত্যা করতেই হতো; আর কোনো পথ তার সামনে খোলা ছিল না। ঠাট বজায় রাখার জন্য সে বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু দম্পত্তি হিসাবে জীবন কাটানোর কোনো অভিপ্রায় তার ভেতরে ছিল না। তাই হত্যা করার জন্য বিয়ের রাত বাদে আর কোনো উপযুক্ত সময় তার হাতে ছিল না।"

"তাহলে এটাকে কি ডাবল সুইসাইড বলা যায়?"

"প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের আত্মহত্যা?...কোনোমতেই না। এটাকে হত্যাকাণ্ড বাদে আর কিছু বলা যাবে না। কাতসুকো তাকে এরকম অসম্ভব পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়ায় ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ঘৃণা থেকেই সে এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছিল...আর সে কাতসুকোকে হত্যা করতে সফলও হয়েছিল। কিন্তু খুনি ছিল খুবই চালাক একটা মানুষ। সে জানত যে, তার খুনের পরিকল্পনা যতই অসাধারণ হোক না কেন, একসময়

না একসময় সে ধরা পড়ে যাবে। আর ধরা না পড়লেও তার কঠোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সে এরকম খুনের দায় নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারবে না। কেঞ্জো নিজেকে বেশ ভালোভাবেই চিনত। আর তাই পুলিশ কিছু বের করে ফেলার আগেই দায়বদ্ধতা এড়ানোর জন্য সে নিজেও আত্মহত্যা করে বসলো। সোজা ভাষায়, এই কেসটা ছিল একটা সাধারণ হত্যাকাণ্ড কিংবা ডিটেকটিভ গল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণত যা হয়ে থাকে : প্রথমত, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। দ্বিতীয়ত, পুলিশ কিংবা প্রাইভেট ডিটেকটিভ তদন্ত করে। আর সর্বশেষে, ধরা পড়ার পর খুনি আত্মহত্যা করে। মোটামুটি এভাবেই ক্রমান্বয়ে সবকিছু সংঘটিত হয়। কিন্তু এ কেসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপটা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। শুরু থেকে খুনি আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে, কাতসুকোর মৃত্যুর পেছনে তার কোনো হাত ছিল না। সে নিজের আত্মহত্যাটাকেও লুকানোর চেষ্টা করেছিল। বলতে ঘৃণা হচ্ছে, খুবই নোংরা একটা চালাকি ছিল এটা।"

"আত্মহত্যার মতো দেখাতে না চাওয়া—এ চিন্তাটা কি তার পরিবার-পরিজনের সামনে মাথা নত না করার অভিপ্রায় থেকে জন্ম নিয়েছিল? যাতে পরিবার-পরিজন, বিশেষ করে রিয়োসুকে তাকে নিয়ে কোনো ধরনের বিদ্রূপ না করে? মনে মনে সে কি এটাই ভেবেছিল?"

"ঠিক। একদম ঠিক। এই পুরো ধাঁধা, এই রহস্য শুধুমাত্র একটা জিনিস থেকে জন্ম নিয়েছিল। বংশপ্রথা। এটাই ছিল হোনজিনের ট্র্যাজেডি।"

।। অধ্যায় ১৬ ।।

মহড়া...

অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোনো কথা বলল না। পুরো অ্যানেক্স হাউজে কেবলমাত্র একটা কয়লার হিটার ছিল। শীতল স্রোত বয়ে গেল আমাদের শিরদাঁড় বেয়ে। কিন্তু কেউই সেখান থেকে চলে যেতে চাচ্ছিল না। এমনকি তাদের কারোর মধ্যে কথোপকথন শেষ করতে চাওয়ার কোনো লক্ষণ ছিল না। ইনস্পেক্টর অলস ভঙ্গিতে ছাইয়ের মধ্যে কানজি চরিত্র আঁকছেন, আবার মুছে দিচ্ছেন, লিখছেন, মুছে দিচ্ছেন... শেষ পর্যন্ত তিনি মুখ তুলে তাকালেন।

"বেশ, এর মাধ্যমে কমবেশি এটা বোঝা যায় যে—কেন এ ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু ঠিক কীভাবে ঘটেছে?—সে কথা এখন বলো আমাদেরকে।"

ঠিক তখনই, কিনদাইচি-সান'কে স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে দাঁত বের করে হেসে মাথা চুলকাতে দেখা গেল।

"ঠিক আছে। এবার তবে সেদিকেই নজর দেওয়া যাক—কীভাবে ঘটেছে? পুরো ঘটনাটা পর্যালোচনা করলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে—সংঘটিত খুনের ঘটনাটিতে আমাদের যে খুনি সে এখন মৃত, তাই আমরা তার স্বীকারোক্তি নিতে পারছি না। আমি মনে করি এ অবস্থায় আমাদেরকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। ভাগ্য ভালো, যে আমরা এই কেসের সাথে যুক্ত কুশীলবদের সবাই এখানে উপস্থিত আছেন। তাহলে শুরু থেকে শুরু করা যাক।"

পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করলেন কিনদাইচি-সান এবং সেটা কোলের ওপর রেখে খুললেন।

"এই কেসের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা একদম প্রথমেই আমার নজর কাড়ে তা হলো—ঘটনাটা অনেকটাই রহস্যোপন্যাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ : স্পষ্টতই শুরু হয়েছে তালাবন্ধ ঘরে খুন দিয়ে, তারপর তিন আঙুলওয়ালা পুরুষ চরিত্রটির আবির্ভাব, কোতোর শব্দ, অ্যালবামের ছবি এবং ডায়ারির পুড়ে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলোর টুকরো। সব কিছু যেন কোনো ডিটেকটিভ উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে। যদি এখানে এই উপাদানগুলো একটা-দু'টো থাকত, তাহলে হয়তো আমি মনে করতাম ব্যাপারটা শুধুমাত্র কাকতালীয়

ঘটনা, কিন্তু উপাদানগুলো এতটাই সতর্কতার সাথে ঢোকানো হয়েছে যে আমার পক্ষে ঘটনাটা সুচিন্তিত পরিকল্পনার অংশ বলে বিশ্বাস করে নেওয়া ছাড়া পারছিলাম না। আর তখন আমার হাতে চলে এলো সাবুরো'র রহস্য উপন্যাস। ইনস্পেক্টর আপনার মনে আছে হয়তো তার সংগ্রহে বইটি খুঁজে পেয়ে আমি কতই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।"

ইনস্পেক্টর ইসোকাওয়া আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

"এই কেসটিতে যে কৌশলটি ব্যবহার করা হয়েছে—একটা আত্মহত্যাকে খুন বলে চালিয়ে দেওয়া—তা প্রায়ই গোয়েন্দা গল্পগুলোতে ব্যবহার করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত হচ্ছে শার্লক হোমস সিরিজের 'দ্য প্রবলেম অব থর ব্রিজ' উপন্যাসটি। আত্মহত্যাকে খুন বলে চালাতে খুনের সময় ব্যবহৃত অস্ত্রটি লাশের কাছ থেকে যত দূর সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে পরিকল্পনাকারীকে। উল্লেখিত গল্পটিতে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল একটা পিস্তল, যা সে সুতোর এক মাথায় বেঁধেছিল। সুতোর অন্য মাথায় বাঁধা ছিল একটা ভারী পাথর। থর ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে মহিলাটি পিস্তল দিয়ে নিজের মাথায় গুলি করে, তারপর যেই মুহূর্তে তার হাতের মুঠো আলগা হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা হাত থেকে খসে যায় এবং পাথরের ভারে গিয়ে পড়ে একবারে নিচে—নদীর তলায়। আমার বিশ্বাস কেঞ্জো এই গল্পটা পড়েই বুদ্ধি পেয়েছে। এর প্রমাণ হচ্ছে বইটা সাবুরো'র সংগ্রহে ছিল, তবে বইটির কিছু অংশ দাগানো ছিল, যেখানে বাকি বইগুলোতে কোনো দাগ ছিল না।

"বুঝতে পেরেছি," রিউজি সান বললেন। "কিন্তু তাহলে পুরো ঘটনায় সাবুরো'র ভূমিকা কী?"

রিউজি-সানকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল, কিন্তু কিনদাইচি-সান শুধু মুচকি হেসে মাথা চুলকালেন।

"এক মিনিট। আমি জানি এই ঘটনায় সাবুরো'র ভূমিকা কী ছিল আপনি সেটি জানার জন্য অধীর হয়ে আছেন, তবে আপনি কিছু মনে না করলে, এই ব্যাপারটাতে আমি একটু পরে আসছি। প্রথমেই বলে রাখি, কেঞ্জো যখন তার পরিকল্পনাটি আঁটতে শুরু করে, সেই ব্যাপারে সাবুরো কিছুই জানত না। কেঞ্জো'র চরিত্রিক দিকটি বিচার করলে বোঝা যায় যে সে এ ধরনের একটা কাজ করার সময় বাইরের কারোর সাহায্য নেয়নি বা কাউকে বলতেও যায়নি। তাহলে আমাদের এটা মাথায় রেখে ভাবতে হবে যে কীভাবে সে এই পরিকল্পনাটি করলো। চলুন কেসটার ওপর আরও একবার চোখ বুলানো যাক, শুরু থেকে একটু একটু করে।"

কিনদাইচি-সান নিজের নোটবুকটার দিকে তাকালেন।

"এই নাটকের প্রথম অংক অভিনীত হয় ২৩ নভেম্বর—অন্যভাবে বলা যায়, বিয়ের দু'দিন আগে—সন্ধ্যার দিকে। আর সেই সময় সেই রহস্যময় তিন আঙুলওয়ালা

লোকটা সরকারি অফিসের উল্টোদিকে অবস্থিত কাওয়াদার সরাইখানায় গিয়ে উপস্থিত হয়। সেই মুহূর্তেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়।"

ইনস্পেক্টর হঠাৎ সামনে ঝুঁকে এলেন।

"আসলেই? কিন্তু ইচিইয়ানাগি পরিবারের সাথে তিন আঙুলওয়ালা লোকটার কী সম্পর্ক?"

"ইনস্পেক্টর, ইচিইয়ানাগিদের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। সে শুধু হেঁটে যাচ্ছিল ওই রাস্তা দিয়ে।"

"কিন্তু, কো-সান—" গিনজো-সান ভ্রু কোঁচকালেন। "লোকটা অকামিসানকে ইচিইয়ানাগিদের বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিল।"

"হ্যাঁ, তা করেছিল। কিন্তু, চাচা, সে আসলে হ—গ্রামে যাওয়ার পথটা জানতে চাচ্ছিল। ইনস্পেক্টর, আপনার মনে আছে আজ সকালে ক—গ্রামে কী হয়েছে যখন আমি তামাকওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম?"

ইনস্পেক্টর ইসোকাওয়ার মুখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি এখন ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন। কিনদাইচি-সান হাসলেন।

"সবাই বলেছে যে লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে অনেক দূর থেকে এসেছে। সে হয়তো ন—স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিল। তারপর সে লোকেদের কাছে হ—গ্রামে যাওয়ার জন্য পথটির কথা জানতে চায়। তাহলে সেই প্রশ্নের উত্তর লোকে সাধারণত কীভাবে দেয়? স্টেশন থেকে হ—গ্রাম মাইল পাঁচেক দূরে অবস্থিত। তাই পুরো রাস্তার নির্দেশনা একবারে দেওয়া সম্ভব নয়; সেক্ষেত্রে লোকজন সাধারণত ল্যান্ডমার্ক দিয়ে রাস্তা বলে—বুঝলেন। যখন আপনি সেখানে পৌঁছে যাবেন তখন আবার অন্য কারো কাছে জানতে চাইবেন—এটাই স্বাভাবিক। আমি নিজেও আজ সকালে পরীক্ষা করে দেখেছি। তামাকওয়ালা আমাকে রাস্তা বুঝিয়ে দিলো অনেকটা এভাবে : 'যদি এই রাস্তা দিয়ে যান, তাহলে রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় আপনি ও—গ্রামের সরকারি অফিস পাবেন। সেখানে গিয়ে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন ইচিইয়ানাগিদের বাড়ি কোনটা। বিশাল বাড়ি, ভুল হবে না। ইচিইয়ানাগিদের বাড়িটা পার হয়ে উঠে যাবেন পাহাড়ের ওপরে। ওখানেই হ—গ্রাম।' তিন আঙুলওয়ালা লোকটা এভাবেই ঠিকানা পেয়েছিল। তাই সে সরকারি অফিসে গিয়ে তার উলটো দিকে থাকা সরাইখানাটির ওকামি-সানের কাছে ইচিইয়ানাগিদের বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেছিল।"

ইনস্পেক্টর ইসোকাওয়া, গিনজো-সান ও রিউজি-সান—প্রত্যেকেই একসাথে নিঃশ্বাস ফেললেন। এটা খুবই যৌক্তিক ব্যাখ্যা। তিন আঙুলওয়ালা লোকটা, যাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত, তার আসলে ইচিয়ানাগিদের পরিবারের সাথে কোন সম্পর্কই নেই।

"আমার মনে হয় এটা সত্য," কিনদাইচি-সান বললেন। "তখন পর্যন্ত তার

ইচিইয়ানাগিদের সাথে কোনো সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু ঠিকানা জানতে চাওয়ায় সে এই কেসে জড়িয়ে যায়। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, সে জড়িয়ে যায় কেঞ্জোর পরিকল্পনায়। তারপর সে সরাইখানা থেকে ইচিইয়ানাগিদের বাড়ি যায়। যেমনটা সবাই বলে—বাড়িটা আকারে বিশাল ও চিত্তাকর্ষক। সে ওকামি-সান আর তার খদ্দেরদের এই বাড়ির প্রধানের বিয়ে নিয়ে কথা বলতে শুনেছে... তাই কৌতূহলী হয়ে সদর দরজা দিয়ে উঁকি দেয়। স্বাভাবিক মানবিক কাজ। তখন তাকে এলাকার একজন দেখে ফেলে। বিষয়টা লজ্জাজনক। স্বভাবতই লজ্জা পায় লোকটা। বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সে হ—গ্রামের কথা জিজ্ঞেস করে। এ পর্যন্ত সবই স্বাভাবিক। নিজের লজ্জা ঢাকার জন্য লোকটা যখন হ—গ্রামের কথা জিজ্ঞেস করেছিল, একই সাথে তার মনে যা ছিল সে তাই বলেছে। সে হ—গ্রামেই যেতে চেয়েছিল। ভালো কথা, আপনারা খেয়াল করেছেন? ওখান থেকে রাস্তা খাড়া পাহাড়ে উঠে গেছে। যারা তাকে দেখেছে সবাই বলেছে যে সে দুর্বল আর ক্লান্ত ছিল। তাই পাহাড়ে ওঠার আগে তাকে বিশ্রাম নিতে হয়। কিন্তু যেহেতু তাকে দেখে লোকে সন্দেহ করতে পারে, সে আড়াল খোঁজার চেষ্টা করে—খাঁড়াইয়ের ওপর ঘন বাঁশঝাড়ের আড়ালে চলে যায় যা ইচিইয়ানাগিদের বাড়ির ঠিক পেছনে। এটাও যৌক্তিক।"

"আর তখনই কেঞ্জোর হাতে তার মৃত্যু হয়," ইনস্পেক্টর বললেন।

এই ইঙ্গিতটাই আমি করছিলাম। আমি খুক খুক করে কেশে কিনিদাইচি-সানের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

"ঠিক সেটাও না। আমি ডাক্তার *এফ*—কে বলব পরের অংশ ব্যাখ্যা করতে। আসলে এই জন্যই ওনাকে আজ সন্ধ্যায় আমাদের সাথে যোগ দিতে বলেছি। ডাক্তার সাহেব, আপনি কি ময়নাতদন্তের রিপোর্টটা আমাদের বলবেন?"

আমি মাথা নাড়লাম, অবশেষে বোঝা যাচ্ছে কেন তিনি এখন পর্যন্ত আমাকে ফলাফল প্রকাশ করতে দেননি। এই যুবক যত ভদ্র ও উদার হোক না কেন, নাটক করার সুযোগ সে ছাড়ে না। এই তথ্য সবার সামনে আনার জন্য নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করেছে।

"ময়নাতদন্তের রিপোর্ট যতটা সহজভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব তা আমি করছি। এই লোকের খুন হয়নি। স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ময়নাতদন্ত শেষ হওয়ার আগে আমি সঠিক কারণ বলতে পারছি না। আমার ধারণা ক্লান্তি আর উদ্বেগের কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে তার। লোকটার বুকের ওপর জখমের যে চিহ্ন পাওয়া যায়, তা আসলে তার মৃত্যুর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে করা হয়েছে।"

সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকে বিস্মিত হলেন। রিউজি-সান উত্তেজনায় সামনের দিকে ঝুঁকলেন।

"তাহলে আপনি বলতে চাইছেন আমার ভাই লোকটাকে খুন করেনি?"

"ঠিক। উনি খুন করেননি," কিনদাইচি-সান উত্তর দিলেন। "একদম শুরু থেকে আমার তাই ধারণা ছিল। প্রথমে, কেঞ্জো আত্মহত্যার পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিল, আর এই তিন আঙুলে লোকটি তার পরিকল্পনার অংশ ছিল না। দ্বিতীয়ত সে খামাখা একজন পথচারীকে খুন করবে না।"

"কিন্তু ঐ জখমটা? যেটা লোকটার বুকের মধ্যে ছিল..."

"ইনস্পেক্টর ওগুলো কেঞ্জোর অনুশীলনের সময় হয়েছে। যেমনটা আজ সন্ধ্যায় আমি করেছি, কেঞ্জোও পরীক্ষা চালিয়েছিল। সে পরিকল্পনাটি তৈরি করেছিল, কিন্তু তার একদমই ধারণা ছিল না পরিকল্পনাটি আদৌ কাজ করবে কিনা, আর যদি কাজ করেও তাহলে সবকিছু সম্পন্ন হতে কত সময় লাগবে। তাই এই ব্যাপারগুলো নিশ্চিত হতে সে কয়েকবার মহড়া দেয়। আর ওই লাশটাকে মহড়ার কাজে ব্যবহার করে। চাচা, আপনি বলেছিলেন খুনের আগের রাতে কোতো'র সুতো ছেড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিল সুজুকো। কেঞ্জো তখন আসলে অনুশীলন করছিল।"

আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। রিউজি-সানের চেহারা আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। যদিও নতুন কোনো খুনের খবর ছিল না, তবে খুবই ভয়ংকর একটা ব্যাপার ছিল—অথবা ভয়ংকরের চেয়েও বেশিকিছু—যাকে বলা চলে পুরোদস্তুর দুর্ধর্ষ। শীতল স্রোত নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।

"তিন আঙুলে লোকটার গল্পে ফিরে আসি—সে অ্যানেক্স হাউজের পেছনকার খাড়াইয়ের ওপর ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। কেঞ্জো তাকে খুঁজে পেল। হয় সেটা ২৩ তারিখ রাতে, বা ২৪ তারিখ সকালে। সম্ভবত কেঞ্জো নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে—নিজের পরীক্ষাটি চালানোর জন্য একেবারে উপযুক্ত গিনিপিগ পেয়ে গেছে। গোপনে লাশটা অ্যানেক্স হাউজের ভেতর নিয়ে আসে সে এবং সেখানেই লুকিয়ে রাখে। আপনারা যেমনটা অনুমান করতে পারছেন—কেঞ্জো লাশটা লুকানোর জন্য টোকোনোমার পেছনের প্রকোষ্ঠটিকে বেছে নিয়ে ছিল। এজন্যই ওখানে লোকটার আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল।

"আর এভাবেই ২৩ তারিখ রাতের ঘটনাটির সমাপ্তি ঘটে। পরদিন ২৪ তারিখ রাতে ছিল বিয়ের অনুষ্ঠানের আগের দিন। আপনাদের সম্ভবত মনে আছে, ঐদিন মূল বাড়ির বসার ঘরে বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছিল। কেঞ্জো তার মায়ের সাথে কোতো নিয়ে ঝগড়া করেছিল। তর্কাতর্কির মাঝখানে রিয়োসুকে বিড়ালের জন্য বানানো কফিন নিয়ে হাজির হয় সেখানে, আর সাবুরো গ্রামের নাপিতের দোকান থেকে ফিরে আসে। সাবুরো জানায় যে তিন আঙুলওয়ালা এক লোক গ্রামে ইচিইয়ানাগিদের বাড়ির খোঁজ করছে। তিন আঙুলওয়ালা লোকটার কথায় সুজুকোর কোতো'র কথা মনে পরে। সুজুকো'র

ক্ষেত্রে এটা মনে পড়া খুব স্বাভাবিক, আর সে খেলার ভান করে। এসবেরই কেসের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। এটাই কেঞ্জোকে জরুরি একটা বুদ্ধি দেয়।"

আমরা সবাই বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম।

"কেঞ্জো ততক্ষণে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু সে তখনো জানত না কোন ধরনের সুতো ব্যবহার করতে হবে। একে তো সুতোটা সূক্ষ্ম হতে হবে, আবার মজবুতও হতে হবে। সে যখন মনের ভেতর জন্ম নেওয়া প্রশ্নটির উত্তরের সন্ধান করছিল, সুজোকো তখন তিন আঙুলের একটা লোক কোতো খেলছে এমন একটা ভাব নিলো। এখন আপনাদেরকে আমি একটা বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই। সেই বিষয়টি হলো—ঐ সময় তিন আঙুলওয়ালা লোকটা ইতোমধ্যে মৃত, আর তার লাশ অ্যানেক্স হাউজেই রাখা আছে। যার ওপর সে তখন পরীক্ষা চালানোর পরিকল্পনা করছিল, সেই লোককে নিয়েই তার বাড়ির বসার ঘরে আলোচনা হচ্ছে দেখে কেঞ্জো নিশ্চিত অবাক হয়েছিল। একই সময়ে সুজুকোর হাত দেখে সে একটা ধারণা পায়। তিনটা আঙুল এবং একটা কোতো... তখনই এই বুদ্ধি তার মাথায় আসে। কেঞ্জো কোতো'র লম্বা তার ব্যবহার করার কথা ভেবেছিল। এই বাসায় যেহেতু অনেকগুলো কোতো রয়েছে, তাই বলা চলে তারের কোনো অভাব নেই। এটাই আশ্চর্য যে নিষ্পাপ একটা বাচ্চা মেয়ে একটা নিরপরাধ ভঙ্গি করেই খুনটায় কী গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা রাখল। খুব বাজে ব্যাপার, তবে সত্য। কেঞ্জো সোজা স্টোররুমে গেল এবং কোতো'র তার নিলো। যেহেতু বাসায় কোতো আর তারের অভাব নেই সেহেতু কিছু তার হারিয়ে গেলেও কেউ পাত্তা দেবে না। যখন সে তার খুঁজছে তখন তার চোখ যায় লাভবার্ড কোতোর ব্রিজের ওপর। আমার মনে হয় না শুরুতে কেঞ্জো কোতো ব্রিজ ব্যবহার করার কথা চিন্তা করেছিল ল্যাভেটরির ওপর চূড়া বানানোর জন্য। হয়তো সে গাছের ত্রিমুখী ডাল বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করতে চেয়েছি। কিন্তু সে যখন বাঁকানো কোতো'র ব্রিজ দেখল, বুঝতে পারল তার সামলানোর জন্য এটাই সেরা, তাই সে সেখান থেকে একটা ব্রিজ নিয়ে নিলো। আর এভাবেই এই খুনের ঘটনায় বাদ্যযন্ত্রটির গভীর সম্পর্ক তৈরি হলো।"

ইনস্পেক্টর বিড়বিড় করে জানালেন তিনি বুঝতে পেরেছেন।

"আর সে সেদিন রাতে কায়দাটা করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখল?" গিনজো-সান বললেন।

"হ্যাঁ, কিন্তু তার দু'টো ফল এলো যা সে আশা করেনি। প্রথমত তারটা বাঁশের সাথে ঘষা খেয়ে তীক্ষ্ণ শব্দ তৈরি করেছিল। সে বুঝতে পারল কিছু বাঁশ কেটে না ফেললে সন্ধ্যায়ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। যাই হোক, হয়তো কেঞ্জোর বাইরে গিয়ে গাছ কাটার ইচ্ছা ছিল না তাই সে সিদ্ধান্ত নিলো শব্দ হবে কিন্তু সেটা লুকানোর

জন্য কিছু করতে হবে। তাই কাতসুকো'কে খুন করার আর নিজে আত্মহত্যা করার মাঝে সে কোতো'তে উলটাপালটা সুর বাজাতে শুরু করলো। ইচিইয়ানাগিদের বাড়ির সদস্যরা এতে জেগে উঠলো কিন্তু বাঁশের সাথে তারের ঘষা খাওয়ার শব্দ তারা শুনতে পেল না।"

"হাহ," ইনস্পেক্টর বকলেন।

"আর এক্সপেরিমেন্টের দ্বিতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত ফলটা কী ছিল?" গিনজো-সান প্রশ্ন করলেন।

"সাবুরো ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিল। আমার অনুমান—সেই সময় কোনো এক পর্যায়ে সাবুরোও পরিকল্পনায় যোগ দেয়।"

এটা শুনে সবাই অবাক হলো। রিউজি-সানের মুখ ছাইবর্ণ ধারণ করলো।

।। অধ্যায় ১৭ ।।

অপ্রত্যাশিত বদ্ধঘর...

"আর তাই, যদি আমার ধারণা ঠিক হয়, সাবুরো'র এই পরীক্ষার কথা জেনে লাভ হলো? আমরা সাবুরো'কে জিজ্ঞাসা না করে জানতে পারব না। যাই হোক, আমার ধারণা কিছু কায়দা এখানে করা হয়েছে যাতে বোঝা যায় এতে তারও হাত আছে। অনেক চাল চালা হয়েছে এখানে। আমি অতটুকু পর্যন্ত মানতে পারি যে কেঞ্জো এটাকে জোড়া খুন বানাতে পারলে খুশিই হতো, কিন্তু কাউকে খুনের জন্য ফাঁসানোর কথা তার মাথায় আসেনি। এখানে রহস্যোপন্যাসের কায়দা ব্যবহার করা হয়েছে। সাবুরো সিদ্ধান্তে এসেছিল যে খুনি ছাড়া খুন বিশ্বাসযোগ্য হবে না, তাই সে ভুয়া একটা খুনি সাজিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে মৃত তিন আঙুলওয়ালা লোকটা ছিল বলির পাঠা। কেঞ্জো বা সাবুরো কেউই জানত না লোকটা কে, বা কেন সে ইচিইয়ানাগিদের বাড়ির ঠিকানা জানতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটা দেখতে সন্দেহজনক এবং সে তাদের বাড়ির ঠিকানা জানতে চেয়েছে এটা তাদের অজানা ছিল না। পাশাপাশি লোকটার তিন আঙুলের ছাপ কাওয়াদার সরাইখানার গ্লাসে রয়ে গিয়েছিল। আর এটাই তার সৃষ্টিশীলতাকে জাগিয়ে তোলে। রহস্যোপন্যাসের ভক্ত যে কেউই আঙুলের ছাপ ফেলে আসার বুদ্ধি করবে। কিন্তু সাবুরোর জন্য কেবল ওটুকুই যথেষ্ট ছিল না। অ্যালবামের ছবি, ডায়ারির ছেড়া পাতা, এগুলো সবই ব্যবহৃত হয়েছে তিন আঙুলওয়ালা লোকটার সাথে কেঞ্জো'র কাল্পনিক বিবাদ তৈরিতে। রহস্যোপন্যাসের একজন ভক্তের মাথা থেকেই আসতে পারে এসব। খুনের মতো দেখতে আত্মহত্যার বুদ্ধি কেঞ্জো'র বৈজ্ঞানিক চিন্তা আর সাবুরো'র পড়াশোনার ফল। যা এই কেসটাকে বরং জটিল করে তুলেছে। শেষ কথা এরা দুইজন মিলিতভাবে এই কাজটা করেছে।"

"তাহলে ছবিটা অ্যালবামে কেন ছিল?"

"ইনস্পেক্টর, আপনি কার্ডবোর্ডের পৃষ্ঠাসহ ছবিটা কেটে নিয়েছেন। যদি আপনি শুধু ছবিটা সরানোর চেষ্টা করতেন তাহলে কৌশলটা ধরা পড়ে যেত। দেখুন!..."

কিনদাইচি-সান কার্ডবোর্ড থেকে ইতোমধ্যে যে ছবিটা খুলে নিয়েছেন, তা তিনি তুলে নিলেন।

"ছবির পেছনটা দেখলে এটা কোথা থেকে তোলা হয়েছে তার একটা প্রমাণ আপনি পাবেন। আর আমি পেছনের অংশ সরাতেই বুঝে যাই যে সেখানে আগে অন্য ছবি ছিল। সাবুরো আগের ছবিটা সরিয়ে এই ছবিটা বসিয়ে দিয়েছে। আরেকভাবে বললে, কেঞ্জো'র চিরশত্রু যাকে সে আজীবন ঘৃণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে এই ছবির লোকটা নয়।"

"সাবুরো এই ছবিটা কোথায় পেল?"

"এটা তিন আঙুলওয়ালা লোকটার কাছেই ছিল।"

"কিন্তু এসবের তো কোনো মানে হয় না," রিউজি-সান বললেন। "লোকে সাধারণত তাদের নিজেদের ছবি নিয়ে ঘোরে না।"

"তাও সত্য। কিন্তু আপনি যেমন বললেন, *সাধারণত* কিন্তু কিছু পেশার মানুষের সাথে সবসময় তার ছবি রাখতে হয়। উদাহরণ হিসেবে বাস বা ট্যাক্সির ড্রাইভারদের কথা ধরতে পারেন।"

ইনস্পেক্টর ইসোকাওয়া চেঁচিয়ে উঠলেন। "ঠিক। আমিও তাই ভাবছি—যে আমি এমন ছবি অনেক দেখেছি। এই ধরণের ছবি ড্রাইভারদের লাইসেন্সে থাকে।"

"ঠিক তাই। একদম ঠিক বলেছেন।" কিনদাইচি-সান খুশি হয়ে বললেন, নিজের মাথার পাখির বাসার মতো ঝাঁকড়া চুলগুলো চুলকে যাচ্ছেন। "আর সেটা জানলে, এটাও পরিষ্কার যে লোকটার মুখের ওই ক্ষত চিহ্ন কীভাবে এলো এবং দুই আঙুল কীভাবে খোয়া গেছে। ঘটনাচক্রে আমি জেনে গেছি কে সে। তার নাম, কিয়োকিচি শিমিজু। শিটসুকি-গানে জন্ম তার। ছোটোবেলায় টোকিও চলে যায় সে। পরে ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাজ নেয় সেখানে। কিছুদিন আগে খুব বাজে একটা দুর্ঘটনায় সে ওই আঘাতগুলো পেয়েছে। দুর্ঘটনাটির পর স্পষ্টতই সে আর ড্রাইভারের কাজ করতে পারছিল না, আর কিছু সময় বিশ্রাম নিতে চাইছিল। তাই সে হ—গ্রামের বাসিন্দা তার ফুপুকে একটা চিঠি লিখে অনুরোধ করেন তিনি তাকে তার বাড়িতে কিছুদিন থাকার অনুমতি দেন। ভাইপো'র আবদারে তার ফুপু রাজি হন এবং তাকে ফিরতি চিঠি দেন, কিন্তু তারপর তার সাথে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। হতে পারে তিনি ভেবেছিলেন সে পথে আছে—আসছে। আশা করেছিলেন হয়তো আজকালের মধ্যে তার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। এটা সার্জেন্ট কিমুরাকে আমি যখন হ—গ্রামের বাড়ি বাড়ি জিজ্ঞাসাবাদে পাঠাই তখন সে জানতে পারে। তার ফুপু বলেছে কিয়োকিচি শিমিজু আগে কখনো এখানে আসেনি। আর সার্জেন্ট কিমুরা যখন তার ছবি দেখায় তখন তিনি জানান যে ছোটোবেলাতেই তিনি তাকে শেষবার দেখেছিলেন, তিনি নিশ্চিত না এই কি সে কী না। তবে তিনি এর সাথে যোগ করেন যে ছবির লোকটা অনেকটাই তার ভাই—কিয়োকিচির বাবার মতো দেখতে। তাহলে সম্ভবত সে-ই সেই লোক। সব মিলিয়ে এই

লোকটার নাম কিয়োকিচি শিমিজু, সে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার যে তার ফুপুর বাড়িতে যাওয়ার সময় এই বাড়ির পেছনকার খাড়াইয়ে দুঃখজনকভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।"

"আর তারপর তার মৃত্যুটা আমার ভাই কাজে লাগায়।" রিউজি-সানের মুখে কষ্টের ছাপ ফুটে ওঠে, কিন্তু ইনস্পেক্টর সেটায় পাত্তা দেন না।

"ডায়ারির পোড়া পৃষ্ঠাগুলোর কী ব্যাখ্যা দেবেন?"

"এটা সাবুরোরই একটা কৌশল," কিনদাইচি-সান হেসে বললেন। "অনেক বছর ধরেই কেঞ্জো তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের খুঁটিনাটি ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ করে রাখত। তার অভিজ্ঞতার মধ্যেই হয়তো কিছু ছিল যা ব্যবহার করা যায়। সাবুরো বিভিন্ন জায়গা থেকে জোড়াতালি দিয়ে কাহিনি তৈরি করেছে। এখানে গল্পের কাঠামোটা দেখতে পারবেন। দেখুন।"

নোটবুকের পৃষ্ঠাগুলোর মধ্য থেকে পোড়া কাগজের পাঁচটি টুকরো কিনদাইচি-সান দেখালেন।

"এক নম্বর টুকরো থেকে শুরু করি :

> *...সৈকতে যাওয়ার আগে নিত্যদিনের মতোই সেখানে গেলাম। ওফুইউ-সান কোতো বাজাচ্ছিলেন। আজকাল লক্ষ করছি যে, কোতোর মধুর শব্দটাও নৈরাশ্য বয়ে আনছে...*

"এবার তিন নম্বর :

> *...ওফুইউ-সানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। দুঃখজনক, নিঃসঙ্গ একটা দিন। আজকেও দ্বীপটায় বৃষ্টি হচ্ছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়...*

"এরপর আমরা ৫ নম্বরে টুকরোটার দিকে নজর দেই :

> *...দ্বীপটা ছাড়ার আগে আমি শেষবারের মতো ওফুইউ-সানের কবরে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানিয়ে এলাম। সাথে করে কয়েকটা বুনো ক্রিসামথিমাম ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রার্থনা করার সময় হঠাৎ মনে হতে লাগলো যেন আমি কোতোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ...*

"কলম ও কালির রং থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সব একই মহিলাকে নিয়ে

লেখা। ওয়াকুইয়া-সান। তিনটা অংশ একই দিনে লেখা। যাই হোক। দুই নম্বর টুকরোটা দেখি এবার তাহলে :

> *...কুকুরটা, সেই নরপশুটা। তাকে আমি প্রচণ্ড ঘৃণা করি। সারাজীবন আমি ওকে ঘৃণা করে যাবো...*

"আর চার নম্বর টুকরোতে আছে :

> *...আমি ভাবছি ওকে আমার মুখোমুখি হওয়ার আহ্বান জানাবো। এই অবর্ণনীয় ক্ষোভ। যখনই মনে পড়ে যে তাকে একাকী মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে, আমার ইচ্ছা করে ওকে একদম টেনে ছিঁড়ে ফেলি। আমি ওকে আমার চিরশত্রু হিসেবে গণ্য করি এবং আমি তাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি, ঘৃণা করি...*

"এই অংশগুলো ভিন্ন কলমে লেখা, অন্য কালিতে। আমার বিশ্বাস প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম অংশ কেঞ্জো বেড়াতে গিয়ে সেই সময় লিখেছিল। এগুলো ফাউন্টেনপেনে লেখা নয়। দুই ও চার নম্বর অংশ অন্য কোনো সময়ে লেখা হয়েছে। লেখা আর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে বোঝা যাচ্ছে এগুলো অন্য তিনটার আগে লেখা। সম্ভবত তখন যখন কেঞ্জো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াত। রিউজি-সান আপনার কি তখনকার কথা কিছু মনে আছে?"

রিউজি-সান মুখ তুলে তাকালেন হঠাৎ। এটা পরিষ্কার যে তার কিছু মনে পড়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন, কারো সাথে চোখ মেলাতে পারলেন না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তিনি ঘটনা বলতে শুরু করলেন :

"খুবই অদ্ভুত একটা ব্যাপার ছিল এটা। যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতো তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল। তারপর থেকে সে তার এক কলিগের প্রতি বিরূপ হয়ে যায়। সে তাকে ঘৃণা করতো। এই লোকটা আগে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, কিন্তু তারা দু'জনই আরেক শিক্ষকের মেয়ের প্রেমে পড়ে। কেঞ্জোকে তার বন্ধু ধোঁকা দেয়, প্রতারণা করে... অন্তত সে তাই মনে করে। ফলাফল সে অপমানিত হয়, আর চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়। সম্ভবত সেই ঘটনার কারণেই মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়ে, আর পরে মারা যায়। আমি জানি না ঘটনাটা কতটুকু সত্য, পুরো ঘটনাও আমি জানি না, কিন্তু কেঞ্জো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো তার সেই বন্ধুই আছে এসবের পেছনে। আমার ভাই এত ক্ষেপেছিল যে সে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঘৃণা করতো লোকটাকে। তাকে সে

এই জন্যই চিরশত্রু বলে। যখন সে সেই দ্বীপে তার চিরশত্রুর সাথে দেখা হওয়ার কথা লিখেছিল তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে এই লোক সেই লোক না। এর বাইরে লোকটার নাম খুবই পরিচিত। আজকাল সে বিখ্যাত একজন শিক্ষক। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে এই লোক—যাই হোক, এই জন্যই আমি এতক্ষণ চুপ ছিলাম।"

"বুঝতে পেরেছি। আর লোকটার সাথে কখনো দেখা হয়েছে আপনার?"

"না, কখনই না। তবে আমি পত্রিকায় কয়েকবার তার ছবি দেখেছি, কিন্তু তাও এই দুয়েক বছর ধরে। সত্যি বলতে, আপনি আমাকে অ্যালবামের যে ছবি দেখিয়েছেন তা দেখে আমি নিশ্চিত বলতে পারছি না এই ছবি এই লোকের অল্প বয়সের কী না।"

"এটা খুব স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায়। সাবুরো খুব চতুরতার সাথে এই ঘটনাকে পরে দ্বীপে কেঞ্জো'র সাথে ঘটা ওই ঘটনার সাথে মিলিয়েছে। তারপর এই তিন আঙুলে লোকটার ছবিতে কেরামতি ফলিয়ে আমাদের জন্য একটা গল্প বানিয়েছে। দারুণ কাজ।"

কিনদাইচি-সান হাসলেন।

"সে এমনকি দ্বীপের এমন অংশ বেছে নিয়েছে যেটা দেখতে কোতো'র মতো। কেঞ্জো এমন এক লোক যে কখনো তার ডায়ারি অন্য কাউকে দেখাবে না। কিন্তু সাবুরো'র কাছে পাত্তা পেত না। সাবুরো সবসময় তার ভাইয়ের কাজকর্মে নাক গলাত। আর অবশ্যই সে বুদ্ধিমান, সাথে সাথে মনে করতে পারত কেঞ্জো কী কোথায় কখন লিখেছে, আর কোথায় তা পাওয়া যাবে, কীভাবে সাজাতে হবে। তাই আমার বিশ্বাস সাবুরো পরিকল্পনায় যোগ দেওয়ার পর থেকে সে-ই সব পরিকল্পনা করেছে এবং কেঞ্জো ছিল কেবলমাত্র তার হাতের পুতুল। গোয়েন্দা কাহিনি পড়ে পাওয়া জ্ঞান ঝাড়ছিল সাবুরো, যার সামনে কেঞ্জো দাঁড়াতেই পারেনি।"

আমার মনে হয় না কিনদাইচি-সানের তত্ত্ব একদমই বাখোয়াজ। একমাত্র রিউজি-সানকে বাদ দিলে, খালি তাকেই আমার স্বাভাবিক মনে হয়, পুরো ইচিইয়ানাগি পরিবারেরই মাথায় সমস্যা আছে।

"আর তারপর পরিকল্পনা বানানোর পর, তারা লাশের একটা হাত কেটে নেয় আর বাকি শরীর কয়লার চুলায় লুকিয়ে ফেলে। সেটা ২৫ তারিখ সূর্য ওঠার আগে। কিন্তু যেভাবেই হোক সেদিন সন্ধ্যায় বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ঠিক আগে, তিন আঙুলে লোকটা রান্নাঘরে উপস্থিত হয়। আমার মনে হয় কেঞ্জো তার মতো পোশাক পড়ে সেখানে গিয়েছিল। সে আর সাবুরো ফটো অ্যালবামের কৌশলটা করে ফেলেছিল, কিন্তু কোনো কারণে এটা পুলিশের চোখ এড়িয়ে যায়, তাই এই কায়দাটা আর কাজে লাগে না, তাই তারা এই নাটকটা করে যা পুলিশের চোখ এড়াতে পারেনি, আর এতে সবাই বিশ্বাসও করে, তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে তিন আঙুলে লোকটা

খুনের দিন বেঁচে আছে। রান্নাঘর থেকে বের হওয়ার পর, তিন আঙুলে লোকটার মতো পোশাক পরা অবস্থাতেই, কেঞ্জো বাড়ির পশ্চিম দিকে যায়, উত্তর দিকের খাড়াই ধরে। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে পিছলে অ্যানেক্স হাউজের পেছনে গিয়ে ওঠে। সে বাড়িতে লুকিয়ে ঢুকে যায়, তারপর কাপড় বদলে, আকিকো'র জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে এসে তাকে কাগজটা দিলে, সেটা সে তার সামনেই কুচি কুচি করে নিজের কিমোনোর পকেটে পুরল, সে অ্যানেক্স থেকে যাওয়ার সময় আকিকোকে বলল জানালার শাটার বন্ধ করে দিতে। আকিকো মূল বাড়িতে ফিরলে কেঞ্জো'কে কোথাও দেখতে পায় না। কারণ সে তখন অ্যানেক্স হাউজে ফিরে গেছে, সেখানে সে ভুয়া পায়ের ছাপ তৈরি করে, নিজের হাত কাটে, আর সেখান থেকে রক্ত নিয়ে রেইন শাটারের ভেতর আর পিলারের গায়ে তিন আঙুলে লোকটার হাতে ছাপ বসায়; তিন আঙুলে লোকটার জুতা কাপড় আর বাকি যা যা ছিল সব কয়লার চিমনিতে ফেলে দেয় আর তারপর রানমা ট্র্যানসমের ফাঁক দিয়ে কোতো'র তার টেনে দেয়।"

"কিনদাইচি-সান," ইনস্পেক্টর ইসোকাওয়া বললেন, "আপনি বলছেন যে আঙুলের ছাপগুলো সেদিন সন্ধ্যা থেকেই ছিল?"

"হ্যাঁ। তাছাড়া ওগুলো রাখার কোনো সম্ভবনাই ছিল না। এটাই ছিল প্রথম সূত্র এই কেসের কিনারা করার। ওই রক্তাক্ত হাতের ছাপগুলো খুব স্বাভাবিক সব জায়গায় ছিল, যেমন ভাজ করা পর্দায়, কিন্তু ওই আঙুলগুলোতে কোতো'র পিক পড়া ছিল। অন্যদিকে পরিষ্কার আঙুলের ছাপগুলো খুঁজে পেতে আমাদের বেশি কষ্ট হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম এর নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্ব আছে। এ থেকে আমি দুটো সিদ্ধান্তে উপনীত হই। পিলার আর শাটার এই দুই জায়গার আঙুলের ছাপ অন্যগুলোর অনেক পরে পাওয়া গেছে, আর আমি নিশ্চিত ছিলাম যে খুনিও এই ভরসায় ছিল। আরেকভাবে বললে তদন্তকারীদের চোখে যদি এই দুটো ছাপ আগে পড়তো তাহলে খুনির অসুবিধা হতো। ওগুলো পাওয়া যাওয়াটা কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে আগেভাগে পেয়ে যাওয়াটা। তো কেন? আমার ধারণা কারণটা হলো ওগুলো অন্য ছাপের থেকে আলাদা, কারণ সেগুলো ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে। ওগুলো আগে পাওয়া গেলে অন্য ছাপের সাথে সেগুলোর রঙের তারতম্য ধরা পড়ত। আমি এই বলে শেষ করছি— ওগুলো যত দেরিতে পাওয়া যেত খুনির ততই সুবিধা। দ্বিতীয়ত এই জায়গা দু'টো এমনভাবে আড়াল করা ছিল যে এখানে অ্যানেক্স হাউজের অন্য বাসিন্দাদের হাতের ছাপ পাওয়া যাবে তারও সম্ভবনা নেই। যে আগের দিনে যেসব অনুষ্ঠান হয়েছে, যেমন সাকে পর্ব, তখনো কারো হাতের ছাপ লাগারও সম্ভবনা ছিল না তেমন। কিন্তু তারও আগে আমার এই ব্যাপারটায় খটকা লেগেছে যে, এত ধূর্ত খুনি, যে কিনা আঙুলের ছাপ পড়ার ভয়ে আঙুলে কোতো'র পিক পড়ে নিয়েছিল, সে এত ছাপ পুরো বাড়িতে

কীভাবে ছড়িয়ে রেখে যায়? তাই আমি এই সিদ্ধান্তে আসি যে আঙুলের ছাপ ইচ্ছা করেই রেখে যাওয়া হয়েছে। আর তা করা হয়েছে অপরাধ ঘটারও পূর্বে।"

"হাহ!"

ইনস্পেক্টর মুগ্ধ হয়ে শব্দ করে উঠলেন।

কিনদাইচি-সান হাসলেন।

"তো মঞ্চ প্রস্তুত। কেঞ্জো কাটা হাতটা মূল বাড়িতে নিয়ে গেল। আপনারা ভাবতে পারেন যে কেন—কেঞ্জো তার জিনিসপত্র সব চুলায় ফেলে দিয়েছে। হাতটা ফেলল না কেন একই সময়? আমার ধারণা সে সাবুরো'র নির্দেশ পালন করছিল। আমার মনে হয় সাবুরো এত মজা পেয়ে গিয়েছিল যে সে নিজের আরও কিছু কুকর্মের জন্য হাতটা রাখতে চেয়েছিল। তাই সে কেঞ্জোকে বলে সেটা লুকিয়ে রাখতে এমন কোথাও যেখান থেকে সে পরে সেটা নিয়ে নিতে পারে। সাবুরো সেটা নিজের কাছে অবশ্যই রাখতে চায়নি। তাকে খুনের পর বাড়ি তল্লাশি শুরু হওয়ার আগেই সব প্রমাণ গায়েব করতে হবে। সে তাই বুদ্ধি বের করে। কেঞ্জোকে বলে ওটা বিড়ালের কফিনে ঢুকিয়ে রাখতে, যেটা সুজুকো তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। আর যেমন সে আশা করেছিল, খুনের পর সুজুকো সেই কফিনটা কবর দিয়ে দেয়, ফলে লুকানোটা পোক্ত হয়।"

"আর তারপর কেঞ্জো স্টাডিতে গিয়ে ডায়ারিটার একটা ব্যবস্থা করে?"

"হ্যাঁ। তাই। সম্ভবত সাবুরো চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল কোন কোন পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে। কেঞ্জো সেগুলো ছিঁড়ে নিয়ে পাশ থেকে পোড়ায়—সাথে তার কিমোনোর হাতায় লুকিয়ে রাখা কাগজগুলোও। যাই হোক, এখন আমরা জানি যে সে সব কিছু পোড়ায়নি, একটা টুকরো তার হাতায় রেখে দিয়েছিল... সন্দেহ নেই কেঞ্জো'র মতো লোক সেটা ইচ্ছা করেই রেখেছিল, যাতে আমরা তার জন্মশত্রুর চিঠিটা খুঁজে পাই।

"তার একটু পরে, বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এখানে নোটে দুটো পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে। প্রথমটা কোতোটাকে অ্যানেক্স হাউজে নেওয়া হয়েছে। কেঞ্জো'র ভাগ্য ভালো, মেয়র এই পরামর্শ দেন নিজে থেকেই। কেউ যদি কথা না তুলত তাহলে কেঞ্জো নিজেই কথা তুলত। সে ফট করে কাতসুকো'কে বলে কতোটা তার।

"দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কেঞ্জো সাবুরোকে বলে তাদের বড়ো চাচা ইহেইকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। এটা শুধু সাবুরোর জন্য অ্যালিবাই তৈরি করার জন্য করা হয়েছে। ভালো কথা, আপনার জন্য একটা প্রশ্ন আছে, রিউজি-সান।"

রিউজি-সান ভ্রু তুললেন।

"আমি নিশ্চিত ইনস্পেক্টর ইতোমধ্যে একই প্রশ্ন আপনাকে করেছেন, কিন্তু আমি জানি আপনি ২৫ তারিখের সন্ধ্যায় এখানেই ছিলেন। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ভাইয়ের বিয়েতে যাননি কেন? আর পরেরদিন এমন ভাব করলেন যেন মাত্রই এসে

পৌঁছেছেন?"

রিউজি-সানকে দেখে মনে হলো তার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

"প্রথমে, আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এখন আমি বুঝতে পারছি কেন... কেঞ্জো আমাকে ওসাকা থেকে বিয়েতে আসতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিল। আমার মনে হয় সে চায়নি যে সন্দেহ আমার ওপর পড়ুক, তাই সে নিশ্চিত করেছে যেন আমার একটা পোক্ত অ্যালিবাই থাকে। অবশ্যই আমার তার মোটিভের ব্যাপারে কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু তার চিঠি পড়ে আমি চিন্তায় পড়ে যাই আর আমার মনে হয় আমার অবশ্যই যাওয়া উচিত। তাই আমি একদিন আগেই কনফারেন্স থেকে চলে আসি ক— শহরে, ঘটনা কী তা জানার জন্য। আমি ভেবেছিলাম বিয়েতে না যাওয়াই ঠিক, তাই আমি যাইনি। কিন্তু পরের দিন অনুষ্ঠান ছিল, তাই আমি সাবুরো আর বড়ো চাচা ইহেইয়ের সাথে দেখা করি আর সকালে বাড়ি পৌছাই।"

"আপনার বড়ো ভাই আপনাকে ভালোবাসতেন, তাই না?"

"আমার মনে হয় না আমাকে ভালোবেসে তিনি কিছু করেছেন। আমার মনে হয়, একমাত্র আমিই তাকে কিছুটা বুঝতাম। এই জন্যই এসব করেছেন।"

"বুঝেছি। সে আপনার কাঁধে খুনের দায় পড়বে এটা না বরং এই নিয়ে চিন্তিত ছিল যে আপনি ঘটনা ধরে ফেলবেন।"

রিউজি সায় দিলেন।

"সম্ভবত এটা সত্য। সেদিন সকালে আমি যখন জানলাম কী ঘটেছে, আমার তখনই মনে হয়েছিল আমার ভাই-ই এই কাজ করেছে। কেন করেছে, কীভাবে করেছে, এগুলোর আমি কোনো কিনারা করতে পারিনি।"

"আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এ থেকে পরিষ্কার হলো আপনাকে এখানে কেন আনা হয়েছে। এখন অপরাধের কথায় আসি। সাকে অনুষ্ঠান শেষ হলে কেঞ্জো লুকিয়ে একটা কোতো তার মায়ের কিমোনোর স্লীভের পকেটে চালান করে দেয়। আপনার কথা শুনে আমার এই ধারণা হয়েছে, ইন্সপেক্টর ইসোকাওয়া। কীভাবে আমি এটা বুঝলাম? আমরা পাতার স্তূপে যে কোতো ব্রিজটা পেয়েছি তাতে তিন আঙুলে লোকটা ছাড়া আর কারো ফিংগারপ্রিন্ট ছিল না। তার মানে এটা সেই রাতের কোতো'তে লাগানো ব্রিজ ছিল না। সেদিন সন্ধ্যায় সুজোকো আর কাতসুকো দু'জনেই লাভবার্ড কোতোটা বাজিয়েছিল। কোতো বাদকেরা বাজানো শুরু করার আগে সময় নিয়ে টিউনিং করে। বাম হাতে তারা ব্রিজ অ্যাডজাস্ট করে। তাই এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের পাওয়া কোতো ব্রিজটাতে সুজুকো ও কাতসুকোর আঙুলের ছাপ থাকা উচিত। খুনি তো আর নিজে তাদের হাতের ছাপ মুছে দিয়ে নিজেরটা ছেড়ে আসতে যাবে না। তাই সেদিন পাতার স্তূপে পাওয়া ব্রিজটা সন্ধ্যায় বাজানো কোতো'র

ছিল না। এটা স্টোরহাউজ থেকেই সরানো হয়েছে আর অপকর্মে ব্যবহার করার আগেই এর মধ্যে রক্তাক্ত হাতের ছাপ লাগানো হয়েছে।"

গিনজো-সান শান্তভাবে মাথা নেড়ে পাইপে দম দিলেন। রিউজি-সানের চোখ মেঝের দিকে।

"আমি সেই রাতে বাজানো কোতোর ব্রিজটা পরে খুঁজে পাই। সেটা কেঞ্জো কাতসুকো'র বাজানো শেষ হলে খুলে নিয়েছিল। সেটা এখনো তার মায়ের কিমোনোর হাতার পকেটে আছে। সাবুরো হয়তো পরে সেটা সরিয়ে নিত, কিন্তু হয়তো কেঞ্জো তাকে বলেইনি সেটা কোথায় রেখেছে অথবা লাশ আবিষ্কারের পরের গণ্ডগোলের মধ্যে সাবুরো ভুলে গিয়েছিল। যাহোক। সেটা এখনো সেই পকেটেই আছে।

"আমার মনে হয় প্রস্তুতি পর্বের সবটাই বলা হয়ে গেছে। এবার দুঃখজনক ঘটনাটায় আসা যাক..."

কিনদাইচি-সানের মুখ কালো হয়ে গেল। আমরা সবাই দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছি।

"এটা খুব বাজে একটি অপরাধ। যেভাবে ধাপে ধাপে নিপুণতার সাথে এটা সম্পন্ন করা হয়েছে সেই ব্যাপারটা তো আরও জঘন্য। কেঞ্জো কি তার বাসর ঘরের বিছানায় চুপচাপ শুয়ে ছিল ওয়াটারহুইলটা ঘোরার অপেক্ষায়? আর যখন তা ঘুরতে শুরু করলো তখন সে উঠে দাঁড়ায়, পায়খানায় যাওয়ার ভান করে, এবং ক্লজেট থেকে কাটানাটা বের করে আনে? সেই তলোয়ার দিয়ে কাতসুকোকে মারার পর সে তিনটা কোতো'র পিক নিজের আঙুলে পরে নিয়ে কোতো বাজায় আর ভাঁজ করা পর্দায় রক্তাক্ত ছাপ ফেলে। আমি স্বীকার করছি তার পর্দায় ছাপ ফেলার ব্যাপারটায় মজা পেয়েছি। কেঞ্জো শুধু যে নিজের হাতের ছাপ লুকোনোর জন্য পিক ব্যবহার করেছে তা নয়, এটা তার কাজকে নিখুঁত করার প্রবণতাকে নির্দেশ করে। সে কোতো'র তার আর ব্যাজ ব্যবহার করেছে। কোতো'র পিক আর বাদ যাবে কেন। আমার মনে হয় এটাই তার উদ্দেশ্য ছিল। পরে সে ওয়াশবেসিনে গিয়ে পিকিগুলো খুলে রাখে, রানমা থেকে ঝুলতে থাকা তার টেনে টাটামি ঘরে চলে আসে। তারপর সে, আমি যেভাবে আগে আপনাদের দেখিয়েছি, সেভাবে আত্মহত্যা করে। এভাবেই রহস্যময় হোনজিন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।"

সবাই চুপ করে রইলেন। নিজের চিন্তায় মশগুল প্রত্যেকেই। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি কেঁপে উঠলাম। তারপরই ছোয়াঁচে রোগের মতো এই শিহরণ ঘরের অন্যান্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়লো। তখন রিউজি-সান কথা বলে উঠলেন : "কিন্তু আমি একটা জিনিষ বুঝলাম না আমার ভাই রেইনিশাটার খুলে রেখে দিলো না কেন। তাহলে তো সবাই ভাবত খুনি ওই পথেই

এসেছে এবং কাজ শেষ করে আবার ঐ পথ দিয়েই চলে গেছে। এটা আরও সত্য মনে হতো না?"

কিনদাইচি-সানের প্রতিক্রিয়া ছিল নাটুকে। তিনি মনোযোগ দিয়ে তার মাথার চুলের জট চুলকাতে শুরু করলেন। যখন তিনি কথা বললেন তার তোতলামি স্বাভাবিকের চেয়েও বেড়ে গেল।

"এ-এ-এটা এ-এই ক-ক-কেসের সব থেকে ম-ম-মজার অ-অংশ—"

নিজের কাপটা তুলে নিয়ে তিনি বাকি চা টুকু পান করলেন। তারপর তিনি শান্ত গলায় বলতে শুরু করলেন।

"আসলে তার সেটাই করার কথা ছিল। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত একটা ঘটনা ঘটে—যা পুরো পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেয়। এমন কিছু ঘটে যা সে কল্পনাই করেনি... সেদিন তুষারপাত হয়। ভেবে দেখুন সে পায়ের ছাপের লাইন বানিয়েছে। সদর দরজা পর্যন্ত, পশ্চিম দিকের বাগান থেকে ঘুরে এসে। এটা প্রমাণ করার জন্য যে খুনি কাজ শেষে ওই পথে পালিয়েছে। কিন্তু সেই পায়ের ছাপ সমস্ত তুষারে ঢেকে গেল। তাহলে কি সে নতুন ছাপ বানাবে? কিন্তু তা তো অসম্ভব, একে তো সে তিন আঙুলের জুতাজোড়া চুলায় ফেলে দিয়েছে, তাই এখন আর রেইনশাটার খোলার কোনো অর্থ হয় না কারণ পায়ের ছাপ বানানো হয়েছিল এটা প্রমাণের জন্য যে খুনি ওই পথে এসেছিল আবার ফিরে গেছে। তাই বরফে আর হাত না দিয়ে সে কেসটাকে তালাবন্ধ ঘরে খুনের মতো করে সাজায়—আমি জানি না ঠিক কেন তা করেছিল, কিন্তু আমার মনে হয় এই জন্যই সে রেইনশাটারটা বন্ধ করে রেখেছিল। অন্য কথায়, আমরা আসলে একটা পরিকল্পিত বন্ধ ঘরে খুনের তদন্ত করিনি, বরং এমন একটা খুনের তদন্ত করেছি যেখানে খুনি বাধ্য হয়েছিল ঘটনা ওভাবে সাজাতে। আরেকভাবে বলা যায়, একটা দুর্ঘটনাবশত বন্ধঘর খুন রহস্য।

(এখানেই ড. *ফ*—'র নোট শেষ হয়।)

।। অধ্যায় ১৮ ।।

লাল স্পাইডার লিলি...

এখানে ডক্টর ফ—'র রিপোর্ট শেষ হলো। তিনি এই মামলায় সাবুরো'র যোগসাজশ নিয়ে আরও মন্তব্য করেছেন, কিন্তু আমি অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য পেয়েছি, আর নিজে সেগুলোর সারমর্ম তৈরি করেছি।

সাবুরো টিটেনাস ইনফেকশন থেকে সুস্থ হওয়ার পর, ইনস্পেক্টর ইসোকাওয়া এই কেসের সাথে তার সম্পর্ক নিয়ে চেপে ধরেছিলেন। সে সবই বলেছে আর পুরো ঘটনা কোসুকে কিনদাইচি যেমন বলেছিলেন তেমনই। তার ভাই যখন অনুশীলন করতে ব্যস্ত ছিল তার পরিকল্পনা জানতে পেরে সাবুরো তার সাথে যোগ দেয়। সাবুরো যেভাবে ঘটনাটা বলেছিল সেটা হচ্ছে :

"ভাইয়ের সেদিনকার চেহারা আমি ভুলব না কখনো... সে রাতে আমি দেখি অ্যানেক্স হাউজে আলো জ্বলছে। তাই আমি পা টিপেটিপে যাই সেখানে। ভাইয়ের হাবভাব কয়েকদিন ধরে খুব অদ্ভুত ছিল। যেন সে অন্য জগতে আছে। সবসময় গভীর চিন্তায় ডুবে থাকে। সামান্য শব্দেও চমকে ওঠে। আমি সেদিন নাপিতের দোকান থেকে ফিরে যখন তিন আঙুলওয়ালা লোকটার কথা বললাম তখন তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এই ব্যাপারটা আমার মনে ছিল, তাই যখন দেখলাম ঘরে বাতি জ্বলছে তখন আমি দেখতে গেছি সে কী করছে। বাগানের দরজা লাগানো ছিল। ভেতর থেকেই ছিটকিনি মেরে রাখা ছিল। তাই আমি বেড়া টপকে অ্যানেক্স হাউজের উঠানে নামলাম। পশ্চিম দিকে গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম আর রেইন শাটারের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলাম সে কী করে। ভেবে দেখেন আমার কী অবস্থা হয়েছিল যখন একটা কাটানা আমার মাথার ঠিক ওপরে পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এলো! আমি চিৎকার করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভয়ে আমার মুখ দিয়ে সামান্যতম শব্দও বের হলো না। আমি সেখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মাথার ওপর তলোয়ার ঝুলছে। তারপর এটা পিং পিং টুইং ধরনের শব্দ করে মাটিতে খসে পড়লো পাথরের লণ্ঠনের পাশে। ওটা মাটিতে পড়তেই রেইন শাটার খুলে আমার ভাইয়ের মুখ উঁকি দিলো। সব কিছু এত দ্রুত ঘটে গেল যে আমি লুকানোর সময় পেলাম না। কেঞ্জো আমাকে দেখে ফেলল। বোকার

মতো দাঁড়িয়ে আছি আমি। তার রাগান্বিত মুখ আমি কখনই ভুলব না। সে আমার ঘাড় চেপে ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল, সেখানে আমি টাটামির মধ্যে তিন আঙুলে লোকটার লাশ দেখলাম। তার বুকে একটা রক্তাক্ত জখমের দাগ—"

সাবুরো দৃশ্যটা মনে করে শিউরে উঠলো।

"আমি নিশ্চিত যে আমার ভাইয়ের মাথা পুরো খারাপ হয়ে গেছে, আর আমার পরিণতিও টাটামির ভেতরের লোকটার মতো হবে। কেঞ্জো আমাকে এত শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছিল যে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে সে মিইয়ে গেল, চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো। আমি ভাইকে এমন অবস্থায় কখনো দেখিনি। কেঞ্জো সবসময় একটু দুর্বল ছিল, মেয়েদের মতো ন্যাকামো করতো সব কিছুতে, কিন্তু সেটা সে লোকের সামনে করতো না, সামলে চলতো। সবসময় শীতল আর কঠিন থাকতো। তাকে এমন নিচু, অসম্মানিত কখনো দেখিনি। সত্যি বলতে তার জন্য খারাপই লাগলো। কিন্তু একই সময়ে আমি রোমাঞ্চিতও হলাম...

"অবশেষে কেঞ্জো নিজেকে সামলে নিলো আর তার পরিকল্পনা বলল। কিন্তু পুরোটা না, কিছু অংশ। তার চোখে পানি চলে এলো, যখন সে আমার কাছে মিনতি করলো আমি যেন কাউকে কিছু না বলি। আমি যে জন্য তার পরিকল্পনার অংশবিশেষ বলছি তা হলো সে কখনো আমার কাছে কাতসুকো-সানকে নিয়ে কোনো কথা বলেনি। শুধু বলেছিল যে সে আত্মহত্যা করতে চায়, কিন্তু সেটাকে যেন খুনের মতো দেখায়। অবশ্যই, এটা শুনে আমি ভয় পেয়ে যাই আর বলি যে সে এটা করতে পারবে না। তাই সে আমাকে জিজ্ঞেস করে কেন নয়।"

সাবুরো কেঞ্জোর প্রশ্নের উত্তরে যা বলল তা চমকপ্রদ ও শিউরে ওঠার মতো। এটা প্রমাণ করে যে সে রহস্যোপন্যাসের পোকা।

"আমি কেঞ্জোকে বললাম। যখন খুন হয় তখন প্রথম সন্দেহভাজন হয় সে যার এই মৃত্যুতে সবথেকে বেশি লাভ হবে। এই ক্ষেত্রে লাভবান হবে সে যে ইচিইয়ানাগি পরিবারের সম্পত্তির মালিক হবে, মানে আমার বড়ো ভাই রিউজি। কিন্তু রিউজি এখন কোথাও নাই, তাই সে সন্দেহভাজনদের তালিকাতেও থাকবে না। আমি বললাম তার বদলে সন্দেহ পড়বে আমার ওপর। সে প্রশ্ন করলো কেন? তোমাকে কেন সন্দেহ করবে? আমার মৃত্যুতে তোমার তো কোনো লাভ হচ্ছে না। সব সম্পত্তি রিউজি পাবে। আমি জবাব দিলাম ঠিক তা না, তুমি মারা গেলে আমি বীমার পঞ্চাশ হাজার ইয়েন পাচ্ছি..."

একথা শোনার পর কেঞ্জোর চেহারা নিশ্চয় দেখার মতো হয়েছিল। আমি নিশ্চিত সে তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেন ভিনগ্রহের কোনো জন্তু দেখছে।

"অতঃপর সাবুরো'র মতে কেঞ্জোর চেহারা বিকৃত হয়ে কুৎসিত হয়ে গেল আর

তার কণ্ঠ বদলে গেল।

"সাবুরো তুমি খুব চালাক, তাই না? মাথা বটে তোমার ঘাড়ের ওপর একটা। তাহলে বল সবাইকে যে এটা খুন নয় আত্মহত্যা। অবশ্য সেক্ষেত্রে তুমি বীমার একটা পয়সাও পাবে না। তুমি বোঝ যে, যদি মৃত্যু আত্মহত্যার ফলে হয় তাহলে বীমা থেকে একটা টাকাও দেয় না? সেটাই কি তুমি চাও? পঞ্চাশ হাজার ইয়েন পকেটে ভরার সুযোগ হারাতে চাও? যা ভেবেছিলাম তত চালাক হয়তো তুমি না, তাই না?"

বড়ো ভাই, ছোটো ভাই, সব মিলিয়ে ইচিইয়ানাগি পরিবারের সব সদস্যই একটু অদ্ভুত, এর মধ্যে সাবুরো একটু বেশিই অদ্ভুত। কেঞ্জো'র কথা শুনে সে দোটানায় পড়ে গেল। কিন্তু সে তার জন্য লাভজনক একটা সমাধান খুঁজে নিলো : কেঞ্জো'র হত্যার পর তার ওপর যেন সন্দেহ না পড়ে তাই সে তার ভাইকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলো যেন সে তার জন্য একটা অ্যালিবাই বানিয়ে দিয়ে যায়। এই প্রতিজ্ঞা পাওয়ার পর, তার মন ভালো হয়ে যায়। রহস্যোপন্যাসে পড়া নিজের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সে তার পরিকল্পনায় যোগ দেয়।

আমার বিশ্বাস সাবুরো'র তার ভাইকে সাহায্য করতে প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠার পেছনকার প্রকৃত কারণ কেবলমাত্র পঞ্চাশ হাজার ইয়েন পাওয়াই ছিল না, বরং জীবনে প্রথমবারের মতো সে তার বড়ো ভাইয়ের ওপর ছড়ি ঘুরানোর সুযোগ পাচ্ছে। তাই সে সুযোগটা ছাড়েনি। কোসুকে কিনদাইচি যেমন বললেন সাবুরো এই পরিকল্পনায় যত জড়িয়ে পড়লো কেসটা ততই উপন্যাসের সেই কেসটার সাথে মিলে গেল। ভাইদের মধ্যে নেতৃত্বের পরিবর্তন চলে এলো। সাবুরোর কথা কেঞ্জো অক্ষরে অক্ষরে মানতে শুরু করলো। সাবুরো যত উদ্ভট পরিকল্পনাই করুক কেঞ্জো তিক্ত হাসি দিয়ে তার আদেশ মানত। এই কাজে সাবুরো ভালো ছিল, সে মজা পেয়ে যায়। তিন আঙুলে লোকটার ছবি, পোড়া ডায়ারির পৃষ্ঠা—সবই সাবুরোর কীর্তি। এটা বলার দরকার নেই লাশের হাত কেটে আঙুলের ছাপ বানানোটাও তার উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। সত্যি বলতে তিন আঙুলে লোকটাকে ফাঁসানোর পরিকল্পনা কেঞ্জোর শুরু থেকেই ছিল, কিন্তু তার পরিকল্পনা নিঁখুত ছিল না। তার আবছা ধারণা ছিল যে সে যদি লোকটার লাশ এমন কোথাও কবর দেয় যেখান থেকে কেউ সেটা খুঁজে পাবে না, তাহলে দিন শেষে সব সন্দেহ তিন আঙুলে লোকটার কাঁধেই পড়বে... এটুকুই সে জানতো। সাবুরো দায়িত্ব নেওয়ার পর ধীরে ধীরে সেই পরিকল্পনা ঘষামাজা করে আরও সুন্দর আর নিখুঁত করা হয়।

এমন প্রতিভা পৃথিবীতে খুব কম লোকেরই থাকে, আর সাবুরো তাদেরই একজন। নিজেরা কুশীলব না হয়ে তারা একটা অন্যের লেখা একটা স্ক্রিপ্টের কাঠামো নিয়ে তাতে রং মেখে সুন্দর ও নিখুঁত করে নতুন নতুন বিষয় জুড়ে দেয়, আর তারপর নাটক

মঞ্চস্থ করে।

যাই হোক, খুন-আত্মহত্যার এই নাটকে সাবুরো পরিচালকের ভূমিকার থেকেও বেশি করেছে। সে আরেকটু বেশি যোগ করা থেকে নিজেকে নিবৃত করতে পারেনি। পরিস্থিতি এমন ছিল যে তাকেও মঞ্চে নামতে হয়েছে। সে যেমন বলেছে...

"কেউ যদি এটাকে আত্মহত্যা মনে করতো তাহলে আমি কাটা হাতটা আবার ব্যবহার করতাম। আমি কেঞ্জোকে দিয়ে সেটা বেড়ালের সাথে কফিনে ভরে কবর দেওয়াই। আমি আবার সেটা তুলতে গিয়েছিলাম। সেবার সুজুকো ঘুমের মধ্যে হাঁটতে বেরিয়ে ছিল। আমি তাকে সরাসরি আমার দিকে আসতে দেখি। তাই ভয় দেখানোর জন্য তিন আঙুলওয়ালা হাতটা উঁচু করে ধরে তাকে দেখাই।

"কিন্তু, আসলে, আমি যে ওই হাতটা দিয়ে একই কাজ আবার করার কথা কল্পনাও করিনি। এই উড়ে এসে জুড়ে বসা, সবখানে নাক গলানো স্বভাবের কোসুকে কিনদাইচির জন্যই সেটা করা লাগল। উনি যদি আর দশজন গোয়েন্দার মতো হতেন আমি এমন বালখিল্য করতে যেতাম না। আমার বয়সি, নোংরা, তোতলা একটা লোক। আমার দেখে মনে হলো লোকটা ভান করছে গোয়েন্দা হওয়ার। সে আমাকে বলল বন্ধদ্বার খুনের কায়দাগুলো খুব বোরিং। সে আমাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলো। এখন বুঝতে পারছি সেটা ছিল ইচ্ছাকৃত আর আমি তার ফাঁদে পা দিয়েছি...

"যাই হোক। আমি শুধু তাকে দেখাতে চেয়েছিলাম। আমি ভাবলাম তাকে বন্ধদ্বার খুনের কায়দাটা আরেকবার দেখাই। এক রাত আগে তুলে আনা হাতটা আমার রক্তে চুবিয়ে ভাঁজ করা পর্দার ওপর আরও ছাপ ফেললাম। তারপর সেটা আবার বিড়ালের কবরে পুঁতে ফেললাম। তারপর আমি তাকে আবার দেখাতে গেলাম। আমি অবশ্যই এত গভীরভাবে আমার শরীরে কাটতে চাইনি। আমি শুধু হালকা আঁচড় দিতে চেয়েছিলাম। ভাই যা করেছিল ঠিক তাই করছিলাম আমি, তারপর তরোয়ালটা ভাঁজ পর্দায় আটকে পেছন থেকে নিজের শরীরে খোঁচা দিতে গেলাম, কিন্তু আমার হিসাবে গণ্ডগোল হয়ে গেল আর আমি তার বদলে গভীর ক্ষত তৈরি করে ফেললাম। আপনি বাগানের কর্পূর গাছটার দিকে একবার তাকালেই আমি কাস্তের বদলে যে ক্ষুরটা ব্যবহার করেছিলাম সেটা খুঁজে পাবেন।"

সব মিলিয়ে অল্পবয়েসি এই ছেলে সাবুরো, একটা সাইকোপ্যাথ ছাড়া কিছু নয়। তার জন্য মৃত্যু নিয়ে রসিকতা করা একটা মজার খেলা। শেষে সে স্বীকার করে যে তার ন্যূনতম ধারণাও ছিল না যে কেঞ্জো কাতসুকোকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। এটা হয়তো সত্য কিন্তু কে জানে যদি সে জানত সে কি ঠিক একই কাজ করতো না? একটুও কি হাত কাঁপত তার?

সাবুরো'র ওপর আরোপ আনা হয়, কিন্তু যখন সে বিচারের অপেক্ষা করছে,

তখন জাপানের রাজনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, আর তাকে চীনে যুদ্ধে পাঠানো হয়। সে সেখানেই মারা পড়ে। মিষ্টি মেয়ে সুজুকো পরের বছরই মারা যায়। সেটা একরকম ভালোই হয়েছিল। গত বছর তাদের চাচাতো ভাই রিয়োসুকে হিরোশিমা গিয়েছিল বেড়াতে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেবার হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা পড়ে। গ্রামের প্রবীণেরা বলেছেন এই শহরেই তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। তারা কানাঘুষা করেন যে এটা হয়তো নিয়তি ছিল। যুদ্ধ যেমন তার বাপকে নিয়েছে, তেমনই তাকেও নিয়েছে।

রিউজি ওসাকায় যুদ্ধে আটকা পড়ে। সে তার গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে যায়নি। গ্রামের জীবন কখনই তার পছন্দ ছিল না, আর খুনের মামলার পর থেকেই, হোনজিনে তার পরিবারের পুরোনো জীবনের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আজকাল ইচিইয়ানাগিদের বিশাল বাড়িতে বিধবা ইতোকো তার বড়ো মেয়ে টায়েকোকে সাথে নিয়ে থাকে। তারা সাংহাই থেকে আক্ষরিক অর্থেই এক বস্ত্রে চলে এসেছে। পরিবারের অন্য বাড়িটায় রিয়োসুকের বিধবা স্ত্রী আকিকো এবং তাদের তিন সন্তান থাকে। তবে গ্রামে কানাঘুষা শোনা যায় যে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক নাকি খুব খারাপ। একে অপরের মুখ দেখাদেখিও বন্ধ।

আর এই ছিল হোনজিন হত্যাকাণ্ডের ইতিবৃত্ত। আমি স্বীকার করি যে আমার কখনই পাঠকদের বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা ছিল না। আমি ওয়াটারহুইলের অবস্থান থেকেই সব ব্যাখ্যা করেছি। এই বইয়ের সূচনায় আমি লিখেছি :

আমার মনে হয় আমি খুনির কাছে কৃতজ্ঞ একজন পুরুষ ও নারীকে এমন অদ্ভুত উপায়ে হত্যা করার জন্য।

পুরুষ ও নারী বলতে আমি অবশ্যই বুঝিয়েছি তিন আঙুলে লোক—কিয়োকিচি শিমিজু ও নববধূ কাতসুকোর কথা। কাতসুকো ছুরিকাঘাতে মারা যায়, কিয়োকিচির মৃত্যু সেভাবে হয়নি। আমার আসলে বলা উচিত ছিল, 'পুরুষ ও এক নারীর নৃশংস খুন।' প্রিয় পাঠক, আপনারা যদি মনে করেন আমি কেঞ্জো ও কাতসুকোর কথা বলছি তাহলে সেটা আপনাদের দোষ।

যে অধ্যায়ে আমি ঘটনা বর্ণনা করেছি, সেখানে আমি লিখেছি :

...দম্পতির লাশ এখানে পড়ে আছে তাদের নিজেদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে

আমি লিখেছি তারা নিজেদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এটা কখনই বলিনি যে দু'জনেই খুন হয়েছে। আমি এগুলো আমার পড়া ডিটেকটিভ নভেল থেকে শিখেছি, যেমন আগাথা ক্রিস্টির *মার্ডার অব রজার অ্যাকরয়েড*।

সবশেষে : আমি লেখা শেষ করে শেষবারের মতো ইচিইয়ানাগিদের বাড়িতে গিয়েছিলাম।

আগে যেবার গিয়েছিলাম তখন বসন্ত কেবল শুরু হয়েছে। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সবুজের চিহ্ন ছিল না। ধানখেতগুলো ছিল ফাঁকা। এখন শরৎকাল। যতদূর চোখ যায় কেবল সোনালি রঙের ধানখেত। আমি ভাঙা ওয়াটারহুইলের পাশ দিয়ে গেলাম। তারপর বাড়ির উত্তর সীমানা ঘেঁষা খাড়াপথ বেয়ে উঠলাম ওপরে। ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলে বাড়ির দক্ষিণ অংশ চোখে পড়লো।

আমার সূত্রানুযায়ী, প্রোপার্টি ট্যাক্সসহ জমিজমার ভাগ বাটোয়ারা ইচিইয়ানাগিদের ওপর প্রভাব ফেলেছে। তারা আর্থিক ক্ষতি আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু হোনজিনের ইচিইয়ানাগিদের এক সময়কার বিশাল বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি যেন পচনের দুর্গন্ধ পেলাম।

আমি চোখ ঘুরিয়ে উত্তর-পূর্ব কোণে তাকালাম, দশ বছর আগে ওখানে সুজুকো তার আদরের পোষা বেড়ালটাকে কবর দিয়েছিল। ওখানকার মাটি এখন লাল রঙের স্পাইডার লিলির ঘন ঝোপে ছেয়ে আছে। আমার মনে হলো ফুলগুলো যেন সুজুকোর রক্ত মেখে এমন লাল বর্ণ ধারণ করেছে।